

আর্লি ম্যারিজ ক্যাম্পেইন

বিয়ে : সর্দৈকে দ্বীন

সংকলন : গাজী মুহাম্মদ তানজীল

সম্পাদনা : কায়সার আহমাদ



বিয়ে : অর্ধেক দীন

বিয়ে করান জীবন গড়ুন

মূল

আর্লি ম্যারিজ ক্যাম্পেইন টিম

সংকলন

গাজী মুহাম্মদ তানজিল

সম্পাদনায়

কায়সার আহমাদ

শারঙ্গী সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন

মূল : আর্লি ম্যারিজ ক্যাম্পেইন টিম

সংকলন : গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনা স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ঢয় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭

www.facebook/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

niyamahshop.com

pothikshop.com

Islamicboighor.com

al furqanshop.com

raiyanshop.com

মুদ্রিত মূল্য : ৩৪০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা	৭
প্রথম অধ্যায় : দেরিতে বিবাহ	
ইসলামের বিরুদ্ধে শতাব্দীর এক জঘন্য যত্ন দেরিতে বিবাহ	৯
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স কত? বিয়ের উপযুক্ত সময় জেনে নিন!	১১
অধিক বয়সে বিয়ে করার পরিণতি! একটু ভাবুন নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন নাতো!	১৪
কেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করা প্রয়োজন?	১৯
দেরিতে বিয়ে হতে পারে আপনার দাম্পত্য জীবনে অশাস্ত্রির কারণ	২২
সন্তানদেরকে সময়মত বিয়ে না দেয়া.....	২৩
বোনেরা বেকার ছেলেদের বিয়ে করবেন না! এটা অনেক উক্তি একটা ব্যাপার.....	২৬
পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় বাল্যবিবাহের তথ্য!.....	২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে—এর সমাধান জেনে নিন	২৯
বাল্যবিয়ে নিয়ে দুই শয়তানের গোপন পরামর্শ!	৩৩
একটি বাস্তবমূখী শিক্ষনীয় গল্প	৩৫
বাল্যবিয়ে বন্ধ নয় বরং বাল্য প্রেম-ভালোবাসার নষ্টামি বন্ধ করুন	৩৭
১৮ বছরের নিচে বিয়ে থামান, কিন্তু ১২ বছরের মেয়েকে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেন কেন?.....	৩৯
বাল্যবিবাহ নয়, বাল্য লিভ-টুগেদার বাতিল করুন!.....	৪০

তৃতীয় অধ্যায় : হারাম প্রেমে জড়ানো ও বিয়ের ব্যাপারে উদাসীনতা

প্রেম কি? ধিনা কি? ও শাস্তি কি?	৪৪
লাভ ম্যারেজ নয়, ম্যারেজ উইথ লাভ!	৪৬
সমাজে অহরহ পরকিয়া, ডিভোর্স, দাম্পত্য জীবনে অশাস্ত্রির মূল কারণ পরিবারের মধ্যে ইসলামের অনুপস্থিতি.....	৪৯
ইউনিভার্সিটিতে, ফেসবুকে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব এখন স্বাভাবিক ব্যাপার... ৫১	৫১
প্রেমের বিয়ে টিকেনা কেন?	৫২
হালাল প্রেম বনাম হারাম প্রেম!	৫৪

বিয়ের আগে প্রেম করা আর বিয়ের পর সংসার করা—দুটো ভিন্ন জিনিস . ৫৫
 ছেলে পেলে হালি খানিক প্রেম করুক, প্রেমের নামে জিনার সাগরে ডুবে
 ডুবে জল খেয়ে মরুক তাতে অভিভাবকদের কোন মাথা ব্যথা নেই..... ৫৭
 এখনকার মুসলিম তরুণদেরকে বিয়ের ব্যাপারে খুব উদাসীন দেখা যায় ৫৯

চতুর্থ অধ্যায় : বিয়ে নিয়ে যতসব অঙ্গুত প্রশ্ন!

বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কী?	৬২
বেকারত্ত! প্রতিবন্ধকতা না মহৌষধ?	৬২
নিজের পায়ে দাঢ়িয়ে বিয়ে করবেন ভাবছেন?	৬৪
ভবিষ্যতে বউ ‘ফি সাবিলিল্লাহ’য় যেতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে?	৬৫
বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে?	৬৬
বর্তমান সময়ে ২০-২২ বছরের কোন যুবক যদি বিবাহ করতে চায়!	৬৮

পঞ্চম অধ্যায় : বিয়েতে সমাজের কুসংস্কার।

মেয়ের বাড়ি থেকে কি দিল?	৬৯
বিয়ের নামে চট্টগ্রামে আসলে হচ্ছেটা কি?	৭৩
বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথা	৭৫
বাংলার গ্রাম্য বিয়ে : কোনটি ইসলামে আছে বলুন?	৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : কাকে বিয়ে করা উচিত?

বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?	৭৯
পাত্র-পাত্রী খোঁজা	৮৪
এমন কাউকে বিয়ে করুন যে আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবে!	৮৫
বিয়ের জন্য ভাল ছেলের প্যারামিটার	৮৯
বিয়ে করুন তাকে যে কুরআনকে ভালবাসে	৯১
কেমন মেয়েকে বিয়ে করবেন?	৯১
আমার কেন আপনাকে বিয়ে করা উচিত?	৯৬
পাত্র-পাত্রী নিয়ে কথোপকথন	৯৯

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামে বিবাহের নিয়ম

সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে!	১০১
হালাল সম্পর্ক (বিয়ে) হালাল রিজিক ও নেক স্ত্রী সন্তান লাভের দোয়া ...	১০৪
স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ আর	

প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে শয়তান	১০৬
যেসকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ!	১০৮
বিয়ের প্রস্তাব : করণীয় ও বর্জনীয়	১১০
বেটে খাটো বলে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় নি যেই মেয়েটি!	১১৮
স্বামী স্ত্রী একে অপরের পোশাক	১২০
যে বিয়ের মোহর কুরআন শিখানো.....	১২২
কী জিনিস দ্বারা মোহর দিতে হবে?	১২২

অষ্টম অধ্যায় : সুখী সংসার গড়ার চাবিকাঠি

নারী তুমি সুন্দর; নিজ ঘরে নিজ আলোয়!.....	১২৫
স্বামীর ভালবাসা ও প্রীতি অর্জন করার জন্য মুসলিম নারীদেরকে কিছু মূল্যবান উপদেশ	১২৯
হে বোন! শিক্ষা যেন তোমাকে বোকা না বানায়!	১৩১
আমাদেরকে সর্বাবস্থায় স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধু নির্ধারণের ক্ষেত্রে চারিত্রিক পবিত্রতাকে প্রাধান্য দিতে হবে	১৩৩
মহিলাদের বর্জনীয় অভ্যাস	১৩৫
মহিলাদের করণীয় কাজ	১৩৮
পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয়.....	১৩৮
ইসলামে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য	১৩৯
সংসার জীবনে সফল জনৈক বৃদ্ধার দুর্লভ সাক্ষাৎকার.....	১৪০
কন্যার দু'আ! এক মহিয়সী আরব মহিলার জীবন থেকে নেয়া ঘটনা	১৪৩
একজন বোনের কলম থেকে	১৪৫
স্ত্রীর ভালবাসা!	১৪৮

নবম অধ্যায় : জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফল!

জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফলেই সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা বাড়ায়	১৪৯
নি:সন্তান ফারিয়ার গল্প	১৫১

দশম অধ্যায় : হে যুবক! তোমার জন্য একরাশ অনুপ্রেরণা!

কোন এক রাজকুমার আপনার অপেক্ষায়!.....	১৫৬
দুনিয়ার স্ত্রীকে রেখে জান্মাতী স্ত্রীর খোঁজে.....	১৫৯
উসমানি খিলাফতের সময় বিয়ের কিছু চমৎকার আইন	১৬৩
সৃষ্টিকর্তা নিজেই যখন বেকার যুবকদের বিবাহের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন! ১৬৪	১৬৪
ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিন সাবালক হলেই	১৬৬

বিয়ে কর্তৃন সচ্ছল হবেন ইনশা-আল্লাহ	১৬৬
একাদশ অধ্যায় : বহুবিবাহ		
দ্বিতীয় বিয়ে?	১৬৮
বিধবা বিবাহ : একটি সুন্নাহ!	১৭২
একজন বিধবা নারীর কান্না যে কত অসহনীয়!	১৭৩



সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ধিত হোক তাঁর প্রিয় রাসূল ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আল্লাহ মানবজাতিকে তৈরি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদাতের জন্য। ইবাদাত শুধু সালাত, সিয়ামকেন্দ্রিক নয়, মানব জীবনের পুরো অধ্যায় হল ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল জীবন পরিচালিত হতে হবে মহান আল্লাহর প্রেরিত দিক নির্দেশনায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো।
(সুরা আয়-যারিয়াতঃ ৪৯)

আল্লাহ মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তাই মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরম্পরারের উপর নির্ভরশীল থাকে। জামায়াতবন্ধবাবে জীবন-যাপন করে। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজের সৃষ্টি হয়। আর এর সূচনাই হয় বিবাহের দ্বারা। নারী-পুরুষের মাঝে বন্ধন কায়েম করার সুন্দর পদ্ধতি হল বিবাহ। বিবাহ হল মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, এক ইবাদত, এক প্রয়োজন, মানুষকে মানবজাতিতে পরিনত করার একমাত্র মাধ্যম, নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি যে শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন আছে তা পূরণের একমাত্র হালাল পথ।

জগ্নের পর থেকে একজন মানুষ বড় হতে থাকে, তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে, ধীরে ধীরে চাহিদা বদলাতে থাকে। যোগ হতে থাকে নতুন নতুন প্রয়োজন। বিবাহ হল এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। যখন মানুষ কৈশোর বয়স পার করে যৌবনে উপনিত হয় তখনি তার বিয়ের বয়স হয়ে যায়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক প্রবল টান সে অনুভব করতে থাকে। ইসলাম এই সময়কে খুব গুরুত্ব আরোপ করে। এই সময় ইসলামের সকল বিধান তার উপর মানা ফরজ হয়ে যায়। মানুষকে নিজ জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হয়, বিবাহ হল এই দ্বীনের একটি অংশ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বিবাহ হল অর্ধেক দ্বীন’।

বিয়ের বয়স হবার সাথে সাথে বিবাহ করার জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু দাজ্জালি সমাজ ব্যবস্থা তা হতে বাধা দেয়। দাজ্জালি সমাজ বিবাহের গুরুত্ব বেশ ভালো করেই জানে। তারা জানে বিবাহ

বিলম্ব করলে বিবাহ উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা গুনাহে জোড়ানো সহজ হয়ে যাবে। মুসলিম সমাজের ইয়াং জেনারেশনকে ধৰ্মস করে দেয়া যাবে। এভাবে যুবক যুবতিরা বিবাহের বিকল্প হিসেবে হারাম পস্থা ব্যবহার করবে, এতে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। পুরো সমাজে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে অতি সহজে। তাই বিভিন্নভাবে তারা বিবাহকে বিলম্ব করতে কাজ করছে। এর ভয়াবহ ফল আমরা সমাজে এখন দেখতে পাচ্ছি।

দাজ্জালি সমাজ পুরো শক্তি দিয়ে বিবাহকে বিলম্ব ও অতিকঠিন বানিয়েছে। প্রথমে উচ্চ শিক্ষা, ক্যারিয়ার তৈরি, জব ইত্যাদি কারন দেখিয়ে বিয়েকে বিলম্বে নিয়ে এসেছে। অতঃপর স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, অফিস, এমনকি পথে-ঘাটে দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ফলে প্রেমপ্রীতি নামক হারাম সম্পর্ক ও যিনার দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। ছেলে মেয়ে ৩০+ বয়স হবার পর বিয়ের আসরে বসলেও হাজারো প্রথা, হিন্দুয়ানী ঘোরুক ও সমাজকে দেখানোর জন্য অধিক মোহরানা ধার্য, ইত্যাদি দ্বারা বিয়েকে কঠিন করে তোলা হয়েছে। দিনশেষে বর্তমান সমাজে যিনা যত সহজ হচ্ছে বিবাহ তত কঠিন হচ্ছে।

লিবারেল, আধুনিক কোনো চিন্তা থেকে, বা নিজে নিজে সমাজের এই অবস্থা হয়নি। বরং খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে পশ্চিমাদের লালিত সকল শক্তি কাজ করছে। শিক্ষক, মটিভেটর, মিডিয়া, প্রশাসন ও আইন সবকিছু ব্যবহার করা হয়েছে। যে পর্দানশিল নারী ঘর নামক নিরপদ স্থানে নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল—আজ ফোন, ইন্টারনেট, সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে তাকেও হারাম সম্পর্কে দিকে টেনে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাকে গান, মুভি, পর্ণ ইত্যাদির মাধ্যমে হাইপার সেক্সুয়াল জীবে পরিনত করা হয়েছে। সর্বোপরি অভিভাবক ও সমাজের ব্রেইন ওয়াশ করে বিবাহকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় দ্বিনী ব্যক্তিদের উচিত হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের দিকে ধাবিত হওয়া। দাজ্জালি প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা। বিবাহকে পুরানো রূপে ফিরিয়ে নেয়া। এরকম উদ্দেশ্যে কাজ করছে ‘আর্লি ম্যারেজ ক্যাম্পেইন গ্রুপ’। গ্রুপের প্রারম্ভে থেকে এখন পর্যন্ত সদস্যদের লেখাগুলো বাছাই করে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার সংকলন নিয়েই এই বই রচিত হয়েছে।

সবশেষে রাবুল আলামিনের নিকট দুআ করি, তিনি যেন এই বইটিকে কবুল করেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। আমিন।

কায়সার আহমাদ

২১ জুলাই, ২০২০

প্রথম অধ্যায় : দেরিতে বিবাহ

ইসলামের বিরুদ্ধে শতাব্দীর এক জগন্য ঘড়্যন্ত দেরিতে বিবাহ

কুফফাররা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলো যে, শুধু অন্তর্দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে পরাজিত করা সম্ভব নয়, কেননা মুসলিমরা আল্লাহর পথে শহিদ হওয়াকে চূড়ান্ত সফলতা মনে করে। তাছাড়া তাদের একমাত্র লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর পথে শহিদ হওয়া। এই রকমের উদ্দেশ্যের মানুষদের থামাতে তারা কৌশল তৈরি করে।

কাফিররা চিন্তা করলো, মুসলিম যুবকদের নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে। কেননা, নৈতিকতাই হচ্ছে মুসলিম যুবকদের সবচে' বড় অন্ত। এ অন্তের জোরেই তারা আল্লাহর পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাই তারা প্রথমে মুসলিম দেশগুলোতে বিবাহের উপর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিলো। তারা বিয়ের একটা বয়সসীমা নির্ধারণ করে আইন করলো যে, এর আগে বিয়ে করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যদিও ছেলে ও মেয়ে এই নির্দিষ্ট সময়সীমার অনেক আগেই বিবাহের উপযুক্ত হয়। সেই সাথে তারা এমন শিক্ষাব্যবস্থাও চালু করলো যে, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা ছেলে চাইলেও ২৮-৩০ বছরের পূর্বে উপার্জনক্ষম হতে পারবেনা। যদিও একটা ছেলে ১৫ বছর বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তাহলে একটি ছেলে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পরের ১৫টি বছর কিভাবে পাড়ি দিবে?

এজন্য কুফফাররা ব্যাপকহারে পর্ণ ছবি ছড়িয়ে দিলো, বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালবাসাকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার ঘটালো। যুবক-যুবতীদের একটা মেসেজ দিলো যে—“এই নাও পর্ণ ছবি। এগুলো দেখো। উত্তেজিত হও। উত্তেজিত তো হয়েছো, কিন্তু এখন কী করবে? বিয়ে তো করতে পারবেনা। তাহলে প্রেম করো, প্রেম করে প্রেমিকার সাথে মিলিত হও, যৌবনের চাহিদা মেটাও।”

আর যে যুবক প্রেম করবে, পর্ণ দেখবে, প্রেমিকার সাথে অবৈধভাবে মিলিত হবে সেই যুবক কি কখনো আল্লাহর রাস্তায় কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা চিন্তা করবে?

কম্পিনকালেও না। এভাবেই কুফফাররা মুসলিম যুবকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, এবং আমাদের যুবকদের জীবনী শক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

খ্রিষ্টানদের বড় একটা চক্রান্ত হচ্ছে মুসলিম যুবকদের গোমরাহ করে রাখা। ইসলাম কী তা ওদেরকে বুঝতে না দেয়া? এটা কুফফারদের প্রাচীন কৌশল, তারা অতীতেও মুসলিমদের ঈমানী যজবা মুছে ফেলার জন্য ইহুদি নারী, মদ আর শ্রমতা নামক অস্ত্র ব্যবহার করছিল। কালের পরিক্রমায় তাদের মস্তিষ্কে আরো ভয়ানক শয়তানী চিন্তা তৈরী হয়। তারা ভাবলো—এই অশ্লীলতা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করতে আমাদের জনশক্তি লাগবেনা, ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক এমনটাই হচ্ছে এখন। তারা তাদের ষড়যন্ত্রে এখন পুরোপুরি সফল। বর্তমান সমাজকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে এই বলে যে, বিয়ে করতে হলে তোমার গাড়ি-বাড়ি দরকার। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখনকার যুবকেরা ভাবে ৩০ বছরের আগে বিয়ে করলে ক্যারিয়ারে বিশাল শক্তি হবে, অথচ রিয়িক আল্লাহর হাতে। বরং আল্লাহই বলেছেন, বিয়ে করলে তিনি বরকত দিবেন, অসংখ্য গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

মেয়েদের মাথায় ঢুকানো হচ্ছে—তোমরা কেন পুরুষদের অধীনে থাকবে, তোমরা স্বাধীন হয়ে যাও। আর স্বাধীন হতে হলে তোমাকে পড়তে হবে, শিক্ষিত হতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে, এর আগে বিয়ে করে সংসারী জীবনে ব্যস্ত হওয়া যাবেনা। বিয়ে করলে তুমি পুরুষের অধীনে চলে যাবে। তারা তোমাদের উপর প্রভাব খাটাবে। এসব বুঝিয়ে বিয়ে থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব চেতনাকে জাগিয়ে রাখার জন্য হাজার হাজার এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। একটা ছেলে বা মেয়ে যদি তার পরিবারকে বলে—আমি অমুকের সাথে প্রেম করি, পরিবার একটু উচ্চবাক্য করতে পারে। কিন্তু যদি বলে—আমি অমুককে বিয়ে করেছি, তাহলে তাকে পরবিবার থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। হতে পারে পিতা বা মা সন্তানকে ত্যাজ্য করে দিবে।

শুধুমাত্র যুবক যুবতীদের বিয়ে ভীতি তা নয়, পরিবারগুলোর ভয় আরও বেশি।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ.

এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী।
কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে
গর্ব করবো।^১

^১ সুনানু আবু দাউদ : ২০৫০। শাইখ আলবানি হাসান সহিহ বলে মত দিয়েছেন।

অথচ খুব বিচক্ষণতার সাথে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে “দুটি সন্তানের বেশী নয়, একটা হলে ভাল হয়”-এই স্লোগানটি। এরপর হয়তো বলবে—একটিও না হলে ভালো হয়। মানুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রনে উৎসাহিত করতে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। এসবই বিধমীদের প্রচার। ঢোখটা একটু ভাল করে খুললেই বুঝতে পারবেন যত্যন্ত্রগুলো। আচ্ছা দেশে কি এমন পার্ক আছে, যেখানে প্রেমের আড়া বসেনা?

বিয়ে করার চেয়ে প্রেম আর লিভ টুগদোর করা অনেক সহজ। প্রেম করলে পরিবারের সম্মান নষ্ট হবেনা, কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে করলে পরিবারের মুখে খুতু দিবে—এমন চিন্তা নিয়ে বসে আছে পরিবারগুলো। তাই আসুন, কুফফারদের এই গভীর চক্রান্তকে ধ্বংস করে দিই, সমাজে ‘আর্লি ম্যারিজ’-এর বিপ্লব ঘটাই।

প্রাঞ্চবয়স্ক হওয়ার বয়স কত? বিয়ের উপযুক্ত সময় জেনে নিন!

বালেগ হওয়ার কোনো নির্দশন পাওয়া গেলে ছেলে-মেয়েকে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হবে। তবে একটি কথা মনে রাখা অতীব জরুরি যে, সাধারণত কোনো মেয়ে নয় (৯) বছরের পূর্বে, আর কোনো ছেলে বারো (১২) বছরের পূর্বে বালেগ হয় না। পনেরো (১৫) বছর অতিক্রম করার পর কেউ নাবালেগ থাকে না।^১

সুতরাং যেসব মেয়েদের বয়স ৯-১৭ বছর, তারা কেউ নাবালিকা নয়, আবার যেসব ছেলেদের বয়স ১২-১৭ বছর, তারাও কেউ নাবালক নয়। তারা যদি প্রেম করতে পাবে, এই বয়সে অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে পারে, তাহলে এই বয়সে বিয়ে করলে সেটা বাল্যবিয়ে হবে কেনো? যে বুঝে তার বিয়ে করা দরকার, সে অবশ্যই বুঝান ব্যক্তি, তাকে আপনি নাবালক বলতে পারেননা। তাই বিয়ের বয়স ছেলেদের ২১ বছর, আর মেয়েদের ১৮ বছর—এরকম নির্দিষ্ট করে ইসলামি শরীয়তে বলা নেই, তাই কোন মানবরচিত আইনের অধিকার নেই বলপ্রয়োগ করার, যখন আল্লাহ তায়ালা বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বাল্যবিয়ে

শরীয়তের দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পূর্বেই ছেলে-মেয়েকে বিবাহ করিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে এ ধরনের বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়নি।

^১ আদ্দুরুল মুখ্যতার ও শামী : ৬/ ১৫৩-১৫৪।

সুতরাং বাল্যবিয়েকে আইনের মাধ্যমে নয় বরং নিরুৎসাহিত করণের মাধ্যমে রোধ করাই হবে একজন প্রকৃত মুসলমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ। অনুরূপ আইন করে নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়েকে অবৈধ বলা যেমন শরীয়তবিরোধী, তেমনি নেতৃত্বে অধঃপতনেরও কারণ। এ ধরনের আইন মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বিষয়টি অতীব বিবেচনাযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে বাংলাদেশে ১৮ বছরের পূর্বে মেয়েদের ও ২১ বছর পূর্বে ছেলেদের বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ১৬ বছরের বয়সেও বিয়ে করতে আইনী সুযোগ রয়েছে।

ছেলের বয়স ২৩, ছেলেকে বিয়ে করাচ্ছেন না, কারণ আপনার ধারনা, ছেলে এখনও ছোট। আপনার কাছে ছেলে অবশ্যই ছোট। কিন্তু সে নিজে জানে, সে আসলে কতটা বড় হয়ে গেছে। সে এটা আপনাকে বিস্তারিত বলতে পারে না। বলতে গেলে আপনার চাইতে সেই বেশি লজ্জা পাবে। আপনি বলতে পারেন ছেলে বিয়ে করলে বউকে খাওয়াবে কী? প্রশ্ন হচ্ছে, যে মেয়েটাকে সে এখন বিয়ে করার কথা ভাবছে, সে কি তাহলে এত বছর না খেয়ে ছিল? বিয়ে যদি আরও পাঁচ বছর পরও হয়, মেয়ে কি না খেয়ে থাকবে? মেয়ে যদি বিয়ে ছাড়া কোনভাবেই না খেয়ে না থাকে, তাহলে শুধু বিয়েটা পড়ানোর পরেই কেন খাওয়ার চিন্তা আসবে? মেয়ে তার বাবার কাছে থাকুক, ছেলের যখন সামর্থ হবে, তখন মেয়েকে নিয়ে আসবে নিজের কাছে।

এখন দেখা যাক এর সুবিধা-অসুবিধা গুলো :

সুবিধাগুলো হলো:

১. ছেলের জীবনে টেনশন জাস্ট অর্ধেক হয়ে যাবে। মানসিক প্রশান্তি অর্জন করবে।

২. বিয়ের পরে মানুষ গোছালো হয়। এই বয়সের ছেলেরা অত্যন্ত অগোছালো হয়, অপেক্ষায় থাকে কেউ একজন এসে তার জীবনটাকে গুছিয়ে দিয়ে যাবে। একজন স্ত্রী ছাড়া কোন গার্লফ্রেন্ডের পক্ষে এটা সম্ভব না।

৩. ডেটিংয়ের পেছনে যা খরচ হত, তা দিয়ে তারা দুজন বিয়ের পর দিব্যি প্রেম করে যেতে পারবে, কারও গুনাহ হবে না।

৪. পর্ণ নামক জিনিসটার বাজার দরে ভাটার টান পড়বে। তরুণ বয়সীরা যখন জৈবিক চাহিদা বৈধভাবে মেটানোর সুযোগ না পায়, তখন তারা আলটিমেটলি বিকৃত উপায়ের দিকে আরও বেশি ঝুঁকতে থাকে। এই জিনিস কোনক্রমেই আপনি

রুখতে পারবেন না। এগুলো হল একটা পানির শ্রেতের মত, কেননা কোনো একদিকে তা গড়াবেই। বিয়েই এর একমাত্র সমাধান।

৫. আপনি নিজে (ছেলের মা-বাবা) স্ট্রেস ক্রি থাকবেন। ছেলে কই কার সাথে কি করছে তা দেখার ভারটা ছেলের বউই তখন নিতে পারবে।

৬. ছেলে ও মেয়ে দুজনেই তখন স্যাক্রিফাইস করা শিখবে। এই শিক্ষাটা না থাকায় এখন দিন দিন মানুষের জীবন কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

অসুবিধাগুলো হচ্ছে:

১. কিছু টাকা-পয়সা খরচ হতে পারে।

২. লোকে বদনাম করতে পারে।

৩. ছেলে-মেয়ে দুজনেই ৬-৮ মাস পড়াশুনাতে একটু টিল দিতে পারে।

৪. আপনি যদি মোবাইল কোম্পানির মালিক হন, তাহলে এটা আপনার ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর।

৫. যদি আপনি পর্ণ ইন্ডাস্ট্রির মালিক হন, তাহলে এটা আপনার জন্য ক্ষতিকর।

৬. ছেলে হয়তো পুরোপুরি আপনার কন্ট্রোলে নাও থাকতে পারে। এটা নির্ভর করে ছেলের ব্যক্তিত্বের ওপর। সারা জীবন তাকে কি শিখালেন তার ওপর। যদি পুরুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। কিভাবে স্ত্রী ও মা দুজনকে একসাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সেটা সে (ছেলে) দেখবে (যদি আপনারা ঠিক থাকতে চান)।

উপর্যুক্ত সুবিধা অসুবিধা বলা হয়েছে মডার্ণ চিন্তাধারার মানুষকে উদ্দশ্যে করে অন্যথায় এতে ব্যক্তির দ্বীন ও চরিত্র হেফাজত থাকবে, হাজারো পাপ থেকে বেঁচে যাবে। দ্বীন পালন সহজ হবে। অন্যদিকে অসুবিধাগুলো সমাজকেন্দ্রিক এবং খানিটা অর্থকেন্দ্রিক আর আল্লাহ বিধান পালনে ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা নিশ্চিতকরণে এই সাময়িক অসুবিধাগুলো ধর্তব্য হবে না।^১

এখন আমাদের অভিভাবকদের এই ম্যাসেজটা দেয়ার সময় হয়েছে যে, তারা ঠিক করুক তারা কী চায়। তারা যদি চায় আগামী পাঁচ ছয় বছর ছেলে দিনে ডেট আর

^১ সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

রাতে মাস্টারবেট করে কাটাক এবং মানসিক বিকৃতির শিকার হোক, সমাজের চোখে তার মুখ রক্ষা করুক, তবে তারা আগের সিদ্ধান্তেই অটল থাকতে পারেন।

যদি তা না চান, তবে একটু সাহসী হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিয়েটা করিয়ে দিন। ছেলে-মেয়ে সবাই এখন রোজগার করতে পারে। বিয়ে করার কারণে কেউ না খেয়ে মরবে না। মোস্ট ইম্পার্ট্যান্টলি—দুজন তখন প্রেমের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ক্যারিয়ারের হিসেবটা কঢ়তে পারবে। একজন আরেকজনকে আরও বেশি সময় দিতে পারবে সবকিছু ঠিক রেখেই, এবং তাতে আপনার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কোনো সন্তাননা থাকবে না, কারণ আপনি জানেন আপনার ছেলে-মেয়ে তার স্ত্রী বা স্বামীর সাথেই আছে। আশা করি ফ্যামিলি লেভেলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কথাগুলো একবার ভেবে দেখবেন। একটু ভেবে দেখুন, এই বয়সে আপনার সিদ্ধান্তের কারণে বিয়ে না করে যে ছেলেটা বা মেয়েটা বছরের পর বছর ধরে গুনাহ করে যাবে, এগুলোর হিসাব আপনাকে হাশরের ময়দানে চুকাতে হবে।

অধিক বয়সে বিয়ে করার পরিণতি! একটু ভাবুন নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন না তো!

অধিক বয়সে বিয়ে করা নারী-পুরুষ কারোর জন্য উচিত নয় এবং তা মোটেই সুখকর নয়। অধিক বয়সে বিয়ে আপনাকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনায় ধূকে ধূকে দংশন করেই ছাড়বে। এটাই চিরস্তন সত্য।⁸

সম্প্রতি বিজ্ঞানিদের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে—যেসকল নারীরা অধিক বয়সে বিয়ে করেন, তাদের অধিকাংশের সন্তান উৎপত্তির ডিম্ব শুকিয়ে যাওয়ার দরণ সন্তান গর্ভে আসেন। তারা সন্তান ধারণক্ষমতা শূণ্য হয়ে পড়ে। বল্ক গবেষণা ও উদাহরণ পর্যালোচনার পর তারা এ পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় থাকে। যা যে সময়ে করা প্রয়োজন, তা এই সময়ে যদি করে ফেলা না হয়, সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুরুষের ক্ষেত্রে ২০-২৫ এর মধ্যে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫-১৮-এর মধ্যে বিয়েবন্ধন হয়ে

⁸ Article from "The Khaleej Times" ৩১.০৭.২০১৭ ইং।

যাওয়া অতীব জরুরী। এটাই ত্পু ও সুখের জীবন। উভয়ের মধ্যে ৫/৭ বছরের অধিক ব্যবধান না হওয়া উচিত।

মেট্রিক পাশ করার পর যে মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়, সে স্বামী-সন্তান নিয়ে অনাবিল সুখে থাকে। যা অপরের কাছে ঈর্ষার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে যে মেয়েটি নিজের ক্যারিয়ার গড়তে গিয়ে অবিবাহিতা অবস্থায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হওয়ার জন্য জীবনটা সঁপে দিলেন, তিনি হারালেন মাতৃত্বের সম্মান! হয়ে গেলেন কৃত্রিম ইজারা! জীবনটা হয়ে উঠলো একটি নাটক! কোথাও কোথাও প্রেম, লিভ টুগেদার, অফিসের বস কর্তৃক উত্ত্যক্ত, ডেটিং এবং অবৈধ সম্পর্ক ধ্বংস করে দেয় চরিত্র নামের পবিত্রতা! এই হলো তার অধিক শিক্ষা অর্জনের চরম পাওয়া!

আমার মেয়ের ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন। মেট্রিক পাশ করার পর প্রথমে বিয়ের চেষ্টা। বিয়ের পরবর্তী সময়ে স্বামীর দ্বায়িত্বে থেকে পড়ার সুযোগ হয়ে থাকলে ঠিক আছে, নচেৎ নয়।

একজন মেট্রিক পাশ বিবাহিতা সুখী নারীর সামনে অবিবাহিতা চাকুরীজীবি মাস্টার্স পাশ নারীর অবস্থান একজন মুসলিমের কাছে নিশ্চয় হাস্যকর ও লজ্জাজনক।

বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশে গড় বিয়ের বয়স প্রায় ত্রিশ। কিন্তু একজন মেয়ে প্রথম যৌনমিলনে লিপ্ত হয় গড়ে সাড়ে ঘোল বছর বয়সে। এরপর প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর) হলে লিভ টুগেদারে যায় কিংবা ইচ্ছেমত পছন্দের পার্টনার খুঁজে নেয়। ফলে তাদের জন্য বিয়ের অতটা প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দেশের বর্তমানে পশ্চিমা সমাজকে অনুসরণ করতে গিয়ে মেয়েরা এখন লেখাপড়া শেষ করে অর্থাৎ আটাশ বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হচ্ছে।

কিন্তু সমস্যাটা কোথায় তৈরি হচ্ছে?

এদেশে একটা মেয়ের পিরিওড শুরু হয় গড়ে ১২-১৩ বছর বয়সে। সে বিয়ে করছে ৩০ বছর বয়সে। আর পিরিওড বন্ধ হচ্ছে গড়ে ৪৯ বছর বয়সে।

এর মানে দাঁড়াচ্ছে, কেউ যদি ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করে, তাহলে তার প্রজননকাল (১৫ থেকে ৪৯ বছর) এর প্রথম অর্ধেক সময়ই সে অবিবাহিত

অবস্থায় কাটাচ্ছে। এরপর ত্রিশে গিয়ে বিয়ে করছে। বাকি অর্ধেক প্রজননকাল সে বিবাহিত অবস্থায় কাটাচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথম অর্ধেক প্রজননকালই 'সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতেই একজন মানুষের শারীরিক চাহিদা ও অনুভূতি 'সবচে' বেশি থাকে। পশ্চিমারা এসময় বিয়ে না করলেও তাদের শারীরিক চাহিদা ঠিকই মেটাচ্ছে, কেননা তারা ধর্মের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে না, উপরন্তু তাদের ধর্মবোধ প্রায় শূণ্য, আর পরকাল নিয়ে অতটা চিন্তাবোধও নেই।

পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই বিষয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ছেলেদের যৌনআকাঞ্চ্ছা বিশ বছরে সর্বোচ্চ লেভেলে থাকে, তা আটাশ বছর পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকে। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত ধীরে ধীরে কমতে থাকে। চল্লিশ বছর পর এই কমার হার দ্রুত হয়। একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকের অনুভূতি একজন পঁচিশ বছরের লোকের অনুভূতি অপেক্ষা অর্ধেক হয়।

এই কারণে দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট বয়স পার হলে অনেকে বাকি জীবন বিয়ে ছাড়াই থেকে যায়।

তাহলে পশ্চিমা চিন্তা মাথায় তুকিয়ে দেরি করে বিয়ে করার ফলে ক্ষতি কাদের হচ্ছে?

যৌন-সম্পর্কের ফ্রিকুয়েন্সি বা পরিমাণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন ২০-২৯ বছর বয়সী বিবাহিত মেয়েদের ৭২ ভাগ সপ্তাহে ৪ বার বা এর থেকে বেশি যৌনমিলন করে, সেখানে ৩০-৩৯ বয়সীদের সংখ্যা মাত্র ২৮ ভাগ।

একজন মেয়ে যদি ত্রিশ বছরে বিয়ে করে, তার স্বামীর বয়স কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ হবে ধরে নেওয়া যায়, কিংবা তার বেশি হতে পারে। ফলে, একটা গ্যাপ তৈরি হয়, এর ফলে একজন অন্যজনের চাহিদা মেটানোর ঘাটতি তৈরি হয়। ফলে, এদেশে পরকিয়ার হার বা বহুগামিতার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। আমার অনেক রোগীকে পেয়েছি এই সমস্যা নিয়ে আসতে।

অনেকে একটু সুশীল সেজে বলতে পারে—বিয়ে মানেই কি শুধু সেক্সুয়ালিটি বুঝাতে চাছি কি না। না, সেটা না। কিন্তু প্রচলিত আইনে বিয়ের সংজ্ঞাতেও এই

জিনিসটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি মেডিকেল সায়েসেও। যদি না হত, impotence তথা পুরুষত্বহীনতা বিয়ে বিচ্ছেদের একটা অন্যতম কারণ হত না। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তবতা।

এবার আসি দ্বিতীয় পয়েন্টে... এটি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব দেশে বিয়ের বয়স বেশি, তাদের ফার্টিলিটি রেট বা সন্তানধারণ ক্ষমতার হারও অনেক কম। তারা দেরীতে বিয়ে করছে, অন্যদিকে তাদের জনসংখ্যাও কমছে।

এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, ত্রিশের পর থেকে মেয়েদের সন্তানধারণ ক্ষমতা কমতে থাকে। পঁয়ত্রিশের পর থেকে এই ক্ষমতা আরো দ্রুত কমতে থাকে এবং চল্লিশে গিয়ে এই ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে আসে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমোসোমাল, এবনরমাল বাচ্চা হওয়ার হারও বাড়তে থাকে। ত্রিশ বছরে প্রথম বাচ্চা নিলে প্রতি ৩৬৫টি বাচ্চার মধ্যে একজন ও চল্লিশ বছরে বাচ্চা নিলে প্রতি ৬৩টি বাচ্চার মধ্যে একজন বাচ্চা ক্রমোসোমাল এবনরমালিটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

তাছাড়া ত্রিশের পর প্রথম বাচ্চা নিলে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তনের ক্যান্সার হওয়ার সন্তানবনাও বৃদ্ধি পায়। ত্রিশের পরে বাচ্চা নিলে মিসক্যারিজ হয়ে বাচ্চা মরে যাওয়ার হার ও বাচ্চার ডাউন সিন্ড্রোম হওয়ার চান্স বেশি থাকে। এর পেছনে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ডিস্মানু ও শুক্রানুর গুণগত মান কমে যাওয়া দায়ী।

পুরুষদের ক্ষেত্রে বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে গেলে বাবা হওয়ার সম্ভবতা বিশ বছরের পুরুষদের চেয়ে পাঁচগুণ কমে যায়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতাই বলি—আমার দেখামতে তরুণী (১৯-২২) বয়সী মায়েরাই সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান বাচ্চার জন্ম দেয়।

এবার আসি, দেরি করে বিয়ের ধারণা এলো কিভাবে?

পৃথিবীতে যখন জনসংখ্যা বাড়তে থাকল, তখন বিজ্ঞানীরা এর পেছনে কারণ খুঁজতে লাগলো। ডেভিস এবং লেকের ফ্রেমওয়ার্ক থেকে জনসংখ্যা বিজ্ঞানী জন বোনগার্টস একটা ফর্মুলা দেন। সেখানে তিনি দেখান—মেয়েরা দেরি করে বিয়ে

করলে ফার্টিলিটি (সন্তানধারণের) হার কমে যায়। অন্যদিকে জনসংখ্যা বিজ্ঞানীরা আরেকটি ফর্মুলা দেন—মেয়েদের আয় বাড়লে ফার্টিলিটি কমে।

মেয়েদের দেরীতে বিয়ের উৎসাহ ও তাদের আয় বৃদ্ধি কিভাবে করা যায়—এর পেছনে গবেষণায় দুটো জিনিস বের হয়ে আসে। একটা হল—নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, আরেকটি হল—নারীর ক্ষমতায়ন।

এই দুটো বিষয় নিয়ে ব্যাপক প্রচারের ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসছে বটে, কিন্তু একসময় এর মূল অর্থই পাল্টে যেতে থাকে।

দেরীতে বিয়ের ফলে একদিকে পরকিয়া, ডিভোর্স বাড়ছে, অন্যদিকে সন্তানধারণ ক্ষমতাও কমছে। জাপানের কোন মেয়ে এখন চল্লিশ বছরের আগে বিয়ে করতে চায় না, অথচ জাপানের জনসংখ্যা এখন কমে যাচ্ছে। কানাডায় প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ অভিবাসী নিতে হচ্ছে তাদের জনসংখ্যার সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য, রাশিয়াতে বাচ্চা হলে বাসা দেওয়া হচ্ছে, তবুও কেউ বাচ্চা নিতে আগ্রহী নয়।

অতএব, যারা দেরীতে বিয়ে করতে আগ্রহী, তারা ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন।^১

^১ লিখেছেন : Dr. Taraki Hasan Mehedi

রেফারেন্স : ১. Increased infertility with age in men and women; Dunson et al. Journal of Obstetric and Gynaecology, (January ২০০৮).

২. Age and reproductive outcome: The fertility society of Australia

৩. The variability of female reproductive ageing; Velder ER et al. Pubmed, (Mar-Apr ২০০২).

৪. Changes with age in the level and duration of fertility in the menstrual cycle; David B. Dunson et all. Journal of human reproduction (২০০২).

৫. Durex Network Research Unit ২০০৯, Face of Global Sex report, ২০০৫ – ২০০৯, Oxford University Press.

৬. Nutritional status and age at menarche in a rural area of Bangladesh, Chowdhury S et al; Annals of Human Biology (May-Jun, ২০০০).

৭. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: M R Safarinejad. International Journal of Impotence Research (২০০৬)

৮. Proximate determinants of fertility: John Bongaarts.

কেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করা প্রয়োজন?

তাড়াতাড়ি বিয়ে করা প্রয়োজন নিম্নোক্ত কারণে:

১. সুরা নুর ভালো করে অধ্যয়ণ করলে দেখবেন, সবচেয়ে বড় গুনাহের একটা হচ্ছে যিনা করা। আর যিনার শাস্তি সবচে' কঠোর।

যিনার শাস্তি : অবিবাহিত যিনাকারীকে মুমিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে ১০০ বেত্রাঘাত। বিবাহিত যিনাকারীদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।^১

এবার দেখা যাক, আমাদের দেশে সমাজে কুরআনের এই বিধান আছে কিনা? সোজা উত্তর—নাই। বরং আমাদের দেশে যিনার কোনো শাস্তিই নাই। পতিতালয় থেকে যাদের গ্রেফতার করে ৫৪ ধারায়, তিনদিন পরে তাদের জামিন হয়ে যায়। কারো সাজা হতে শুনি নাই। তাহলে এবার চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখুন, বর্তমান সমাজের ভয়ংকর বাস্তব চির।

২. আজকে চকবাজার কেয়ারী ইলিশিয়ামের সামনে প্রায় ৪০ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম। এ চল্লিশ মিনিটে যতটা ছেলে-মেয়ে দেখেছি, তার মধ্যে ৯০% জোড়া-জোড়া। সবাই কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অবিবাহিত। এখন চিন্তা করে দেখুন—তারা কেন এই বয়সেই জোড়া হিসেবে আছে? আমরা মনে করি, বিয়ে মানে শুধুই শারীরিক চাহিদা পূরণ। আসলে কি তাই? তাহলে এই যে ছেলে-মেয়েগুলো যুগলে চলাফেরা করছে, তারা সবাই কি শারীরিক সম্পর্ক করে? এটার উত্তর নিশ্চয় সবাই না।

তাহলে তারা কি চায়? হ্যাঁ, এক ভাইয়ের পোষ্টে দেখেছিলাম। সে লিখেছে, তার মন সবসময় বোরিং ফিল করে। কিন্তু তার যেসব বন্ধুদের গার্লফ্রেন্ড আছে, তারা পড়ালেখার মাঝে মাঝে গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে, এরপর খুবই প্রফুল্ল মনে স্টাডি করে, যদিও এটা গুনাহ এবং শয়তান কর্তৃক সৃষ্টি হওয়া ক্ষণিকের ভালোলাগা ও প্রশাস্তি তাহলে কি বুঝা যায়? একটা ছেলে বা মেয়ের শুধুই শারীরিক চাহিদা নয়, মানসিক চাহিদাটাও রয়েছে। শারীরিক স্বস্তি এবং মানসিক প্রশাস্তি পায় বলেই রাত জেগে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডরা পরস্পররে সাথে কথা বলে।

^১ বিস্তারিত দেখুন, সুরা নুর : ২৪।

৩. হ্যরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ সৃষ্টি করে জান্মাতে রেখেছিলেন, তখন তিনি এতো নেয়ামতের মধ্যে থেকেও একাকিঞ্চিতবোধ করছিলেন। সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা দয়া করে তার একাকিঞ্চিত দূর করার জন্য জীবনসঙ্গিনী হিসেবে হ্যরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন। শারীরিক সম্পর্কটা হচ্ছে পরে বংশ বৃদ্ধি করার জন্য। এখন যদি শারীরিক আকর্ষণ তীব্রভাবে না থাকতো, তাহলে মানুষ বংশবৃদ্ধিতে যথেষ্ট আগ্রহী হয়তো নাও হ্ত। এখনো ক্ষেত্র বিশেষে সেটা দেখা যায়।

৪. মানুষের তিনটি চাহিদা। প্রথমত—পেটের চাহিদা, দ্বিতীয়ত—মানসিক চাহিদা, তৃতীয়ত—শারীরিক চাহিদা। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আবার এসব চাহিদা পূরণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালাও বলে দিয়েছেন। উপরের তিনটি চাহিদার মধ্যে দ্বিতীয়টি অপর দুটির সাথে সম্পৃক্ত। যখন কেউ বৈধ উপায়ে পেটের চাহিদা পূরণ করতে না পারে, তখনি সে অবৈধ উপায়ে সে চাহিদা পূরণ করে। এক্ষেত্রে আপনি যতই আইন আর গুনাহের কথা বলেন না কেন, আপনি সেটা বন্ধ করতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে, শারীরিক চাহিদা যখন কেউ বৈধভাবে পূরণ করতে না পারে, তখন সে অবৈধ পথে তা পূরণ করে। এক্ষেত্রেও আপনার আইন আর নিয়ম অকার্যকর। যা বর্তমানে আমরা সবাই প্রতিনিয়ত দেখছি। তাহলে দেখা যায়, এসব চাহিদা পূরণের দুটো উপায়, বৈধ অথবা অবৈধ পথ। আপনি বৈধ পথকে যত কঠিন করবেন, ততই অবৈধ পথে পা বাঢ়াবে।

৫. আল্লাহ তায়ালা ‘যিনার শাস্তি সবচে’ কঠিন করেছেন। কারণ, অবৈধ পথে না গিয়ে যাতে বৈধ পথে যায়। আর সে বৈধ পথটা হচ্ছে বিয়ে। সেজন্য আল্লাহ তায়ালা বিয়ের পথটা ‘সবচে’ সহজ করেছেন। বর্তমানে কি দেখা যাচ্ছে? পৃথিবীর সবচে’ কঠিন কাজ হচ্ছে বিয়ে, বিপরীতে সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে যিনা। হিসেব করেই দেখুন—২০০-৫০০ টাকা খরচ করেই যে কেউ যিনা করতে পারছে। আর বিয়ে করতে হলে প্রথমেই লাগবে একটি ভালো অবস্থান, তারপরে সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১০-১৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে।

তাহলে এবার বলুন, কেন মানুষ এতটাকা খরচ করে বিয়ে করবে, যেখানে ২০০ টাকায় কাজ শেষ।

৬. বিয়ের পথ কঠিন হলে যিনার পথ সহজ হবে এটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমা সমাজ আর ইসলামের দুশ্মনেরা সেটাই চায়। আর আমরা মুসলমানরা তাদের সে ফাঁদেই

পড়ে আছি। বের হওয়ার চেষ্টা তো দূরে থাক, চিন্তাও করিনা। কিন্তু তারা ঠিকই তাদের নিয়মে চলে। তাদের বিয়ের আগেই ৯৯%-এর সবকিছু আদান-প্রদান হয়ে যায়, তাই তারা বিয়ে করে ক্যারিয়ার গঠনের পরে। বাট, মুসলিম সমাজে সেটা কখনো সন্তুষ্ট নয়। আর সন্তুষ্ট না হলেই কি বিরত থাকে? নাহ, খুব কম সংখ্যক বিরত থাকে এখন। সেটা দিন দিন বাড়ছেই। আর সেটাই পশ্চিমারা চায়।

৭. ক্রসেড চলাকালীন মুসলিমদেরকে যখন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কোনোভাবেই পরামর্শ করতে পারছিল না, তখন শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে সুন্দরী নারীদের মুসলিম সৈন্যদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। কেন? কারণ, দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ বন্ধিত মুসলিম সৈন্যদের সহজেই আকৃষ্ট করা যাবে। তাতে করে অবৈধভাবে যিনা করার ফলে মুসলিম সৈন্যদের চারিত্রিক শক্তি নষ্ট হবে, ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে, যুদ্ধ করার জন্য ঈমানী শক্তি হারিয়ে ফেলবে। আর বর্তমান মুসলিম সমাজেও ইহুদি-খ্রিষ্টানরা সেই নগ্নতাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিয়ে না করে যুব সমাজ তাদের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে।

৮. একটা ছেলে যদি জীবনের সবচে’ কঠিন সময় প্রথম ত্রিশ বছর বিয়ে না করেই কাটিয়ে দেয়, তাহলে পরের রসকব্যহীন ত্রিশ বছরের জন্য কেনইবা বিয়ে করবে? তার মানে কি বিয়ে শুধু চাকরি করে অন্যজনের পিছনে খরচ করবে, আর বৎস ধরে রাখতে সন্তান উৎপাদন করবে এজন্যই? কারণ, ত্রিশ বছর পরে স্ত্রীর সাথে ভালবেসে কথা বলার টাইম নাই। শুধু চাকুরি, ব্যবসা আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মন-মানসিকতা তখন পরিবর্তন হয়ে যায়। বয়সের গান্তীর্ঘ চলে আসে। অপরপক্ষে মেয়েটা ২২-২৫ বছরের তরঙ্গী। সে চাইবে—একটু খুনসুটি করতে, রোমান্টিক কথা শুনতে। কিন্তু বয়সের কারণে গান্তীর্ঘ আসা, কাজ করে সারাদিন পরে ক্লান্ত মানুষটার তখন কি সে মুড় থাকে?

সেজন্যই এখন বেশিরভাগ সংসারে সুখ নেই, আছে সম্পর্কের টানাপোড়েন। আর উত্তাল সমুদ্রের মত এই প্রথম ত্রিশ বছর তরঙ্গটা কি করে কাটায়? প্লিজ! নিজের সাথে মিলিয়ে দেখুন। জীবনের কঠিন সময়েই যদি সহধর্মিণীকে পাশে না পায়, তাহলে বাকি সময় পেয়ে কি করবেন? কারণ, শেষ ত্রিশ বছর এমনিতেই পার করে দেয়া যাবে।

৯. আমরা যারা এই অবৈধ প্রেম-ভালবাসায় ডুবে থাকা ছেলে-মেয়েদের দেখে ফতোয়া স্মরণ করি—তারা কি ভেবে দেখেছি? তাদের জন্য কী করতেছি বা আদৌ এর থেকে তাদের বের করে আনার পথ কী? আপনি তাদেরকে যতই আইন, নৈতিকতা, কুরআন, হাদিসের বুলি আওড়িয়ে যান না কেন, কোনো লাভ হবেনা।

প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছেন। সুতরাং নিয়েধ করার পাশাপাশি কার্যকরী পদক্ষপে নেয়া জরুরী। আর প্রত্যেকে নিজ কর্মের জন্য দায়ী, তাই নিজ গুনাহের ভার সমাজের উপর চাপিয়ে হালকা করা যাবে না। তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।

১০. বর্তমান সমাজ থেকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বের করে আনতে বিয়ের কোনো বিকল্প নেই। যদি ঈমানদার, দীনদার, চরিত্রবান, ইসলামি আদর্শে উজ্জিবিত তরুণ প্রজন্ম গড়তে চাই, তাহলে বিয়ে ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। আমি বলছিনা কিশোর বয়সে বিয়ে করিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের ১৮-২১ আর মেয়েদের ১৫-১৬-এর পর বিয়ে করিয়ে দিন। যদিও ইসলামে বালেগ হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে করিয়ে দিতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যাইহোক এই সময়ে বিয়ে করিয়ে দিলে দেখবেন তাদের চরিত্র ৯০ ভাগ পরিত্র হয়ে গেছে ইনশা আল্লাহ।^৭

দেরীতে বিয়ে হতে পারে আপনার দার্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ

যেসব কারণে আমাদের সমাজের যুবকরা বিয়ে করতে পারে না, তা হলো—

১. পারিবারিক কারণ।
২. ক্যারিয়ার গঠন।
৩. প্রবাস জীবন।
৪. মাদকাস্তু।
৫. পর্ণমুভি দেখা, ও হস্তমেথুন করার কারণে পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলা।

আসুন একটু ব্যাখ্যা করি।

১. অনেকের ফ্যামিলিতে যুবক ভাইটির বিয়ের উপযুক্তি ২/৩ জন বোন থাকার কারণে ঐ বোনগুলো বিয়ে দেওয়া শেষ না করা পর্যন্ত উপযুক্তি ভাইটির বয়স এসে দাঁড়ায় ৩৫ থেকে ৩৭। ঘরে বিয়ে উপযুক্তি বোন রেখে অনেকেই বিয়ে করতে চান না। শেষে ৩৭ বছর বয়সে এসে ১৭ বছর বয়সী মেয়ে বিয়ে করে ৩/৪ বছর ঘর সংসার করার পর মেয়েটা যখন বুঝতে পারে—স্বামীর বয়সের সাথে তার বয়সের গ্যাপের কারণে চিন্তা চেতনায়, পছন্দ-অপছন্দের মাঝে ব্যবধান অনেক, তখনই

^৭ লিখেছেন : Revival Muhammad Abdullah ভাই।

সংসারে নেমে আসে অশাস্তি। যদিও এটা বুঝার ভুল নতুবা বয়সের পার্থক্য তেমন স্পর্শকর বিষয় নয়।

২. অনেকেই আবার বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা শেষ করে ক্যারিয়ার গঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ৪২/৪৫ বছর বয়সে এসে বন্ধু-বান্ধবের প্রোচনায় বিয়ে করতে রাজি হন। বিয়ে করেন ২০ বছর বয়সী মেয়েকে, মেয়েটার যখন পূর্ণবোবন (৩০) আপনার বয়স তখন ৫৫, এটাও হতে পারে অশাস্তির কারণ।^৪

৩. অনেকে আবার পড়াশুনা শেষ করে চাকরির মুখ না দেখে পাড়ি জমান প্রবাসে। একটানা একযুগ (বারো বছর) থেকে এসে ৩৮ বছর বয়সে নেয়ে খুঁজেন ১৪ বছরের এবং বিয়েও করেন সেই মেয়েকে। বিয়ের ৪ মাস পর ফুড়ুৎ কইরা উড়াল মারেন আকাশে, এদিকে আপনার স্ত্রীটাও পরিকিয়ার সুযোগ খুঁজে। এটাও হতে পারে আপনার দাম্পত্য জীবনে অশাস্তির কারণ।^৫

সন্তানদেরকে সময়মত বিয়ে না দেয়া

আমাদের সমাজে বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে সময়মত বিয়ে দেন না। ফলে তারা অবৈধ যিনা, পতিতালয়ে যাওয়া, মাট্টারবেশন, হারাম সম্পর্ক ইত্যাদি নানান মারাত্মক পাপ কাজে লিপ্ত হয়। এতে বাবা বা অভিভাবকরা দাইয়ুস-এর খাতায় নাম লেখান। অন্যদিকে পরিবার মেনে না নেয়ায় সন্তানরা পালিয়ে বিয়ে করে কোনো অযোগ্য মানুষকে, এতে সমস্যা আরো বড় হয়।

সন্তানদের উচিৎ পিতা-মাতাকে বুঝানো। বিয়ে করার জন্য পিতা-মাতাকে বলা। না বুঝলে অন্য কারও মাধ্যমে বুঝানো। বাংলাদেশের অনেক মানুষ দ্বিন্দার নয়। বাংলাদেশে অশিক্ষিত মানুষ বেশি। ৮০% শিক্ষিত যদি কেউ বলে তাহলে সে মিথ্যা বলেছে।

^৪ লিখেছেন : Md Bodruzzama Ahmed

এবার আরো কিছু কথা জেনে রাখুন, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই শক্তি হতে। আর তা থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর তা থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।^১

যারা বালেগ ও সুস্থ, তাদের জন্য বিয়ে কর্তৃ জরুরী তা বোধ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের অজানা নয়।

হে মা-বাবা! সন্তানের প্রতি যত্নবান ও যত্নশীল না হওয়ার জন্য আপনাদের কি বিপদ আসবে না—তাদেরকে ইহুদি খ্রিষ্টানদের কাজে ঠেলে দেয়ার জন্য?

নিয়ম অনুযায়ী সন্তানকে বিয়ের জন্য জিঞ্জাসা করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। বাংলাদেশের প্রায় ৭০% মানুষ মনে করতে পারেন যে, টাকা পয়সা নাই, ছেলে খাওয়াবে কি? আবার অনেকে ছেলেকে তাগাদাও দেন না। এসকল ব্যাপারে সন্তানদের সাথে কথাবার্তাও বলেন না। এদিক দিয়ে সে যে সীমালঙ্ঘন করছে, সাথে আপনাকেও বিপদে ফেলছে, তা আপনি বুবাতে চেষ্টাও করেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (নারী-পুরুষ) তাদের বিয়ে দিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও (বিয়ে দাও)। (দারিদ্রকে ভয় পেও না) তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ

^১ সুরা নিসা : ১।

নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়,
মহাঙ্গানী।^{১০}

সমাজে অভিভাবকদের সন্তানদেরকে সঠিক সময়ে বিয়ে না দেওয়ার কারণে
হেনস্থার স্বীকার হতে হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন। এই নির্মল পবিত্র
কাজের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন-

أَتَرْوَجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

আমি নারীকে বিবাহ করি (তাই বিবাহ আমার সুন্নত)। অতএব যে
আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।^{১১}

সবচে' বেশী বরকতপূর্ণ ও উত্তম বিবাহ-

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ
النَّكَاحِ بُرْكَةً أَيْسَرَهُ مُؤْنَةً.

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই সবচে' বেশি বরকত ও কল্যাণময় বিবাহ
হচ্ছে সেটি, যেখানে খরচ কম হয় (অহেতুক খরচ হয় না)।^{১২}

আমাদের আজকের সমাজের একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো—আমরা বিয়েকে
নানাবিধ অহেতুক খরচের বেড়াজালে বন্দী করে একটি বিভীষিকাময় কর্মসূজে
পরিণত করেছি। এখন বিয়ের নাম নিতে গেলেই আসে লাখ লাখ টাকার বান্ডিল
হাতে রাখতে হবে। যার কারণে লক্ষ লক্ষ যুবক আজ বিবাহের নাম নিতেও ভয়
পায়। এভাবে অনৈসলামিক আর অপসাংস্কৃতিক কালচার আমাদের যুব সমাজকে
বিবাহের ব্যাপারে নিরঙসাহিত করছে। ইসলাম যেখানে বালেগ হওয়া এবং
নুন্যতম আর্থিক সঙ্গতি থাকলে বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, সেখানে আমাদের
সমাজ এখন বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য ১৮/২০ বছর এবং ছেলেদের জন্য
ক্যারিয়ার গঠন নামক শর্তের বেড়াজালে ৩০/৩৫ বছরের অলিখিত শর্তাবলোপ
করেছে। কিছুদিন যাবত টেলিভিশনে প্রচারিত একটি কোম্পানীর বিজ্ঞাপনও এই

^{১০} সুরা নূর : ৩২।

^{১১} সহিহ বুখারি : ৫০৬৩।

^{১২} বাইহাকি। ইমান অধ্যায়।

থিউরী সম্প্রচার করছে। বলা হচ্ছে, বিয়েতে অনেক খরচ, তার চেয়ে বড় মোবাইল কিনে প্রেম করেন, আর খরচ করেন।

অর্থাৎ এর অনেক আগেই ছেলে-মেয়ে বালেগ ও প্রাপ্তি বয়স্ক হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান সমাজে একটি তরুণ-তরুণীর সামনে অন্যায়-অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার সকল উপায়-উপকরণ খুবই সহজলভ্য। কিন্তু বিবাহ কঠিন। যার কারণে যিনা-ব্যভিচার ও ধর্মণের বিস্তৃতি ঘটছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আমাদের রাষ্ট্র ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টায় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যেখানে যুবক-যুবতীদের বিবাহ বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসা আর যিনা-ব্যভিচার খুব সহজ একটা বিষয় হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজ স্বীকৃত বৈধ বিবাহকে দেয়া হয়েছে নির্বাসন। তাই দিন যত যাচ্ছে, যিনা-ব্যভিচার, ইভিজিং ও নারী নির্ধারণ ততই বেড়ে চলছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিবাহকে সহজ ও সাবলীল করার বিকল্প নেই।^{১০}

বোনেরা বেকার ছেলেদের বিয়ে করবেন, এটা অনেক উত্তম একটা ব্যাপার

ইদানীং সমস্যা হচ্ছে—বোনেরা বেকার ছেলে বলতে বুঝে—যার চাকরি নেই সেই বেকার। তারা ব্যবসায়ী ছেলেদেরকেও বেকারের খাতায় খুব সহজেই ফেলে দিচ্ছে। পারিবারিক ব্যবসা আছে, কিন্তু পাত্রী খোঁজার সময় ছেলে কি করে এর উত্তর চাকরি করে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বোনদের ফ্যামিলি অনেকটা না-এর মতোই চুপ হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করে, ব্যবসায়ে লাভ-লস বলে একটা ব্যাপার আছে। এ মাসে লাভ করলে আগামি মাসে যে লস করবে না, এর কি গ্যারান্টি আছে। তাই তাদের নিকট চাকুরিজীবি ছেলেদেরই বেশি পছন্দ। কিন্তু চাকরিও যে আজকাল থাকছে না সে বাস্তবতাও বোনদের বোৰা উচিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর উপর তাওয়াকুলেরই বিজয় হচ্ছে। চাকরির ব্যাপারে বোনদেরকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বুরা উচিত। এখানে চাকরি এতো সহজ নয়। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিতদের কত পার্সেন্ট বেকার, কী কারণে বেকার এ সমস্ত খোঁজখবর একটু রাখা উচিত। ধরে নিলাম অনেক কষ্টে কারো চাকরি হল। কিন্তু চাকরি হওয়াই শেষ কথা নয়, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো যেভাবে তাদের কর্মীদের ছাটাই করছে,

^{১০} লিখেছেন : সাধাওয়াত রহমান, ২০শে জুলাই, ২০১৫ ইং।

সেখানে আপনি একমাত্র চাকরি দিয়ে কিভাবে (একটা ছেলের ভরণপোষণের সামর্থ আছে কি নেই) বিবেচনা করছেন। বর্তমানে অনেক চাকরির ক্ষেত্রেই দেখা যায়—বিশেষ করে আইটি সেক্টরের কাজগুলো কন্টাকচুয়াল অর্থাৎ পার্মানেন্ট না। এ ছেলেগুলো তাহলে এখন কী করবে? আমার তো মনে হয় না কোন পাত্রী দেখতে যাওয়ার পর যদি বলে—আমার চাকরি এখনও পার্মানেন্ট হয়নি, তখন বোনদের ফ্যামিলি ঐ ছেলের ব্যাপারে আর হ্যাঁ বলার মানসিকতা রাখবে!

বিয়ের ব্যাপারে ছেলেদের দুটো বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এক—সে মেয়ের ভরণপোষণ দিতে পারবে কিনা। দুই—শারিরিকভাবে সামর্থ কিনা। এখন কোন বেকার ছেলে যদি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তখন এটা উচিত হবে যে, তাকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করা— তুমি মেয়ের ভরণপোষণ কিভাবে চালাবে। তার উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে।

১. আমি ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছি বা ব্যবসা করব।

২. আমার গত চাকরি থেকে বা গত ব্যবসা থেকে কিছু টাকা রেখেছি, তা দিয়ে কয়েক মাস আশা করি ভালো করেই চলে যাবে। এর মাঝে আল্লাহ চাহে তো একটা চাকরি বা ব্যবসা দাঁড় করাতে পারব।

৩. আমার বাবার ব্যবসার হাল ধরেছি, তা দিয়েই ইনশা আল্লাহ আমাদের চলে যাবে।

এগুলো মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর। আর এ ছেলেগুলোর সামর্থ আছে বলেই তারা বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কিন্তু বোনেরা যদি মনে করে—এগুলো কোন যোগ্যতা হল! তাহলে বিষয়টা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল ঠেকানোর মত দাঁড়াবে। ‘নো জব, নো ম্যারিজ’-এ টাইপের অদৃশ্য সাইনবোর্ড থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে আমাদের এ সমাজে কোন অগ্রগতি হবে বলে মনে হয় না।

দুটো ব্যাপার খেয়াল করুন, এক—ছেলেরা বয়স হওয়ার পরেও বিয়ে করতে পারছে না। ওদিকে মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও উচ্চশিক্ষা শেষ না করিয়ে বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অনেকটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর বয়স বেড়ে যায়। ছেলেদের সাইকেলজিই এরকমভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, তারা এখন আর মাস্টার্স পড়ুয়া কোন মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি নয়। মেয়েদের সাইকেলজি যেরকম চাকরি ছাড়া ছেলে বিয়ে করবে না ঠিক সেরকম। অর্থাৎ শয়তানের বানানো নিজস্ব ফাঁদে পড়ে আল্টিমেটলি আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।¹⁸

¹⁸ লিখেছেন : Muhammad Saowabullah

পল্লী কবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় বালবিবাহের তথ্য!

“কবর”

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিলু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলো বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙ্গল লইয়া খেতে ছুটিলাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছেট-ঘাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে সেই দিশে।
বাপের বাড়িতে যাইবার কাল কহিত ধরিয়া পা
আমারে দেখিতে যাইও কিষ্ট উজান-তলীর গাঁ।
শাপলার হাঁটে তরমুজ বেঁচি পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধাবেলায় ছুটে যাইতাম শুশুরবাড়ির বাটে!

হেস নাহ হেস নাহ কোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, এতদিন পরে এলে,
পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিবুম নিরালায়।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্গ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন সো ভেঙ্গ (বেহেশত) নসিব হয়।
তারপর এই শৃণ্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।

প্রতিক্রিয়া : আহ! কবিতাটি হাদয়ে নাড়া দিলো।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে—এর সমাধান জেনে নিন

কেন বাল্যবিবাহের নামে সরকার, ইউএনও, পুলিশের হাতে লাপ্তি হতে যাবেন? ওরা যদি এসেই পড়ে বিয়ে ভাঙতে, আইনের ভয় দেখাতে বা লাপ্তি করতে, জাট বলে দিন যে, আমরা উভয়পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে—ওদের বিয়ে হচ্ছেনা আগামী ৫ বছরের মধ্যে, কিন্তু ওরা একত্রে বসবাস করবে, দেখবেন শাস্তি ও লাপ্তনার পরিবর্তে সরকারী নিরাপত্তা আপনার অনুকূলে চলে এসেছে। কি অস্তুত আইন! মনে রাখবেন, সরকারের কাছে বিয়ে বলতে প্রমাণস্বরূপ শুধু রেজিস্ট্রিকেই বুঝায়, যা বিয়ের কোন শর্তই নয়। দরকার নেই এমন প্রমাণের।

সাম্প্রতিক সময়ের ‘ইউ.এন.ও’-র কাজ দেখে এটাই ছিল আমার চিন্তাভাবনা। আমার এই ভাবনাটার প্রতিফলন আমার চেয়েও সুন্দর করে তুলে ধরেছেন আরেক ভাই, যা নিচে দেয়া হলো,

বাল্যবিবাহ : অস্তুত এক প্রতিবন্ধকতা; মজাদার সমাধান

[ক]

আজ যায়েদ এবং যাকিয়ার বিয়ে। পুরো পাড়ায় হৈ-হল্লুড়। যায়েদ এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে। তার বয়স কেবল ২১। প্রথম ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসেছে, এসেই বাবার কাছে আবেদন ‘ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করা দরকার...’। একমাত্র পুত্রের কথা, কিভাবে ফেলা যায়! দাদা-চাচাদের নিয়ে পুত্রবধুর সন্ধানে নামলেন। সৌভাগ্যক্রমে বেশ দ্রুতই মেয়ে পাওয়া গেল। যায়েদের পুরাতন এক সহপাঠীর বোন! তারপরে বলা যায় জরুরী ভিত্তিতে বিয়ের আয়োজন করা হল!!

[খ]

যায়েদের বিয়ে উপলক্ষে বন্ধ এবং কাজিনরা দুদিন আগেই বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে। বিয়ের আয়োজনে শুধু তারা না, পাড়ার বুড়ো থেকে বাচ্চা অনেককে

দৌড়বাঁপ করছে। বাংলার ট্র্যাডিশন অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠান মেয়ের বাড়িতে হচ্ছে, কিন্তু ছেলেবাড়ির লোকজনও আছে অনেক। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, দুপক্ষ একত্রে ওলিমার আয়োজন হয়েছে, দুজনের বাড়িতেই অর্থের একটু টানাপড়েন চলছে কি না...!

যাকিয়ার বাবা উঠানের এক কোনায় বসে দুজন মুরব্বির সাথে নিচু আওয়াজে কথা বলছেন, আবার মাঝেমধ্যে হাঁকডাক দিয়ে আয়োজনের তদারকিও করছেন। তিনি বলেছেন—‘হাশেম ভাই! আপনার টাকাটা তাহলে কয়েকমাস পর নেন! আমার ইচ্ছা ছিল এ মাসেই সব টাকা দিয়ে দেয়ার, কিন্তু বিয়ের আয়োজনের জন্য দিতে পারিনি। আর কিছু দিন ধৈর্য ধরুন।’

[গ]

জুমার পরেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে, কাছের এক মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ধীরে ধীরে সবাই এদিকে আসছে। হঠাৎ কি হল—একটা কালো কাচের জিপ এবং একটা পুলিশের গাড়ি হণ্ড বাজাতে বাজাতে রাস্তায় উদিত হল। সবার চোখ সেদিকে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? কাকে ধরতে পুলিশ আসলো?

সামনের গাড়ি থেকে ইউ.এন.ও সাহেবকে বের হতে দেখা গেল। আট-দশজন পুলিশ নিয়ে তিনি বিয়ের প্যান্ডেলের দিকে আসছেন। এসেই শিয়ালের মত গলা ছাড়লেন—‘মেয়ের অভিভাবক কোথায়?’ পাশে দাঁড়ানো মানুষের মত দেখতে পুলিশটা কানেকানে বলল—‘স্যার, ছেলের বয়সও তো ২২ হয়নি!’ ইউএনও আবার হাঁক ছাড়ল “এই ছেলের বাবাকেও ডাকো...।”

ইউএনও উঠানের একটি চেয়ারে বসে আছে। পুলিশগুলো বাঁ পাশে দাঁড়ানো। যাকিয়াদের উঠান ততক্ষণে লোকে লোকারণ্য, দু'জন মুরব্বি কিছুক্ষণ পর এসে উপস্থিত হলেন।

ইউএনও বললেন—আপনার সাহস কত বড়! আমার এলাকায় বাল্য বিবাহের আয়োজন করেছেন? জানেন আপনার কি শাস্তি হতে পারে?

বহুক্ষণ ধরে ইউএনও লোকটা হাঁকডাক করছে...। যাকিয়ার বাবা নিরীহ মানুষ, চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন। যায়েদের বাবা বারবার পেছনের দিকে তাকাচ্ছে, বোধহ্য কাকে যেন খুঁজছে!

এবার ভিড়ের পেছন থেকে আওয়াজ আসল, আওয়াজ আসাতে ইউএনও লোকটা আবার বললো—“আমি এখানে কথা বলছি, আপনারা হৈ-হল্লুড় করেন কেন?”

কথা শেষ হওয়ার আগেই যায়েদ তার সামনে উপস্থিত!

-আসসালামু আলাইকুম আংকেল!!

[ঘ]

আধা মিনিট হল ইউএনওর মুখে কোনো শব্দ নেই! মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলো—তাহলে তুমি কি বলতে চাও?

- আমি বলতে চাচ্ছি—আমি এখন থেকে যাকিয়ার সাথে ‘জাস্ট লিভ টুগেদার’ করবো! আপনার সংবিধান অনুযায়ী এটা বৈধ না অবৈধ? যদি আমি আর যাকিয়া একসাথে থাকি? যদি একে ওপরের বাড়িতে বন্ধু হিসেবে যাতায়াত করি? আপনার সংবিধানের কোনো আইন আমাকে বাধা দিচ্ছে?

- তোমার বয়স কত? ইউএনও বলল।

- ২১

- আর যাকিয়ার?

- ১৬

- হ্যাঁ সংবিধানে এটা বৈধ, বাংলাদেশের সংবিধানে ১৪ বছরের পর কোনো ছেলে বা মেয়ে ফিজিক্যাল রিলেশনের (জিনা) জড়ানোর ব্যাপারে স্বাধীন!

- অর্থাৎ সংবিধান স্বীকার করছে ১৪ বছরেই এদেশের ছেলেমেয়েরা ফিজিক্যাল নিড ফিল করে, তাইতো? কিন্তু সেটা লিগ্যালভাবে পূরণ করতে মেয়েদের ১৮ আর ছেলেদের ২২ পর্যন্ত বসে থাকা লাগবে...। বাহ! ফাটাফাটি আইন, গরু-ছাগলের ঘিলু নিয়ে এসব আইন বানান?

- ইউএনও চুপ, তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। কম বয়সী একটা ছেলের কাছে এরকম অপমান জীবনে কাউকে হতে দেখেছে বলে মনে পড়ছে না।

- যায়েদ বলল—কাজী সাহেব কই? এদিকে আসেন! আপনি ইউএনও সাহেবের সাথে চলে যান। আপনাকে দরকার নেই, আমার আজকে বিয়ে হচ্ছে না।

পাশে বসা যাকিয়ার বাবা বলল—বাবা, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না!

যায়েদ বলল—প্রিজ! আপনি থামুন!! আপনি কেনো দুশ্চিন্তা করছেন? যার বুবার সে ঠিকই বুঝেছে। আপনি শুধু দেখতে থাকেন...।

ইউএনও চেয়ার থেকে উঠে রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ির দিকে হাঁটা দিল, পেছনে পেছনে একপাল পুলিশ...!

[ঙ]

সবাই খানা খাচ্ছে খাক, আপনারা বসেন—উপস্থিত পাড়ার মুরবিদের উদ্দেশ্যে বলল যায়েদ। এবার ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল—হজুর আপনি বিয়ের খুতবা পড়ান। হজুর বলল—আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই!

যায়েদ মুরবিদের দিকে তাকিয়ে বলল—এবার আপনাদের বলি কাহিনী, আমার বিয়ে এখনি এই ঘরে বসেই হয়ে যাবে, রেজিস্ট্রি চিন্তা আরো ৪-৫ বছর পর। অর্থাৎ সরকারের খাতায় আমি এই ক'বছর অবিবাহিতই থাকবো। কিন্তু আল্লাহর খাতায় তো দুজন কবুল বললেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সরকারের দিকে তাকিয়ে আমার লাভ আছে নাকি?

- পাশ থেকে একজন বলল—‘যদি এরমধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়?’

যায়েদ চোখ বন্ধ করে রাগটা গিলতে চেষ্টা করলো, তারপর আস্তে করে মুরবিবর দিকে তাকাল—“কি বললেন আপনি এইটা? বিয়ে কি ছাড়ার জন্য করছি? ডিভোর্স ফাইজলামির জিনিষ নাকি?!”

এবার যাকিয়ার বাবার দিকে তাকিয়ে আরেক মুরবিব বলল,

“জামাইয়ের মত জামাই পাইছে ব্যাপারী ভাই, আল্লাহর শোকর করো বেশি বেশি...।”

সবাই একযোগে হেসে উঠলো...।^{১২}

আমার মনে হয় বাল্যবিয়ের বিশেষ বিধান যা ১৯ ধারায় আছে সেটি ব্যাপক প্রচার দরকার। ডিসি অফিস, ম্যাজিস্ট্রেট অফিস, কাজী অফিস এবং মসজিদ-

^{১২} গল্প : বাল্যবিবাহ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ।

মাদরাসাগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া উচিত, বিশেষ বিধান বা ১৯ ধারা মোতাবেক বাল্যবিয়ে বাংলাদেশে এখন থেকে বৈধ। কোনো বাবা মা চাইলে সন্তানের স্বার্থেই তাকে বাল্যবিয়ে দিতে পারেন। কেউ বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে আসলে তাকে এই একটি কপি দিয়ে বলবেন—“বর্তমান আইনে বাল্যবিয়ে অভিভাবক চাইলে বৈধ। আইন দিয়ে প্রমাণ করুন—আমি অন্যান্য কাজ করছি।” সবাই এক হয়ে শক্ত ও জোরালো প্রতিবাদ করুন, দেখবেন যারা বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে আসছে, তারা লেজ গুটিয়ে পালাবে। যে আইনের কারণে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে বৈধ:

এটা প্রিন্ট দিয়ে বাল্যবিয়ের অভিভাবকরা সাথে রাখবেন। সংবিধানের ১৯ ধারাটি হলো—

“এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কেও সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরনক্রমে বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।”^{১৬}

বাল্য বিয়ে নিয়ে দুই শয়তানের গোপন পরামর্শ!

দুই শয়তান নিজেদের মধ্যে বলছে:

আমাদের নতুন শ্লোগান হলো—যেখানেই থাকুন না কেন, শিশুবিবাহ ঠেকান।

- বস, আগে না বাল্য বিবাহ কইতেন? এখন দেহি ‘শিশু’। পাঁচ ছয় বছরের কাউরে কেউ কি বিয়া দেয়নি?

দূর... তোর বুদ্ধি এখনো পাকেনি। তুই শিশুই রইয়া গ্যাছস। আসলে আমগো মূল কাম অইল মুসলিম জনসংখ্যা বাড়তে না দেওয়া। হেলেলাইগা আমগো অনেক দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা আছে। ১৮-এর নিচে ‘শিশু’ কইলে বেশি সহজ অয কামডা।

^{১৬} সূত্র : বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ (২০১৭ সনের ৬ নং আইন) ১১ মার্চ ২০১৭। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php...

କିନ୍ତୁ ଏଦେର ମାଝେ ବ୍ୟଭିଚାର-ଧିନା, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗେର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ତୋ ଆପନି କମାନୋର ଅପଶମ ନା ଦିଯା ଅଶ୍ରୀଲତା, ପ୍ରେମେର ସବକ, ପତିତା ଚରିତ୍ରଦେର ସେଲିବ୍ରେଟି ବାନାଯା ତାଦେର ବିଯାର ଇଚ୍ଛା ଆରଓ ବାଡ଼ାଯା ଦିତାଛେନ, ତାଇଲେ ଏହିଡା ହିତେ ବିପରୀତ ଏଯା ଗେଲ ନା?

- ବଲଲାମ ତୋ, ଆମଗୋ ମୂଳ କାମ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା କମାନୋ। ଏହନ ଧର, ମୁସଲିମଦେର ସନ୍ତାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଧିନା-ବ୍ୟଭିଚାର ବାଡ଼ଲୋ, ତାଦେର ଈମାନ-ଆମଲ ଶେସ! ଏରପର ଧର ଏଦେର ଏହିଡ୍ସ, ଗନୋରିଯା-ଟନୋରିଯାସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗେ ମହିରା ସାବାଡ଼ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଶେସ! ଏରପର ଧର ଏରା ବେଶି ବୟସେ ବିଯା କରଲୋ। ବାଚ୍ଚା ନିଲ। ବାଚ୍ଚାଙ୍ଗୁଲା ଅଟିଜମ, ସିଜୋଫ୍ରେନିଯାଯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଇଲ (କୀ ମଜା!)। କ୍ୟାରିଯାର ଟେରିଯାରେର ଲାଲଚ ଦେହାଇଯା ଏଦେର ଏନିହାଉ ଆମରା ବୁଝାଇତାମ ପାରାଛି—ବାଚ୍ଚା ମାନେ ଝାମେଲା। ତା ଏଥିନ ଏର ମାଝେ କେଉ ପ୍ରେମ-ଟେମ, ଆକାମ-କୁକାମ ଯାଇ କରକ। ଶିଶୁ ମନେ ଏଗୁଲୋ ହୟେ ଯେତେଇ ପାରେ। ଆର ଶିଶୁର ଜନ୍ୟ ‘ହଁ’ ବଲାର ଶ୍ଲୋଗାନ ଦିଯା ବ୍ୟାପାରଙ୍ଗୁଲା ସ୍ଵାଭାବିକ ବାନାଯା ଦିତାଛି।

ବହୁତ ଆଚ୍ଛା! ହେଲାଇଗାଇ ତୋ ଆପନି ବଡ଼ ଶୟତାନ। ହି ହି ହି ।

একটি বাস্তবমুখী শিক্ষালীয় গল্প

ঘটনা : ১

দোস্ত জানিস? করিম চাচা নাকি তার ১৬ বছরের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে...।
দোস্ত, বলিস কি? এটা তো জগন্য অপরাধ, চল এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে
তুলি।

ঠিক বলেছিস, চল চেয়ারম্যান সাহেবকে জানাই।

অতঃপর এলাকার মাতব্বরদের হস্তক্ষেপে বিয়ে পড়ুল।

ঘটনা : ২

দোস্ত জানিস? করিম চাচার কলেজ পড়ুয়া মেয়েটা নাকি প্রেম করে...।

দোস্ত, মেয়ের বয়স যেনো কত?

১৬ চলছে মনে হয়...।

দোস্ত, ওহহ! তাহলে তো প্রেম করবেই, এটাই তো প্রেম করার বয়স, সমস্যা কি?

ঘটনা : ৩

দোস্ত জানিস? ঘটনাতো একটা ঘটে গেলো, ছি ছি! বলতেও আমার লজ্জা
লাগতেছে, মেয়েটা এমন কাজ করতে পারলো?

দোস্ত, আরে ঘটনা কি আগে বল।

আরে ঐ যে করিম চাচার কলেজ পড়ুয়া মেয়েটা প্রেম করতো যে, সে নাকি এখন
প্রেগন্যান্ট।

দোষ্ট, আরে আমি আগেই জানতাম মেয়েটা এমন খারাপ, এসব মেয়েদের জন্যই
সমাজের আজ এই অবস্থা, নাহহহ! মুখ দেখানোর আর জায়গা রাখলোনা। এদের
মা-বাপ গুলাই বা কেমন? একটা মেয়েকে ঠিকভাবে রাখতে পারলোনা, এমন মা-
বাপের মরে যাওয়া উচিৎ...।

হ্যাঁ, এটাই আমাদের সমাজ, এই সমাজ আপনাকে ভালো কাজে বাধা দিবে,
খারাপ কাজে উৎসাহিত করবে, ফলাফলস্বরূপ খারাপ পরিণতিতে ধিক্কার দিবে।

এরা আপনাকে সরাসরি হত্যা করবেনা, কিন্তু বেঁচে থাকার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে
দিবে।

যেই বয়সটা মেয়ের বিয়ের জন্য সবচে' উপযুক্ত ছিলো, সেই বয়সে তাকে বিয়ে
দিতে বাধা দিবে, পরে তাকে সমাজ নষ্টার পরিচয় দিবে।

সবকিছু হারিয়ে করিম চাচারা যখন নিজেদের এই পৃথীবির অযোগ্য মনে করে
পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবে, তখন এরা জানাজায় দাঁড়িয়ে বলবে—করিম নিয়া
কেমন ছিলো? ভালো ছিলো, ভালো ছিলো, ভালো ছিলো বলে মুখে ফেনা তুলবে।
হায়রে পতি, হায়রে কর্ণধার, হায়রে সমাজ। একদিন এর জবাব দিতেই হবে।

বাল্যবিয়ে বন্ধ নয় বরং বাল্য প্রেম-ভালোবাসার নামে নষ্টাগ্রি বন্ধ করুন

নাস্তিক, নারীবাদী পতিতাদের প্রভু আমেরিকা-ইউরোপ ওপেন সেক্সের দেশ। তাদের বিবাহের আইন ১৪-১৬ হলে বাংলাদেশে ১৮ বছর কেনো? বাংলাদেশে প্রতিদিন জিনার কারণে কয়েক ডজন জারজ নবজাতক শিশু ডাস্টবিন, নদী-নালায় ফেলে হত্যা করা হয়। বর্তমান মোবাইলের কারণে কথিত প্রেম ভালোবাসা পানির মত সহজ হয়ে গিয়েছে। নিচে কিছু দৈনিক নিউজ পেপার দেখুন, কিভাবে জিনার শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে।

১। কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা: জেলার পুরাতন রেলস্টেশন এলাকার রাস্তার পাশে একটি ডাস্টবিন থেকে এক নবজাতক কন্যা শিশুকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ১১টায় ওই নবজাতককে উদ্ধার করেন স্থানীয় দুই ব্যক্তি।

লিঙ্ক : www.dailyinqilab.com/article/13900/কুড়িগ্রামে-ডাস্টবিনে-নবজাতক/

২। নারায়ণগঞ্জ : ৮ এপ্রিল ২০১৭। ভূমিষ্ঠ হয়েই ডাস্টবিনে জায়গা হয়েছে এক নবজাতক কন্যার।

লিঙ্ক : www.banglanews24.com/national/news/bd/566304.details/

৩। ডাস্টবিনে নবজাতক : ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬। ফুটফুটে একটি নবজাতক শিশু ঘূরিয়ে আছে। মায়ের প্রশাস্তির আঁচলে নয়, ডাস্টবিনে। মানুষরূপি কোন পিশাচ তাকে ফেলে যায় রাজধানীর ইঙ্কাটন গার্ডেনের অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনের ডাস্টবিনে।

লিঙ্ক: <http://www.amar-sangbad.com/bangladesh/articles/36302/>

৪। অবৈধ সম্পর্ক; রাজধানীতে প্রায়ই মিলছে নবজাতকের লাশ!

লিঙ্ক: www.thakurgaoerkhabor.com/অবৈধ-সম্পর্ক-রাজধানীতে-প/

আওয়ামীলীগ, বিএনপি রাজনীতিবিদরা, নাস্তিকরা ও প্রথম আলোর সুশীলরা কি জানে! ইউরোপ আমেরিকায় তাদের প্রভু রাষ্ট্রগুলোতে মেয়েরা ১৮ বছরের নীচেও বিয়ে করতে পারে?

যেসব সুশীল গোষ্ঠী ‘আধুনিকতা’র দোহাই দিয়ে বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করছে, তাদের উচিত হবে ইউরোপ-আমেরিকায় তাদের প্রভুরাষ্ট্রগুলোতে মেয়েদের সর্বনিয়ম বিয়ের বয়স কত, তা ইন্টারনেট ব্যবহার করে জেনে নেয়া। উইকিপিডিয়ার একটি আর্টিকেলে ইউরোপের দেশগুলোর সর্বনিয়ম বিয়ের বয়সের তালিকা দেয়া হয়েছে। তাতে রয়েছে—আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ বছরের মেয়ে বিবাহ দেওয়ার আইন আছে।

১. অস্ট্রিয়ায় মেয়েদের বিয়ের সর্বনিয়ম বয়স ১৮, কিন্তু কোর্টের অনুমতিতে ১৬ বছর বয়সেও বিয়ে হতে পারে।
২. বেলজিয়ামে আদালতের অনুমতিতে ১৮ বছর বয়সের কমে বিয়ে হতে পারে।
৩. বুলগেরিয়ায় আদালতের অনুমতিতে ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হতে পারে।
৪. ডেনমার্কে রাজার অনুমতিতে ১৫ বছর বয়সেও বিয়ে হতে পারে।
৫. ফ্রান্সে পিতা-মাতার সম্মতিতে ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হতে পারে।
৬. জার্মানিতে আদালত ও পিতা-মাতার ইচ্ছায় ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হতে পারে।
৭. ইটালিতে আদালতের অনুমতিতে ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হতে পারে।

উইকিপিডিয়ার বলা হয়েছে, আমেরিকায় বহু স্টেটে মেয়েরা কোর্টের অনুমতি নিয়ে কম বয়সে বিয়ে করে। সূত্র: <http://googl/N2DLSB>

এছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে বিবাহের কোন সর্বনিয়ম বয়স নাই, যার যখন ইচ্ছা সে বিবাহ করতে পারবে ও দিতে পারবে। উপরের লিঙ্কে বিস্তারিত তথ্য আছে।

তাহলে আমাদের দেশে কেন ১৮-এর আগে বিয়েতে বাধা দেয়া হয়?

১৮ বছরের নিচে বিয়ে থাগান, কিন্তু ১২ বছরের ঘেয়েকে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেন কেন?

বাল্যবিয়ে নাকি বাংলাদেশের আইনত নিষিদ্ধ। একজন নারী-পুরুষ পরম্পর সম্মতিতে বৈধ উপায়ে বিয়ে করবে, এটা মানতে পারেন না বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু এই সরকার-ই কিন্তু ১৮ বছরের নিচে বহু নারীকে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানে বড় করে লেখা আছে—গণিকাবৃত্তি নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুচ্ছেদ : ১৮-এর ২।

কিন্তু তারপরও সরকার অনুমোদিত বাংলাদেশে ১৪ থেকে ১৮টি গণিকা বা পতিতালয় আছে। এসব যৌনপল্লীতে সরকার অনুমোদিত লাইসেন্সধারী পতিতা রয়েছে। মজার বিষয় হচ্ছে, এসব লাইসেন্সধারী পতিতাদের একটি বড় অংশ হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে। এরা নেটারি পাবলিকের মাধ্যমে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে লাইসেন্স নিয়ে কাজ করছে। যে ম্যাজিস্ট্রেট ১৮ বছরের নিচে বিয়েতে বাধা দেয়, সেই ম্যাজিস্ট্রেট ১২ বছরের মেয়েকে ১৮ বছর বানিয়ে লাইসেন্স বানিয়ে দেন। বিভিন্ন জরিপে ম্যাজিস্ট্রেটদের এসব কিছু ফাঁস হয়।

The Global March Against Child Labour –এর হিসেব মতে, বাংলাদেশে ১৮ বছরের নিচে পতিতার সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ২০০৫ সালে মার্কিন সরকারের মানবাধিকার রিপোর্ট অনুসারে অবশ্য ১৮ এর নিচে পতিতার সংখ্যা ছিলো ২৯ হাজারের বেশি। এসব শিশু পতিতারা শরীরবৃদ্ধির জন্য গরু মেটতাজাকরণ ট্যাবলেট খায় এবং দৈনিক গড়ে ১৫-২০ জন পুরুষের সাথে মিলিত হয়।

গত ২০১৬ সালের ৩১শে অক্টোবর ব্রিটেনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার কান্দাপাড়া পতিতাপল্লী নিয়ে একটি রিপোর্ট করে। রিপোর্টে সাংবাদিক জানায়, এ পতিতাপল্লীতে একটি নারী প্রবেশ করে ১২-১৪ বছর বয়সে।

সূত্র: <http://ind.pn/2dUUOgO>

একটু চিন্তা করে দেখুন, কেউ ফোন করে বললো ১৮ বছর বয়সের নিচে কোন নারীর বিয়ে হচ্ছে, এটা শুনে ইউএনও, ম্যাজিস্ট্রেট দৌড় দিয়ে যায় বিয়ে ভাঙ্গতে। টাঙ্গাইলের ইউএনও ইসরাত সাদমীন দৌড়ে যান মেয়ের বিয়ে ভঙ্গে দিতে। এরপর

ঐ মেয়ের সাথে পোজ দিয়ে ছবি তুলে সেই ছবি দেশজুড়ে ছড়িয়ে কৃতিত্ব জাহির করেন। কিন্তু বিদেশী মিডিয়ায় যখন সেই টাঙ্গাইল জেলার ১৪ বছর বয়সের আসমা, ১৭ বছর বয়সের কাজল, ১৫ বছর বয়সের পাখি, ১৭ বছর বয়সের সুমাইয়া নামক পতিতাদের দেখা যায় খন্দরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায়, তখন এরা কোথায় থাকে? সূত্র: <http://bit.ly/2vgGsj3>

তখন কেন ইসরাত সাদমীন দৌড়ে যান না। কেন তাদের পতিতালয় থেকে উদ্ধার করেন না। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রায় আইন প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শিশু পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইন আছে। বিধির ৩৭২, ৩৭৩, ৩৬৪.ক ও ৩৬৬.ক ধারায় বেশ্যাবৃত্তির জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্রয় ও বিক্রয়ের শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসব আইন অনুসারে দণ্ডিত ব্যক্তির ১০-১৪ বছরের জেল হতে পারে। এই আইনগুলো কেন ইসরাত সাদমীন প্রয়োগ করেন না? ইসরাত সাদমীনদের বলতে চাই, বৈধ বিয়ে হলে কেন আপনাদের এত কষ্ট, কেন এত আইন?

আপনাদের আইনগুলো কেন পতিতাপঞ্জীর শিশু পতিতাদের জন্য বন্ধ থাকে? কেন সেগুলো প্রয়োগ করেন না? জাতি আজ এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়।^{১৭}

বাল্যবিবাহ নয়, বাল্য লিভ-টুগেদার বাতিল করুন!

বেশ কিছুদিন আগের কথা। গিয়েছিলাম সাহিবার ক্যাফেতে। ছেট ছেট খোপ, ভেতরে কম্পিউটার ব্রাউজিং করছে অনেকে। খোপের দরজার সীমানা এতটুকু যে, ভেতরে দেখার উপায় নেই বসে থাকা মানুষটি ঠিক কি করছে। হঠাতে টিলা করে সিটকিনি আটকানোয় সম্ভবত কোন খোপের দরজা খুলে গেলো। ভেতরের দৃশ্য অবলোকনে আমি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। দেখলাম—সম্ভবত পম্পম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর কোন ছাত্র কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মনোযোগ দিয়ে মনিটরে কিছু দেখছে, তার এক হাত বিশেষ কাজে ব্যস্ত, অন্যহাত মাউসে। শরীরে কম্পন, ঘাড় বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে। মনিটরের দিকে তাকিয়ে কি দেখলাম সেটা আর নাই বললাম। ছেলেটার কষ্ট দেখে সেই দিন খুব মায়াই হলো। ভাবলাম—“আহহারে! বেচারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে।”

^{১৭} লিখেছেন : Muhammad Shameem

কিছুদিন আগে এক নাস্তিককে দেখলাম সমকামীতার পক্ষে বেশ প্রচারণা চালাতে। তার দাবি—কারো যদি পেছন দিক দিয়ে করার ইচ্ছা হয়, সেটাকে আপনি গুরুত্ব দেবেন না কেন? সে তো মানুষ, তার কি ইচ্ছার কোন মূল্য নেই? তার ইচ্ছাকে দমন করা কি মানবতাবিরোধী নয়?

একটু পর ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আপনি কি ১৮ বছরের নিচে বিয়ে বিরোধী? সে বললো—অবশ্যই। আমি বললাম—অধিকাংশ ছেলেমেয়ের শারীরিক সক্ষমতা চলে আসে ১২-১৪ বছরের মধ্যে। সেই সময় তার ইচ্ছাকে আপনি আইন করে নিষিদ্ধ করে দিলেন এটা কী মানবতাবিরোধী নয়?

আমার এ বক্তব্যের পর সে দেখলাম চুপ হয়ে গেলো। আসলে সমাজের স্ট্যান্ডার্ড মূল্যবোধ কিন্তু মানুষই চালু করে। যেমন—ইহুদিবাদী ষড়বন্দুকারীরা এখন বাংলাদেশের সমাজে যে স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেম (মূল্যবোধ) চালু করতে চাইছে, তা হলো—

- ১) ১৮ বছরের নিচে বিয়ে করা খারাপ।
- ২) সমকামীতা ভালো জিনিস।
- ৩) লিভ-টুগেদার খারাপ কিছু নয়।
- ৪) প্রয়োজনে গর্ভপাত করিয়ে শিশু ক্রমকে হত্যা করেন। এতে কোন অন্যায় হবে না।
- ৫) নারীরা ছোট থেকে ছেটতর পোষাক পরবে, কিন্তু কোন পুরুষ সেদিকে তাকালে অন্যায় হবে।
- ৬) মায়েরা তার ছেলেকে মাসিকের কথা বলবে, মেয়ে তার বাবাকে দিয়ে সেনোরা কিনাবে।
- ৭) জাতীয় পর্যায়ে ধর্মের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, ধর্ম থাকবে ধর্মালয় বা ঘরের গোপন প্রকোষ্ঠে।
- ৮) মুসলমানরা অন্য ধর্মকে কালচার হিসেবে পালন করতে পারবে, কিন্তু অন্য ধর্মের লোকেরা মুসলমানদের রীতি-নীতি পালন করতে পারবে না।

৯) দাঙি-টুপি জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের পোষাক। কেউ ইসলাম ধর্ম পালন করলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।

১০) ধর্ম মানুষকে ব্যাকডেটেড করে, ধর্মহীনতা মানুষকে আধুনিক করে।

১১) যারা নাচ-গান, নাটক-সিনেমা ও খেলাধূলা করে, তারা সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণীর (সেলিব্রেটি) লোক, আর যারা ধর্ম-কর্ম করে, তারা সমাজে নিচু শ্রেণীর লোক।

১২) মৃত্তিপূজকদের যেকোন ধর্মীয় রীতি সংস্কৃতি হিসেবে প্রচার করা।

আপনি দেখবেন, বিভিন্ন ইহুদিবাদী মিডিয়া কিন্তু এই স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেমকে (মূল্যবোধকে) স্ট্যান্ডার্ড বানানোর চেষ্টা করে এবং সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে সমাজকে বিচার করার জন্য প্রচারণা চালায়। সমস্যা হলো মুসলমানদের নিয়ে। তারা ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের বানানো স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেমকে (মূল্যবোধকে) স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেয় এবং সেটা অনুসরণেই জীবন পরিচালনা করে, ভুল হয় তখনই। কারণ, একজন মুসলমানের মানা উচিত ইসলাম ও মুসলমানদের বানানো মূল্যবোধ, ইহুদিবাদীদের বানানো কথিত ‘মূল্যবোধ’ নয়।

শুরু করেছিলাম বাল্যবিবাহ দিয়ে। ‘বাল্যবিবাহ খারাপ’ এটা কিন্তু ঐ ইহুদিবাদীদের বানানো স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেম (মূল্যবোধ)-এর অংশ। যদিও তাদের সমাজে বাল্য লিভ-টুগেদার করা খারাপ কিছু নয়। এমনকি সেটা করতে গিয়ে যদি পেটে বাচ্চাও আসে, তবে সেই বাচ্চাটাকে হত্যা করাও খারাপ কিছু নয়। কিন্তু মুসলমানদের সামাজিক মূল্যবোধ কিন্তু সেরকম নয়। মুসলিমদের মূল্যবোধ হচ্ছে— বাল্যবিবাহ খারাপ কিছু নয়। তুমি করলেও করতে পারো, না করলেও করতে পারো। তবে তুমি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক করতে পারবে না। এটা হারাম। আর গর্ভপাত করানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এখন আমার কথা হলো—মুসলিমদেরকে কেন অমুসলিমদের বানানো স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেম (মূল্যবোধ) মানতে হবে? তাদের তো নিজস্ব স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেম আছে। ইহুদিবাদীরা তাদের স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেমকে স্ট্যান্ডার্ড বানানোর জন্য ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। মুসলিমরা কেন তাদের স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেমকে প্রচার করেনি? মুসলিমরা যদি ইহুদিদের বানানো স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেম মেনে নেয়, তবে কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তারা ইহুদিবাদীদের কর্তৃত্ব মেনে নিলো। আর

ইহুদিবাদীদের খণ্ডে পড়া মানেই তাদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হলো, আর মুসলিমরা পরাধীনতার শিকল পড়লো।

সবাই বলছে—“মুসলিমদের উদ্বার করতে হবে”, “মুসলিমদের উদ্বার করতে হবে।” কিন্তু কিভাবে উদ্বার করতে হবে সেটা কেউ জানে না। আসলে উদ্বারের প্রথম স্টেপ হচ্ছে ইহুদিবাদীদের বানানো সেই স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেমের খাঁচা ভেঙ্গে নিজস্ব মূল্যবোধে ফিরে যাওয়া। এছাড়া মুসলমানদের উদ্বার হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই ’১৮ বছরের নিচে বিয়ে করা খারাপ’ এই স্যোশাল ভ্যালু সিস্টেম (মূল্যবোধ) থেকে মুসলমানদের অবশ্যই ফিরে আসা উচিত।^{১৮}

^{১৮} লিখেছেন : মোহাম্মাদ নাজমুস সাকিব।

তৃতীয় অধ্যায় : হারাম প্রেমে জড়নো ও বিয়ের ব্যাপারে উদাসীনতা

প্রেম কি? যিনা কি? ও শান্তি কি?

বিয়ের পূর্বে প্রেম = যিনা, (অবৈধ, হারাম)

বিয়ের পরে প্রেম = ইবাদত, (বৈধ, হালাল!)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চোখের যিনা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা জিহ্বার
যিনা, অবৈধভাবে কাউকে স্পর্শ করা হাতের যিনা, ব্যাভিচারের উদ্দেশ্যে হেঁটে
যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ কথা শুনা কানের যিনা, আর যিনার কঞ্জনা ও
আকাঙ্গা করা মনের যিনা। অতঃপর লজ্জাস্থান একে পূর্ণতা দেয় অথবা অসম্পূর্ণ
রেখে দেয়।^{১৯}

যিনা হারাম ও অত্যন্ত মন্দ কাজ। আল্লাহ তায়ালা যিনাকে হারাম ঘোষণা করে
বলেছেন,

তোমরা যিনা-ব্যাভিচারের কাছেও যেওনা। তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ ও অত্যন্ত জঘন্য
পথ।^{২০}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

আল্লাহর দৃষ্টিতে শিরকের পর সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে এমন কোন জরায়ুতে
একফোটা বীর্য ফেলা, যা আল্লাহ তার জন্য হালাল করেননি।^{২১}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَرْبِّي الرَّازِي حِينَ يَرْبِّي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

^{১৯} সহিহ বুখারি, মিশকাত : ৮৬; সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭; সুনানু আবু দাউদ, সুনানু নাসাই।

^{২০} সুরা বনি ইসরাইল : ৩২।

^{২১} সহিহ বুখারি।

যিনাকারী যখন যিনা করে, সে তা ঈমানদার অবস্থায় করেন।।^{১২}

যিনার শাস্তি

যেসব বড় পাপ করলে দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, যিনা তার মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতে দু'টি বড় পাপের প্রতিক্রিয়া খুবই নিন্দনীয়। যিনা তার একটি। যিনাকারীর বাস্তব বিচার বা সামাজিক বিচার যেমন অপমানজনক, তেমনি সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়াও অপমানজনক। কাজেই যিনাকারী ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত, পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এমন একটা পাপ, যার মাধ্যম অনেক। যেমন—চোখ, হাত, পা, কান, মুখ, অস্তর ও লজ্জাস্থান। এগুলির দ্বারা মানুষ যিনার মত জঘন্য পাপ করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তোমরা যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেওনা। তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ ও অত্যন্ত জঘন্য পথ।^{১৩}

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ামায়া তোমাদেরকে যেন প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আর্থিরাত দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। একদল মুমিন যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।^{১৪}

বর্তমানে একশ্রেণীর জ্ঞানহীন কিছু যুবক-যুবতী, লজ্জা-শরম ভুলে গিয়ে প্রেমে আসন্ত হয়ে যিনা করছে ও মা-বাবার অবাধ্য হচ্ছে। যৌনাচারের মত বিষাক্ত ভাইরাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সমাজে। এরা মুসলিম নামের কলঙ্ক। সতর্ক করতে গেলে বিভিন্ন যুক্তি দেখায়, বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে (নিজের করা জঘন্যতম) পাপকে অস্বীকার করে। আর এই প্রেমের সাহায্যে কিছু (অঙ্গ জ্ঞানপাপী) লোকেরা ইসলামিক লেবাস পড়ে টাকা কানিয়ে পাপের ভাগীদার হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা যেনো আমাদের সবাইকে সমাজে ছড়িয়ে থাকা অশ্লীল কাজকর্ম থেকে হেফাজত করেন। আমিন।^{১৫}

^{১২} সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।

^{১৩} সূরা বনি ইসরাইল : ৩২।

^{১৪} সূরা নুর : ২।

^{১৫} লিখেছেন : Sabbir Khan

ଲାଭ ଘ୍ୟାରେଜ ନୟ, ଘ୍ୟାରେଜ ଉଈଥ ଲାଭ!

ପବିତ୍ର କୁରାନେର ସୂରା ନିସାର ୩ ନଂ ଆୟାତେ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ,

ନାରୀଦେର ମଧ୍ୟ ହତେ ତୋମାଦେର ପଚନ୍ଦମତ ଦୁ'ଟି, ତିନଟି କିଂବା ଚାରଟିକେ ବିଯେ କରେ ନାଓ; କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋମରା ଆଶଙ୍କା କର ଯେ, ତାଦେର ସାଥେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆଚରଣ କରତେ ପାରବେନା, ତାହଲେ ମାତ୍ର ଏକଟି ଅଥବା ତୋମାଦେର ଡାନ ହାତ ଯାର ଅଧିକାରୀ (କ୍ରୀତଦୀସୀ), ଏଟା ଆରଓ ଉତ୍ତମ; ଏଟା ଅବିଚାର ନା କରାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ।^{୧୫}

ଏଥାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ପରିଷାର ବଲେ ଦିଯେଛେ—“ତୋମାଦେର ପଚନ୍ଦମତ” ସେଇସବ ନାରୀଦେରକେ ବିଯେ କରତେ। ଆର ଆମାଦେର ସମାଜେ “ଯଦି କୋନ ମେଯେକେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ଓ ପଚନ୍ଦ ହୁଁ” ତାକେ ବିଯେ କରତେ କି ପରିମାଣ କଷ୍ଟ ପୋହାତେ ହୁଁ ତା ଆଶପାଶେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ଆମରା ବୁଝାତେ ପାରି।

ଛେଲେ ପଡ଼ାଶୋନା ଶେସ କରେ ଅନେକ କାଠଖଡ଼ ପୁଡ଼ିଯେ ଏକଟା ଚାକରି ଯୋଗାଡ଼ କରାର ପର ବାବା-ମା’ର ଖେୟାଳେ ଆସେ ଯେ ଛେଲେର ବିଯେ ଦେଯା ଦରକାର। ଶୁରୁ ହୁଁ ପାତ୍ରୀ ଖୋଁଜାର ମହାୟଙ୍ଗ। ତାରପର ମା-ବାବାର ପଚନ୍ଦ, ବୋନେର ପଚନ୍ଦ, ଭାବିର ପଚନ୍ଦ, ମାମାର ପଚନ୍ଦ, ଅଘୁକେର ଭାସୁରେର ପଚନ୍ଦ, ସବାର ପଚନ୍ଦ ଶେସ କରେ ପାତ୍ରେର ପଚନ୍ଦ ହେବେ କି ନା ଜ୍ଞାନତେ ଚାନ୍ଦ୍ୟା ହୁଁ। ଲାଜୁକ ଛେଲେ ତଥନ ସଲଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇ—‘ଆପନାରା ମୁରଂକ୍ବୀ ମାନୁସ, ଆପନାରା ଯା ଭାଲୋ ବୁଝେନ ତାଇ କରେନ।’ ଏଟି ହଚ୍ଛେ ଟିପିକାଲ ବାଙ୍ଗାଲି ଭାଲୋ ଛେଲେ।

ଏକବାର ଏକ ନାରୀ (ସନ୍ତୁବତ ତାର ନାମ ଲାଯଲା ବିନିତେ କାଯେସ ଇବନୁଲ ଖାତିମ) ରାସୁଲ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମେର ଖେଦମତେ ହାଜିର ହେଁ ତାର ସାଥେ ନିଜେକେ ବିଯେର ଜନ୍ୟ ସରାସରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପେଶ କରେନ। ରାସୁଲ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ ନୀରବ ଥାକେନ। ମହିଳାର କଥା ଶୁଣେ ପାଶେ ଥାକା ଆନାସ ରାଦିଯାଲାହୁ ଆନନ୍ଦର କଣ୍ୟା ବଲେ ଉଠିଲେ—

‘ମେଯେଟା କତ ନିର୍ଲଙ୍ଘିତ ନା ଛିଲା।’

ଆନାସ ରାଦିଯାଲାହୁ ଆନନ୍ଦ ତାକେ ବଲିଲେ—‘ସେ ତୋମାର ତୁଳନାୟ ଅନେକ ଭାଲୋ ଛିଲା। ସେ ରାସୁଲ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମେର ପ୍ରତି ଆକୃଷ ହେଁଛିଲ ଏବଂ ନିଜେକେ ତାଁର ନିକଟ ବିଯେର ଜନ୍ୟ ପେଶ କରେଛିଲୋ।’

^{୧୫} ସୂରା ନିସା : ୩।

পরবর্তীতে এক সাহাবি তাকে বিয়ের জন্য আগ্রহী হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিয়ে দিয়ে দেন।

খানসা বিনতে খিদাম রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করলে তার বাবা তাকে এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়ে দেন। তখন হ্যারত খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন,

‘আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, অথচ আমি আমার সন্তানের চাচাকে অধিক পছন্দ করি।’

তার কথাগুলো লক্ষ্য করুন। তার বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জানান—তার স্বামী হিসেবে তার সন্তানের চাচাকে তিনি বেশী পছন্দ করবেন। এরপর যা ঘটলো তা হল, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন।^{২৭}

এ ধরণের আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায় মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর তার কন্যাকে তার চাচা কুদামাহ বিয়ে দিয়ে দেন ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। কিন্তু ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম সারির একজন সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি এ বিয়েতে রাজি ছিলনা, কারণ সে মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পছন্দ করতো এবং সে চেয়েছিল, যেন মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ে করেন। অবশ্যে তার চাচা এ বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার বিয়ে দেন।

ইসলাম মানবমনের কি চমৎকার মূল্যায়নই না করেছে। সুবহানাল্লাহ। কোন নাটক নভেলে পাওয়া যাবে এরকম একটি ঘটনা?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ হলো,

اَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

^{২৭} সহিহ বুখারি : ৫১৩৮, ৬৯৪৫।

তুমি আগে গিয়ে তাকে দেখে নাও, কেননা এটি তোমাদের মধ্যে
ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে সহায়ক হবে।^{১৮}

আপনি কোন মুসলিমাহর প্রতি আকৃষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক, কেননা এটা
আপনার ফিতরাত। সুরা আর-রূমে আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তায়ালা বলেছেন,

আর তাঁর নির্দশনাবলীর মধ্যে হচ্ছে—তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য
সৃষ্টি করেছেন যুগলদের, যেন তোমরা তাদের মধ্যে স্বত্ত্ব পেতে পার, আর তিনি
তোমাদের মধ্যে প্রেম ও করুণা সৃষ্টি করেছেন।^{১৯}

কোন মুসলিমাহ বোনের দ্বীনদারী, চরিত্র আপনার ভালো লাগতেই পারে। তবে এ
ভালোবাসার একটা সীমারেখা রয়েছে। যদি তাকে পেতে চান, তাহলে চিরদিনের
জন্য তাকে আপন করে নিন; দুই মাস বা দুই বছরের জন্য নয়। কাউকে পছন্দ
করলে ইসলামের মূলনীতিটা হল—

তোমরা যখন বিয়ের জন্য এমন ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যাবে, যার দ্বীনদারী
চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ করবে, তো তখনই তার সাথে বিয়ের
সম্বন্ধ স্থাপন করো।^{২০}

আবার অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে—

যদি এমন কেউ তোমার কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, যার চরিত্র এবং
তাকওয়া সন্তোষজনক, তাহলে তার কাছে (তোমার ঘেরাকে) বিয়ে দাও। যদি
এমনটি না কর, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক রকম ফিতনা ও বিপর্যয় দেখা দিবে।^{২১}

এটাই অবৈধ সম্পর্কের সাথে এর মাঝে পর্দা টেনে দিয়েছে। আপনি কাউকে পছন্দ
করতে পারবেন কিন্তু তার সাথে কোনকো সম্পর্কে জড়তে পারবেন না। বিয়ের
প্রস্তাব সংক্রান্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কোন
নারীকে পছন্দ হলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে হবে তার অভিভাবকদের
মাধ্যমে। এরপর তার মতামতের প্রতি পূর্ণ শুন্দী প্রদর্শন করতে হবে।

খুব ভালো নয় বিষয়টা? কত সম্মানজনক। মানব হাদয়ের কত নিকটবর্তী বিষয়।^{২২}

^{১৮} ইবনু মাজাহ।

^{১৯} সুরা রূম : ২১।

^{২০} সুনানু তিরমিয়।

^{২১} সুনানু তিরমিয়।

সমাজে অহরহ পরকিয়া, ডিভোর্স, দাঙ্গত্য জীবনে অশান্তির ঝূল কারণ হলো—পরিবারে ইসলামের অনুপস্থিতি

যে পরিবারে ইসলাম থাকবে না, সে পরিবারে থাকবেন। আল্লাহভীতি আর থাকবে না নিজ কর্মের জবাবদিহিতা।

এতে করে শয়তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাচ্ছেতাই করে যাওয়া যায়। যার দরংগ ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরনারীর দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ কিছু অনেসলামিক পুরুষের জন্য মামুলি ব্যাপার।

যাদের মনে তাকওয়া নেই তাদের আকর্ষণ নিজ স্ত্রী কেন্দ্রিক হয় না। তারা হারান পথে নিজ চাহিদা মিটাতে শুরু করে। চোখের ধিনা করে। স্ত্রীর সৌন্দর্য তাঁর কাছে ফিকে হয়ে যায়, একপর্যায়ে স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এমনকি পরকিয়ার জড়িয়ে যায়। এরপর পারিবারিক অশান্তি ও ডিভোর্সের মত ঘটনাও ঘটে। অন্যদিকে তাকাওয়াইন মেয়ে স্বামীর আনুগত্য করে না, নিজ ইজ্জত সম্মানকে পরপুরুষ হতে হেফাজত করে না। আমানতের খিয়ানত করে। এভাবে সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে।

এটা হল আল্লাহর ভীতি না থাকার ফল। আল্লাহভীতি থাকলে স্বামী-স্ত্রীর পরম্পর আল্লাহর জন্য নিজেদের চোখ ও অন্তরকে হেফাজত করে এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে।

ঐ ভালবাসা বিয়ের দিন যেমন থাকে, বিয়ের ৩০ বছর পরেও একই রকম থাকে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রহমত।

তারা আল্লাহর জন্য নিজেদের চরিত্র হেফাজত করেছেন বলে আল্লাহ তাদের দু'জনের মধ্যে এমন গভীর ভালবাসা স্থাপন করে দিয়েছেন—ইসলামের বিপরীত শ্রেতের মানুষগুলোর জন্য যা শুধু কল্পনা!

আমাদের সমাজে তথাকথিত মা-বাবারা তাদের সন্তানদের বিয়ে দেয়ার সময় তাকওয়া দেখে বিয়ে দিতে চায় না। তারা দেখে—ছেলে কত টাকার মালিক, কত উচ্চে তার বংশ, কতগুলো ডিগ্রী আছে ছেলের বাস্কেটে, কত স্যালারি জব করে ইত্যাদি।

১: লিখেছেন : আশরাফুল ইসলাম।

অথচ একবারের জন্য ভাবতে চায় না যে, ছেলের কাছে সারা জীবনের জন্য তার
মেয়েকে দিচ্ছে, সে ছেলের চরিত্র ঠিক কিনা বা ছেলেটির মধ্যে আল্লাহভীরুত্তা
আছে কিনা!

একইভাবে দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে—সুন্দরী স্ত্রী খুঁজে, তারা তাকওয়াবান স্ত্রীর
কথা ভুলে যায়। একসময় দেখা যায়, সেই সুন্দরী স্ত্রী তাকে ফেলে চলে যায় বা
পরকিয়ায় পতিত হয় বা তার নিজের রূপের অহংকারে সংসারে সবসময় অশান্তি
লাগিয়ে রাখে।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে যত সম্পদ
রয়েছে, তার মধ্যে উক্ত সম্পদ হচ্ছে একজন নেককার স্ত্রী।^{৩০}

আমাদের মা-বাবাদের উচিত তাদের কন্যাদের সু-পাত্রস্থ করতে চাইলে দ্বিনদার,
পরহেজগার, তাকওয়াবান যুবকদের সাথে বিয়ে দেয়। এতে করে কন্যাও সুখী
হলো, সমাজেও পরকিয়া, ডিভোর্সের মত ঘটনা অনেকাংশে কমে গেল।

এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা হল—

যার দ্বিনদারী ও আখলাক-চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, এমন কেউ প্রস্তাব দিলে তার
সাথে তোমরা বিবাহ সম্পন্ন কর। তা না করলে পৃথিবীতে ফিতনা দেখা দিবে ও
ব্যাপক ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।^{৩১}

আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করণ। আমিন!^{৩২}

^{৩০} সহিহ মুসলিম : ১৪৬৭।

^{৩১} সুনানু তিরমিথি : ১০৮৪।

^{৩২} লিখেছেন : Sabina Yesmin

ইউনিভার্সিটিতে, ফেসবুকে হেলে-ঘোয়ের বন্ধুত্ব এখন স্বাভাবিক ব্যাপার!

এখানে কেউ কাউকে বানায় পাতানো বোন, কেউ বলে আশ্মা, অনেকে আবার খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলে—‘আমাদের বন্ধুত্বে কোনও খাঁদ নাই, we are just friends! ধর্মের দোহাই দিয়েও অনেকে চ্যাট বা কমেন্টে মেতে উঠেন।

কিন্তু এসকল আপনি, তুমি, তুই ডাক আর নানান সম্বোধনের আড়ালে অনেকেই আসল ব্যাপারটা ধরতে পারে না যে—পরিচিত হই না হই, নন মাহরাম কিন্তু নন মাহরামই! আলাপচারিতায় বা ‘বন্ধুত্বে’ যতই আপন ভাব আসুক না কেন শয়তান উপস্থিত হবেই এবং গুনাহের পথে টেনে নিয়ে যাবে।

এই ধারণাটা আমাদের অন্তরে আসে না, কারণ, গায়রে মাহরাম কারা সেটার সংজ্ঞা অনেকের জানা নাই।

মাহরাম শব্দের শাব্দিক অর্থ: হারাম, যা হালালের বিপরীত। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম।

মাহরামদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইবি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ওরসজাত মেয়ে, যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ওরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দুই বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।^{১৬}

আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে, যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই,

^{১৬} সুরা নিসা : ২৩।

ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্তৰ্য মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আৱ নৰীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অঙ্গ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করো। আৱ তাৰা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ কৱাৱ জন্য সজোৱে পদচারণা না করো। হে মুমিনগণ! তোমৰা আল্লাহৰ নিকট তাওবাহ কৱ, যাতে তোমৰা সফলকাম হতে পাৱ।^{৫৭}

অর্থাৎ এই ১৪ জন ছাড়া সকলেই যেমন—বন্ধু-বান্ধব, কাজিন, দুলাভাই, দেৱৱ, দূৱ সম্পর্কের মামা, চাচাৰা বেগানা এবং তাদেৱ সাথে পর্দা কৱা লাগবো। এমনকি যাবা বিষে বাড়িৰ ওয়েটাৱ, মাছ-সজ্জি বিক্ৰেতা, ঘৱেৱ কাজেৱ মানুষদেৱ ধৰ্তব্যেৱ মধ্যে ধৰেন না, তাদেৱও এই ব্যাপাৱে সতৰ্ক থাকা প্ৰয়োজন।

মনে রাখা খুব দৱকাৱ, হিজাব বা পর্দা মানে শুধু পোশাক নয়, পোশাক তো হিজাবেৱ অংশ মাত্ৰ।

তাই সবাৱই এৱ গুৱাহ অনুধাৱন কৱা উচিত।^{৫৮}

থ্ৰেমেৱ বিয়ে টিকেনা কেন?

একদল তৰণ-তৰণী হালাল থ্ৰেমেৱ নামে পাপেৱ সাগবে ভুবে থাকে।

বোৱাখা পৱে, পর্দা কৱে বা গায়ে পাঞ্জাবী দিয়ে ৫ গয়াক্ত সালাত আদায় কৱে থ্ৰেমকে কখনো হালাল কৱা যাবনা। যেভাবেই হোক না কেন একজন ছেলে ও মেয়েৱ মাঝে বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পর্ক হারাম।

আল্ট্ৰা মডার্নেৱ এই যুগে ছেলে-মেয়েৱ বিবাহেৱ জন্য নাকি আগে থেকে আন্ডারস্টাইল লাগে। close up-এৱ অশ্লীল ‘কাছে আসাৱ গল্পেৱ’ নামে কিছুদিন গুণাহেৱ সাগবে হাবুড়ুৰু খাওয়া লাগে। এভাবে বিয়ে হলে নাকি সংসাৱ ভাল হয়। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। মৰীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।

^{৫৭} সুরা নূৱ : ৩১।

^{৫৮} Islam : The Way to Success.

প্রেমের বিয়ে কিভাবে বরকতময় হতে পারে অথচ এর শুরুই হয়েছে মহান
আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। আল্লাহর রাগকে সাথে করে নিয়ে কিভাবে সুখের সংসার
হয়?

প্রেমের সম্পর্ক চলাকালীন ছেলে-মেয়ে উভয়ে নিজেকে ভাল হিসেবে উপস্থাপনের
আপ্রাণ চেষ্টা করে। এক প্রকার মিথ্যা অভিনয় করে যায়। এই মিথ্যা অভিনয়
থেকে সৃষ্টি হয় পরম্পরের প্রতি অগাধ চাহিদা, আশা ও বিশ্বাস। উভয়ে ভাবতে
থাকে সে আমার জন্য পারফেক্ট। বিয়ের পর মিথ্যা অভিনয় আর থাকেনা, তখন
প্রকাশ পায় আসল চেহারা। এক ছাদের নীচে বাস্তব জীবন শুরু হয়। মানুষ তো
আর কেউ দুধে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। আশা অনুযায়ী আর ফল পাওয়া যায়না।
শুরু হয় সম্পর্কের টানাপোড়েন। প্রেম করে বিয়ে করার ফলে অধিকাংশ সময়ই
দুই পরিবারের মাঝে দূরত্ব থেকে যায়। এই টানাপোড়েনে তখন মাথার ছায়া হয়ে
অভিজ্ঞ কেউ আর সমবোতা করতে আসেনা। একটি সংসার ভেঙ্গে যায়। স্বপ্ন
মাটিতে আঁচড়ে পড়ে।

অন্যদিকে আজানা অচেনা একটা ছেলে বা মেয়ে প্রথম ভালভাবে কথা ও দেখার
সুযোগ পায় বাসর ঘরে। পরম্পরে এক প্রকার আশংকা সাথে নিয়ে ও আশার
পারদ একদম নিয়ে রেখে সংসার শুরু করে। উভয়ের আশংকা যেন বাস্তবে রূপ না
নেয় এজন্য উভয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে ভালোটা দেওয়ার। সাথে থাকে মহান রবের
সন্তুষ্টি। মাথার ছায়া হিসেবে থাকে অভিজ্ঞ পরিবারের অভিভাবক। একটি সংসারে
ধীরে ধীরে ভালবাসার বীজ রোপিত হয়। যতদিন যায় আল্লাহ চাইলে সেটা বাঢ়তে
থাকে। বৃক্ষ বয়সে সেই মায়ার টানটা আরো বেশী হয়। এক অকৃত্রিম ভালবাসা ও
মায়া। মিডিয়ার রঙ্গীন জগতের নায়ক-নায়িকারা আদর্শ কাপল নয়। আমাদের
আদর্শ কাপল প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার স্ত্রীগণ।
আমাদের বুরুমান মা ও বাবারা। আমাদের দাদা ও দাদীরা। আমাদের নানা ও
নানীরাও। আদর্শ কাপল এরাই।

মরীচিকার পিছনে ছুটতে থাকা প্রিয় যুবক-যুবতী ভাই ও বোনেরা! এক্ষণি লাগাম
দাও! ক্ষণিকের কল্পিত ভালবাসার চেয়ে চিরস্মৃত নিষ্কল্প ভালবাসা অনেক
শ্রেয়।^{১১}

^{১১} লিখেছেন : Sadia Sultana Mim

হালাল প্রেম বনাম হারাম প্রেম!

প্রেম হল অস্থায়ী আবেগ—যা হারাম।

আর বিয়ে হল স্থায়ী বাস্তবতা—যা হালাল।

প্রেমিক হতে হয়তো যোগ্যতা লাগে না, কিন্তু স্বামী হতে হলে যোগ্যতা ঠিকই লাগে।

এই জিনিসটাই বেশিরভাগ ছেলে বুঝাতে চায় না।

এজন্য রোমিও, মজনু, ফরহাদ, তাহসান তারাই হয়।

যাইহোক, ইমারজেন্সিতে এক পেসেন্ট এসেছে। তার পছন্দের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে বিষ খেয়েছে।

ট্রিটমেন্টের পর এক ফাঁকে গিয়ে একাকি দেখা করলাম।

- কিসে পড় তুমি?

- অনার্স ফাস্ট ইয়ার।

- আর মেয়ে?

- ইন্টার।

- মেয়ের জামাই কি করে?

- একটা কোম্পানিতে ঢাকরী।

- দেখ, আজ তুমি মেয়ের জন্য বিষ খেয়ে হাসপাতালের বেড়ে পড়ে আছো, আর মেয়েটি আরেকজনের বাড়িতে গিয়ে পৃথিবীর সবচে' সুখী নারীতে পরিণত হয়ে বসে আছে।

দীর্ঘদিনের চেনা মানুষটি তার কাছে এখন হয়ে গেছে সবচে' অচেনা।

আর যে লোকটিকে বিয়ে করেছে, সেই একদম অচেনা মানুষটিই এখন তার সবচে' চেনা। এখন মেয়েটিকে না পাওয়ার কষ্টে নিজেকে হয়তো নষ্ট করছে।

কিন্তু এক সময় মেয়েটির জন্য এই অনুভূতি আর থাকবেও না। মানুষ যেখানে নিজের মৃত মা-বাবার কষ্ট কয়েকদিন পর ভুলে যায়, সেখানে এই কষ্ট তো তেমন কিছুই না...

একসময় ঠিকই ভুলে যাবে মেয়েটিকে...

কিন্তু ততক্ষণে সব হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও ব্যর্থ একজন ব্যক্তি হবে।

যে সময়টা এভাবে নষ্ট করে অপচয় করেছ, সেই সময়টা নিজের ক্যারিয়ারের পেছনে দাও। চাকরি কর। এমনি তখন বিয়ে করার জন্য অনেক মেয়ে পাবে। সুন্দরী মেয়ের মা-বাবারাই এসে তোমাকে খুঁজে নিবে।

মাথায় এটা খুব ভালোভাবে ঢুকে নাও “প্রেমিক হতে হ্যাতো যোগ্যতা লাগে না, কিন্তু স্বামী হতে হলে যোগ্যতা ঠিকই লাগে।”

তাকিয়ে দেখি ছেলেটি কাঁদছে। মনে হল ছেলেটি বুঝোছে।

“বিরহই আসলে সত্যিকার প্রেম, কিন্তু সে প্রেম মূল্যহীন।”^{৪০}

বিয়ের আগে প্রেম করা আর বিয়ের পর সংসার করা—দুটো ভিন্ন জিনিস!

বিবাহপূর্ব প্রেম একটা ফ্যান্টাসি। এখানে ছেলে-মেয়ে উভয়েই নিজেকে সর্বোচ্চ উৎকৃষ্টরূপে উপস্থাপন করতে চায়। কদিন পরপর দেখা বা সন্ধানে একদিন ডেটিং—ছেলেটি নিজের সামর্থ্যের সেরা উপস্থাপনটিই নিয়ে আসতে চায়, মেয়েটিও চায় তার প্রেমিক তাকে পরম সুন্দরী হিসেবেই দেখুক। তাই প্রেমের দিনগুলোতে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নেতৃত্বাচক ব্যাপারগুলো পরম্পরের কাছে প্রকাশ পায় না, দুজনেই তা যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

সংসার জীবন আলাদা ব্যাপার। এখানে নিত্যদিনের অভ্যাস প্রকাশ পাবে, কৃত্রিম ভালোমানুষির পর্দা উন্মোচিত হবে। চকিতি ঘটা একটা মানুষের সাথে থাকলে তাকে বোঝা যায়, চেনা যায়, সত্যিকারভাবেই চেনা যায়। প্রেমের সময়ের মত

^{৪০} লিখেছেন : ডা. তারাকী হাসান মেহেদী।

ক্ষণিকের দেখা আর ভাব বিনিময়ের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সহজাত আকর্ষণের চাপল্যভরা মোহনীয় সময়টা তাই সংসারজীবনে থাকে না। সংসারজীবনে আবেগের চেয়ে বাস্তবতার ভূমিকা বেশি। ভার্সিটির গেট থেকে বেরোলে যে মুখটি দেখার জন্য আকুলতা থাকত, জীবনযুদ্ধের সংগ্রামরত দিন-রাতের সংস্পর্শ সেই আকর্ষণটা আর রাখে না। নির্জনে বসে প্রেয়সীর হাত ধরে যে রোমান্টিসিজমে বুঁদ হওয়া সহজ, বিবাহিত জীবনে সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে কানের কাছে বাচ্চা ছেলের ঘ্যানঘ্যান আর বউয়ের অভিযোগের ফিরিস্তি শোনার মুহূর্তে সেই রোমান্টিসিজম থাকে না। মনে ঘোরে একই কথা—“তোমাকে তো বিয়ের আগে এমন মনে হ্যানি!”

প্রেমের সম্পর্কগুলো ক্ষণিকের ভালো লাগা থেকে গড়ে ওঠা। ওটা আর একটা মানুষের সাথে জীবন কাটিয়ে দেওয়া এক ব্যাপার না। এজন্য যে পারস্পরিক শৃঙ্খলা, ধৈর্য আর ত্যাগের দরকার, সেটা তথাকথিত প্রেমের সম্পর্কে কখনোই গড়ে ওঠা সম্ভব না। দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলো একে অন্যের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সমাধান হয়ে যায় না। মনোমালিন্যের সময়টাতে পাকে বসে ফুল বিনিময়ের স্মৃতিচারণে বেদ দূর হয় না, আরো বাড়ে।

সেক্যুলাররা প্রায়ই অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের দুর্নাম করতে গিয়ে বলে—‘ছেটবেলা থেকে আমরা শিখি অচেনা মানুষের দেওয়া খাবার না খেতে, অথচ অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের মাধ্যমে একজন অচেনা মানুষের সাথে বিছানায় শুইতে বাধ্য করা হয়।’ যেমন—ড. জাফর ইকবাল বলেছিল, বিয়ের আগে অন্তত তিনবছর প্রেম করে পরস্পরকে ‘চিনে’ নেওয়া দরকার। বাহ, বাহ বাহ, মারহাবা। কি পরামর্শ! এই ‘চিনে নেওয়া’ কর্তৃ সম্ভব সেটা প্রেম করে বিয়ে করা দম্পত্তিদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সাময়িক ভালো লাগা আর মা-বাবার পকেট ফাঁকা করা ফৃত্তির দিনের উপলক্ষ্যে যদি ‘চিনে নেওয়া’ হত তাহলে আর বিয়ের পর প্রিয় মানুষটির ‘অন্যরূপ’ দেখে কেউ হতাশ হত না।

বস্তুত, বিয়ের আগের প্রেমের সময়টাতে শয়তান একে অন্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেখায়, ফলে হারাম সম্পর্কের মোহ যেমন বাড়ে, তেমনি পরস্পরের আসল রূপ ঢাকা পড়ে থাকে। বিয়ের পর শয়তান সরে যাওয়ায় তা সামনে এসে পড়ে। তখন এতদিন ধরে ‘চেনা মানুষটি কেন ‘অচেনা’ লাগে।

আল্লাহর ইচ্ছার ওপরে যে আপনার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, সে আপনাকে সুখী করতে পারবে না, কোনদিন না। আর আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, তাঁরই নির্দেশিত পন্থা মোতাবেক জীবন-সঙ্গীনীর দ্বিন্দারিতাকে প্রাধান্য দিয়ে যে ছেলে

একটা ‘অচেনা’ মেয়ের হাত ধরতে পারে, আল্লাহ তায়ালা তার জীবনে একটা ম্যাজিক দিয়ে দেন। সেই ম্যাজিকের বলে নিতান্ত সাধারণ চেহারার মেয়েটি তার চোখে রাজকণ্যার চেয়ে লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে, সন্তানেরা চক্ষুর শীতলতা হয়ে ওঠে। দীনের পথে চলা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বিলাস থাকে না, বাহ্ল্য থাকেনা, কৃত্রিমতা থাকেনা; যেটা থাকে—তার নাম শান্তি।

শান্তি সবাই খোঁজে। বেশিরভাগই খোঁজে শান্তির যিনি মালিক তাঁকে অসন্তুষ্ট করে। এটা আফসোসের বিষয়ই বটে।^{৪১}

হেলে-মেয়ে এক হালি প্রেম করুক, প্রেমের নামে যিনার সাগরে ডুবে ডুবে জল খেয়ে মরুক, তাতে অভিভাবকদের কোন ম্যাথা ব্যথা নেই

সমস্যা বাঁধবে কখন জানেন? যখন আপনি প্রাচলিত ধ্যান ধারনাকে বুঝে আঙুল দেখিয়ে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য, নিজের নফসকে হিফাজত করার জন্য একটা হালাল সম্পর্ক তথা বিয়ে করতে চাইবেন। তখন সমাজের চারপাশ থেকে হাজারো অজুহাত আমাদের সামনে পেশ করা হয়। অভিভাবকরা বলবে—বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি? আগে গ্রাজুয়েশন শেষ কর, চাকরি কর, নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাও ইত্যাদি ইত্যাদি।

তো এগুলো শেষ করতে আপনার বয়সতো শেষ হয়ে যাবে আর যৌবনেরও ১২টা বাজবে। বিশ্বাস করুন! সাহাবা কিরামদের যুগে বিয়ে জিনিসটা অতি সাধারণ ছিল। এমনও হয়েছে আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবি বিয়ে করেছেন, আর আল্লাহর রাসূল নিজেই জানতে পারেননি।

সুবহান-আল্লাহ! চিন্তা করা যায়, যে মানুষগুলো নিজেদের অস্তিত্ব চিন্তাই করতে পারেতেন না আল্লাহর রাসূলকে ছাড়া! তাঁরাই বিয়ের সময় আল্লাহর রাসূলকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। কারণ, তাদের কাছে বিয়ে জিনিসটা খুবই সিংপল ছিল।

^{৪১} লিখেছেন : জুবায়ের হোসেন।

কারণ বিয়ে জিনিসটা তাঁদের কাছে ইবাদাত ছিল।

তারা এটাকে রাসুলের নির্দেশমত সহজ করেছেন। এজন্য সে সমাজে যিনি জিনিসটা এত কঠিন ছিল। বাস্তবে বিয়ে যত কঠিন হবে জিন। তত সহজ হবে। যার চিত্র আজ আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাই।

বিয়ে জিনিসটা সালাত সিয়ামের মতই একটা ইবাদাত। যখন ইবাদাত আল্লাহর রাসুলের পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে, তখন সেখানে আল্লাহর রহমত বিরাজমান হবে। আর নচেত লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে বিয়ে নামক যে সামাজিক ট্রেড চালু হয়েছে সেটা নামে বিয়ে হলেও রাসুলের সুন্নাহ সম্মত বিয়ে নয়।

বিয়ে নিয়ে প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত এক ভাই বলেন—

“অল্ল বয়সে যখন আপনি বিয়ে করতে চাইবেন, এক দল মানুষ আপনাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। আবার এই মানুষগুলোই বেপর্দা নেয়ে মানুষ দেখে মুখ দিয়ে কুকুরের মত লালা করায়!

সুতরাং এই মানুষগুলো কি ভাববে তা নিয়ে না ভেবে আপনি আপনার চেষ্টাকু করে যান, ফলাফল আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনশা আল্লাহ।”^{৪২}

^{৪২} লিখেছেন : Sujan Ahmed

এখনকার মুসলিম তরুণদেরকে বিয়ের ব্যাপারে খুব উদাসীন দেখা যায়!

সমাজের অনেকে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা নিয়েই পড়ে থাকে। সমাজে প্রাচলিত বিয়ের সাথে যে ইসলামি বিয়ের আকাশ-পাতাল তফাং রয়েছে তা অনেকেরই জ্ঞানার সুযোগ হয় না। এই লেখাটি মূলত তাদের জন্য।

বিয়ে কেন করবে?

বিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এমনকি বিয়েকে ‘দ্বিনের অর্দেক’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। বিয়ের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের মধ্যে হালাল সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটা পরিবার গঠনের উপায়, সভ্যতা টিকিয়ে রাখার উপায়, মানবজাতির বংশরক্ষার উপায়। এটি চরিত্র রক্ষার উপায়, নিজের ঘোন চাহিদাকে বৈধভাবে মেটানোর উপায়।

যুবকরা খুব সহজেই পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ে, গান-বাজনায় সময় কাটায়, অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে। প্রেমে পড়া তো একরকম ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। হস্তমৈথুনও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এগুলোর প্রতিটিই মারাত্মক গুনাহের কাজ। আর এই গুনাহগুলোর মাত্রা বেড়ে যাবার পেছনে অন্যতম কারণ হলো সময়মতো বিয়ে না করা। যুবক বয়সে তাদের বিয়ের চাহিদা থাকা খুবই স্বাভাবিক, বরং না থাকাটাই অস্বাভাবিক। সুতরাং গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে বিয়ের বিকল্প কিছুই নেই।

তুমি কি বিয়ের উপযুক্ত?

আমরা বিয়ের বয়সের ব্যাপারে খুবই ভুল ধারণার মধ্যে আছি। ত্রিশ বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে, অথচ বিয়ের চিন্তাকে গুরুত্বই দিচ্ছে না—এমন উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। অনেকে লাখ টাকা উপর্যুক্ত আগে বিয়ের কথা ভাবতেই পারছে না। পাত্রীর অভিভাবকরা পাত্রের বেতন, ব্যাংক ব্যালেন্স, পৈতৃক সম্পত্তি—সব দেখছেন। মোটা অংকের মোহর ধার্য করা হচ্ছে। ফলে বিয়ে হয়ে পড়েছে কঠিন। ইসলামে বিয়ে কি এত কঠিন? না।

ইসলামে বিয়ে খুবই সহজ। ইসলাম বিয়ের জন্য এত কঠিন শর্ত দেয়নি। তবে কিছু শর্ত তো অবশ্যই দিয়েছে। সেগুলো নিয়েই আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, শারীরিক ও যৌন সক্ষমতা। তুমি সেদিনই বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হয়েছ, যেদিন তোমার প্রথম স্বপ্নদোষ ঘটেছে। এখন তোমার বিয়ের জন্য ত্রিশ বছর বয়স হওয়ার কোনো দরকার আছে কি? বিশ-বাইশ বছর বয়স থেকেই তোমার বিয়ের চাহিদা অনুভূত হবার কথা। চাহিদা অনুভূত হবার পরও দেরি করা মানে তোমার ওপর কষ্ট চাপিয়ে দেয়। ইসলামে বিয়ের কোনো ধরাবাঁধা বয়স নেই। তবে হ্যাঁ, স্ত্রীর যৌন অধিকার তাকে দিতে হবে। এটা স্বামীর দায়িত্ব। সুতরাং বয়সটা মূল ব্যাপার নয়, যৌন সুস্থতাই হলো বিয়ের পূর্বশর্ত।

দ্বিতীয়ত—আর্থিক ক্ষমতা। তুমি তোমার ছেটবোনের কথাই চিন্তা কর। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে পারবে না এমন কোনো ছেলের সাথে তুমি নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে দিতে চাইবে না। স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। সুতরাং আর্থিক ক্ষমতা থাকাটাও বিয়ের শর্ত।

কিন্তু কথা হলো, আর্থিক ক্ষমতা মানে কী? আর্থিক ক্ষমতা বলতে আমাদের সমাজ বোঝাতে চায় যে, বেশি বেতনের চাকরি করতে হবে, গাড়ি থাকতে হবে, বাড়ি থাকতে হবে ইত্যাদি। ইসলামে আর্থিক ক্ষমতা বলতে সেটা বোঝায় না। তুমি তোমার স্ত্রীর মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারবে—এটুকুই যথেষ্ট। সে হিসেবে ছেটখাটো কোনো চাকরি বা ব্যবসাই আর্থিক ক্ষমতার শর্ত পূরণ করতে পারে। থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে—তার জন্য তোমার সামর্থের মধ্যে সাধারণ বাড়িই যথেষ্ট। খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে—কিন্তু সে নিশ্চয়ই রাঙ্কসের মতো খাবে না, বউ মানে মহাখাদক নয়। মৌলিক চাহিদা মেটানোই যথেষ্ট। বিলাসিতার সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা অভাবগ্রস্তদের বিয়ের মাধ্যমে অভাব দূর করে দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া সবার রিয়িক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কেউ তার চেয়ে বেশি পাবে না, কেউ তার চেয়ে কমও পাবে না। যার জন্য যেটুকু নির্ধারিত আছে সেটুকুই সে পাবে। সুতরাং তোমার স্ত্রী এসে তোমার খাবারে ভাগ বসাবে না। তার রিয়িক তার জন্যই। বিয়ের আগে তাকে যিনি খাবার দিয়েছেন, বিয়ের পরও তিনিই দেবেন। আমাদের উচিত, আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।

বিয়ের মোহর কম হওয়া ভালো। এতে বিয়েতে বরকত থাকে। সুতরাং পাত্রীপক্ষের উচিত হবে—পাত্রীপক্ষের সামর্থের দিকে খেয়াল রেখে কম মোহর চাওয়া। তবে পাত্রীর সম্মান ও অধিকার যেন রক্ষা করা হয় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কাজেই সামর্থ থাকলে বেশি দিতেও দোষ নেই। ইসলামে মোহরের কোন উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। আর হ্যাঁ, মোহরের পুরোটাই বিয়ের সময় নগদ পরিশোধ করে ফেলা উচিত, বাকি না রাখাই ভালো।

বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচের কথাটাও প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। গায়ে হলুদ থেকে
শুরু করে যতো রকমের আনুষ্ঠানিকতা করা হয়, তার প্রায় সবগুলোই ইসলাম
সম্মত নয়। এই সকল অনুষ্ঠানগুলো মুশারিক এবং নাসারাদের থেকে এসেছে।
অবশ্যই এইসব বর্জন করতে হবে। এসব অনুষ্ঠানে যেমন হাজারো গুনাহের কাজ
হয়, অন্যদিকে তেমন অতিরিক্ত খরচ হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে ইসলামে শুধু
মাত্র ওলিমাকে বুবানো হয়। আকদের পর পাত্রপক্ষ খুশী হয়ে মানুষদের দাওয়াত
দিয়ে সামর্থ অনুযায়ী আপ্যায়ন করাবে। হ্যাঁ, আকদের দিন কনেপক্ষ স্বেচ্ছায়
কোনো আনুষ্ঠানকিতা পালন করতে চাইলে সেটার অনুমতি রয়েছে।

ভরণ-পোষণের জন্য শুধু আর্থিকভাবে সামর্থ হলেই চলবে না, সকল ব্যবস্থাপনার
দায়িত্বও তোমাকে নিতে হবে। যদিও মৌলিক চাহিদা মেটানোর মধ্যেই ব্যাপারটা
চলে এসেছে, তবুও একটু বিশেষভাবে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

তোমার স্ত্রী যেন ঠিকমতো দীন পালন করতে পারে, তা তোমাকেই নিশ্চিত করতে
হবে। তাকে সময়মতো নামায পড়ার সুযোগ দিতে হবে। সে যেন পরিপূর্ণভাবে পর্দা
রক্ষা করে চলতে পারে সে ব্যবস্থাও তোমাকে করে দিতে হবে। বস্তুত, যৌথ
পরিবারে থেকে পর্দা রক্ষা করে চলা খুবই কঢ়িন। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,
শ্বশুরবাড়ির মধ্যে শ্বশুর, নানা-শ্বশুর, দাদা-শ্বশুর প্রমুখ ব্যক্তির সাথে দেখা করা
ও কথা বলা মেয়েদের জন্য জায়েজ। কিন্তু দেবরের সাথে, ভাণ্ডরের সাথে, ননদের
স্বামীর সাথে কিংবা দেবরের ও ননদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সাথে দেখা করা নিষিদ্ধ
এবং অপ্রয়োজনে কথা বলাও নিষিদ্ধ; প্রয়োজনে কথা বলতে হলে পর্দা রক্ষা করে
বলতে হবে।]

স্ত্রীর অধিকারের প্রতি ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তার যেন কোনো সমস্যা
না হয় তা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে। তার দায়িত্বের অতিরিক্ত কিছু তার ওপর
চাপিয়ে দেয়া যাবে না।^{৪০}

^{৪০} লেখক : তোহিদ তিরাস।

চতুর্থ অধ্যায় : বিয়ে নিয়ে সমাজে যত অঙ্গুত প্রশ্ন!

বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কী?

এই প্রশ্নটা এখন এত ব্যাপক জনপ্রিয় ও প্রচার-প্রসার হয়ে গেছে যে, এর দ্বারা বুকা যায়, বর্তমানে পৃথিবীর ‘শ্রেষ্ঠ খাদক ও মহাখাদক’ হলো ‘বউ’।

এ প্রসঙ্গে জনৈক ভাই বলেন—“স্বর্ণ-কৃপা তো আর খাওয়ানো সম্ভব না। তাই ‘ভাত-তরকারি-ডাল’ এসব খাওয়াবো (আল্লাহ তাউফিক দিলে)।”

আরেক জনৈক ভাই বলেন—“বউ কি সারাদিন শুধু খাইতেই থাকবে, খাইতেই থাকবে? খাইতেই থাকবে? খাইতেই থাকবে?”

বেকারত্ব : প্রতিবন্ধকতা না ঘোষধ?

বেকারত্ব বিয়ের জন্য প্রতিবন্ধকতা নয় বরং বিয়ে হচ্ছে বেকার সমস্যা দূরীকরণের ঘোষধ। আমরা বেকার হলে বিয়ে করতে চাই না, সাহস পাই না, মেয়ের অভিভাবকরা বেকার ছেলেদের কাছে তাদের মেঝেকে বিয়ে দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। আচ্ছা বিয়ের পরে কতজন যুবক বেকার থেকেছে? আমরা অনেক জটিল সমীকরণ নিয়ে পড়ে থাকলেও সহজ সমীকরণ মিলাতে পারছি না, যখন একজন সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে করল, তার মানে একজন মানুষের সমস্ত দায়িত্ব নিল—তখন সে একধরনের দায়বন্ধতা থেকেই নিজ উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করে, তার মধ্যে স্নায়ুচাপ কাজ করে, আর কিছু করতে বলার জন্য একজন সার্বন্ধনিক উপদেষ্টা তো নিয়োগ দেয়াই হইল...।

আমাদের সমাজের প্রচলিত সবচেয়ে গোঁড়া প্রথার একটি হচ্ছে বিয়ে করতে হলে ছেলেকে অবশ্যই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে অর্থাৎ ব্যাংক ব্যালসে, নিজস্ব বাড়ি বা ফ্ল্যাট থাকতে হবে আরো কত কি!

সামাজিকতার নামে বিয়ের পরে অনেক খরচ করে অনুষ্ঠান করতে হয় (কম খরচের বিয়ে হচ্ছে সুন্নতি বিয়ে), এরপরে বাচ্চা হলে উন্নত মানের স্কুলে পড়াতে হবে। পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স না হলে প্রাইভেটে অনেক খরচ করে পড়াতে হবে,

সেজন্যাই বিয়ের আগেই বিশালাকৃতির ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতে হবে। দুই মিনিট
বেঁচে থাকব তার নিশ্চয়তা নেই, মেতে আছি ৪০ বছরের ফ্ল্যানিং নিয়ে!

আচ্ছা, আমরা যদি ভেবেই নিই—আমাদের ফ্যামিলি মেইনটেইন করতে অনেক
খরচ হবে, সন্তানদের পড়াতে অনেক খরচ হবে, সেই নেশায় বুঁদ করে জীবন-
যৌবন নষ্ট করে ন্যায়-অন্যায়, হালাম-হারাম পরোয়া না করে টাকা কামাতে ব্যস্ত
থাকি, তাহলে আল্লাহ রহমতটা দিবেন কোথায়?

ইনকামে? না সিরাতুল মুস্তাকিমে?

বান্দা যা চাইবে আল্লাহ তাকে তা-ই দেবেন, আমরা যদি টেনশন চেয়েই নেই,
তাহলে আল্লাহ কেন তা বাড়িয়ে দেবেন না?

বাস্তবতার আলোকে আমরা এমপি, মন্ত্রী, সচিবদের মধ্যে যত পেরেশানি ও
হাহাকার দেখি, স্বল্প বেতনে চাকরি করা মসজিদের ইমাম, স্কুল-মাদ্রাসার
শিক্ষকদের ততটাই সুবী মনে হয়।

আমরা মুসলিম। আমাদের জীবন বিধান হতে হবে ‘ইসলাম’ অর্থাৎ ইসলামি
রীতিনীতি মেনেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। বিয়ে একটি ধর্মীয় রীতি, একজন
পূর্ণবয়স্ক সুস্থ সবল পুরুষ/মহিলাকে বিয়ে করতে হবে, এখানে অর্থনৈতিক অবস্থা
কোন প্রতিবন্ধকতা হতে পারবে না, ইশ্টাবলিসমেন্ট কোন শর্ত নয়, মনেপ্রাণে
বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর রহমত ছাড়া টাকা-পয়সা কখনো সুখ দিতে পারে না।

আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুক আমিন।^{৪৪}

^{৪৪} লিখেছেন : Somonnoy Chowdhury Sourav

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে করবেন ভাবছেন?

প্রবাস জীবনে দু'বছর ইউসুফ ভাই আমার অভিভাবক হিসেবে ছিলেন। গত সপ্তাহে প্রবাসকে বিদায় জানিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে গেলেন। ১৯৭৬ সালে মেট্রিক পাশ করে পারিবারিক ব্যবসায় জড়িয়ে গলেন। অর্থের পিছু পড়ে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিরাম্বকই সনে এসে বিয়ে করেন। দু'বছর পরে তার কোলজুড়ে যখন কন্যা সন্তান এলো, আবারো টাকার পিছু নিয়ে পাড়ি জনালেন ইউরোপে। কয়েক বছরে প্রচুর পরিমাণ টাকা-পয়সা উপার্জন করেন। হাদয়ে স্বপ্ন বুনেন দেশে এসে হাসপাতাল করবেন। দেশে আসা মাত্রই মা-বাবা, ভাই-বোনদের একের পর এক অসুস্থতা তাকে গ্রাস করলো। তার জনানো অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করলেন তাদের সুস্থ করতে। দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন হাসপাতাল করা থেকে ফিরে এলেন। বাকি অর্থ দিয়ে চট্টগ্রাম এসে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলেন। কয়েক বছরে ব্যবসা করেও পুঁজি উঠাতে হিমশিম থেতে হলো। তখন আবারো প্রবাসের ভূত মাথায় চেপে বসলো।

ছোট ভাইকে সেই ব্যবসা বুবিয়ে দিয়ে ২০০৭ সালে মালয়েশিয়ায় আসলেন। দেশে থাকতেই তিনি আরো দু'সন্তানের জনক হলেন। প্রবাসে তিনি একে একে এগারোটি বৎসর কাটিয়ে দিলেন। বয়সের কোটা যাট পেরিয়ে গেছে। এখন আর আগের মত কাজে গেলে শরীরের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেননা। একটুতে হাঁপিয়ে উঠেন। অনেকের তাছিল্য দৃষ্টিও এড়িয়ে যান সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। এখনো তার কোন সন্তানের লেখাপড়া শেষ হয়নি। মেয়ে এবং ছেলে অনাস পড়ছে, আর ছোট ছেলে হিফজ পড়ছে। সব সময় পরিবার নিয়ে তিনি চিন্তিত থাকেন। ছেলের যদি একটা চাকরি হতো! এ যন্ত্রণার প্রবাস থেকে হয়তো তিনি মুক্তি পতেনে। রমজানের পাঁচদিন পূর্বে ছুটি কাটিয়ে যখন আবারো প্রবাসে এলেন। তখন জানতে পারলেন তার তেরো নাম্বার ভিসা আর লাগবেনা। সারা জীবনের কষ্টগুলো একত্রে জমাট বেঁধে এসে আরো কিছু কষ্ট চাপিয়ে গেলো তার নিয়তির উপর। যে প্রবাস তাকে পাঁচ ভাইয়ের চার ভাইয়ের মৃত্যুর সাথে উপহার দিয়েছে দু'বোনের মৃত্যুও! ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শুয়ে থাকা একবোনকে জীবিত পাওয়ার আকৃতি নিয়ে প্রবাসকে বিদায় জনালেন গত সপ্তাহে।

এভাবে অর্থের পিছনে ছুটে নিজ পরিবার, সন্তান থেকে দূরে থেকে, অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার জীবন আমাদের কি দিবে? শুধু প্রবাস জীবন নয় যারা অর্থের লোভে ছুটতে ছুটতে জীবন শেষে করছেন, বিবাহসহ বড় অনেক স্বপ্ন ত্যাগ করে দিয়ে

কিংবা বিলম্বিত করছিলেন, তারা কি এর পরিণতি কল্পনা করতে পেরেছেন? উচিত তো ছিল আমাদের অঞ্জে তুষ্ট থাকা, এবং সুন্দর ঘর সংসার নির্মাণ করা, যার ভিত্তি হবে ভালোবাসা, সম্মান, দীনদারিতা।^{৪২}

আমার চাচা জনাব মোস্তফা মষ্টার। দীর্ঘদিন লেখাপড়া শেষে কয়েক বছর সরকারী চাকুরি করলেন। পাঁয়ত্রিশের কোটায় এসে বিয়ে করলেন। তারও এক মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়ে সবেমাত্র মেট্রিক পাশ করলো। নিজের বয়স আর ভবিষ্যত নিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়েন। এ হতাশা প্রায় সময় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে সন্তানদের মানুষ করার বাসনায় দেরিতে বিয়ে করা হতাশাগ্রস্ত এমন অসংখ্য মানুষ আমাদের চারপাশে।

এদের থেকেও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনা? আজ আমরা শুধু ভাবি—নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে করবো, কিংবা এতো টাকা জমিয়ে বিয়ে করবো। এটা ঠিক নয়। বয়স থাকতে বিয়ে করুন। বিয়ে করলে দায়িত্বের চাপে নিজের পায়ে এমনিতেই দাঁড়িয়ে যাবেন, কাউকে বলতে হবে না।^{৪৩}

ভবিষ্যতে বউ 'ফি সাবিলিল্লাহ'য় যেতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে?

যারা বিয়ের সামর্থ রাখেন এবং কোনো শরঙ্গ উজর ছাড়া বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুধুমাত্র এই ভেবে যে—ভবিষ্যতে বউ 'ফি সাবিলিল্লাহ'র কাজে যেতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে—তারা নিশ্চিত নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকার মধ্যে আছেন।

যে যেতে পারবে, সে বিয়ে করলেও পারবে। আর যে পারবে না, সে না করলেও পারবে না। এখানে আল্লাহর কবুলিয়াত শর্ত। কবুলিয়াতের জন্য দুআ না করে আপনি কাজের আগেই বৈরাগ্যতা বেছে নিচ্ছেন। তাও আবার এই ফিতনার স্বর্ণযুগে! সুবহানাল্লাহ, আপনিতো বেশ পরহেজগার !

আপনি চেষ্টা করলে আর আল্লাহ কবুল করলে কে আপনাকে আটকাতে পারে?

^{৪২} সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

^{৪৩} লিখেছেন : Monirul Islam

আপনি এখনি যেহেতু সন্দেহের মধ্যে আছেন ‘যদি যেতে না পারেন’, কাজের সময় আপনি আসলেই পিছুটান মারতে পারেন, বিয়ে না করলেও।

জনেক সাহাবি বলেছিলেন “আমি যদি জানি যে, আর মাত্র ১০ দিন বাঁচবো, তবুও ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করবো।”

আর আপনি যদি সাহাবির চেয়েও মহাপূরুষ হন এই নব্য জাহিলিয়াতের যুগে, নরী ফেতনার যুগে, তবে তো আপনাকে স্যালুট!

জনেক ভাইয়ের একটা কথা মনে পড়লো—“বিয়ে না করলেই ইবনে তাইমিয়াহ হওয়া যায় না।”⁸⁴

বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে?

একজন দ্বীনহীন মানুষকে বিয়ে করার আগে আপনি যদি ভাবেন—বিয়ের পর বুবিয়ে মানিয়ে ঠিক করে নিবেন তবে এটা ভুল।

অনেকেই ভাবে এই দুরস্তপনা, আনমনা বয়সে একটু আধটু উক্তট উশৃঙ্খল তো হবেই। বিয়ের পরই সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজ সন্তান হলে তো একেবারে পাকা মুমিন-মুসলিমান!—তাদের জন্য। এই দুরস্তপনা, আনমনা, উত্তি, চক্ষু বয়সটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বয়সে যদি কারো ভিতর ধর্মের বিধিবিধান মানার ক্ষেত্রে উদাসিনতা দেখা দেয়, তো তার দ্বারা বাকি বয়সটায় ধর্ম মেলে চলার সন্তান নেহায়েত অসম্ভবে পরিণত হয়।

একজন দ্বীনহীন মানুষকে বিয়ে করার আগে আপনি যদি ভাবেন বিয়ের পর বুবিয়ে মানিয়ে ঠিক করে নিব তবে এটা ভুল। আপনি যদি ভাবেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো মাটির মত, ইচ্ছে হলোই দাওয়াত দিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারব। এটা ভাবাও ভুল। প্রিয় ভাই! হেদায়েত আল্লাহর হাতে, আপনার হাতে নয়।

আপনি যাকে চাইবেন তাকেই সঠিক পথে আনতে পারবেন না, যদি আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথ না দেখান। অনেকে বলে কৌশল খাটিয়েই তো স্বামী স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রী স্বামীকে পথে নিয়ে আসতে পারে। যত কৌশল অবলম্বন করুক, কিছুই

⁸⁴ লিখেছেন : Nazim Shakil II

এত সহজে হয়না। এই মানুষটিকে কিভাবে এত সহজে এই লেভেল থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা যায়, যাকে তার বাবা মা ইসলামের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়নি? যারা নামকা ওয়াস্তে মুসলিম, আল্লাহর হুকুম পালনের ধারে কাছেও যায়না, তাদেরকে কিভাবে এত সহজে ঠিক করা যায়?

সুরা নূরের এই আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যাটা জানতে মন ঢায়, যেখানে বলা হয়েছে—“ভালোর জন্য ভালো, আর খারাপের জন্য খারাপ।”

যে বিন্দু পরিমাণ ইসলাম মেনে চলতে চান তাদের প্রতি অনুরোধ—নেককার পুরুষ অথবা নারীকে বিয়ে করুন। যাকে বিয়ে করলে আপনার আমল অনেক ভালো হবে। আপনার ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। ইসলামের উপর চলা সহজ হবে।

এমন যেন না হয়—কাউকে হেদয়াতের সঠিক পথ দেখাতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে অন্ধকারে হারিয়ে যান। নিজেই তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আবার গোমরাহ হয়ে যান।^{৪৮}

ইসলামে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বর্তমানের উপর ভিত্তি করে করে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে নয়। একজন দ্বীনদার ছেলে বা মেয়েকে বেদ্বীন ছেলে বা মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়া যাবে না। এটা অন্যায় ও যুলুম। আপনি ঠিকই ভবিষ্যতে ছেলে দ্বীনদার হবে এই আশা করে নিজ সন্তানকে ধনী ছেলের সাথে বিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু একজন দ্বীনদার ছেলে ভবিষ্যতে ধনী হবে এই আশা করে নিজ মেয়েকে তার বিয়ে দেন না। এটা কী তাওয়াকুল? এটা ঈমানের দুর্বলতা বৈ আর কিছু নয়।^{৪৯}

^{৪৮} সংগৃহীত।

^{৪৯} সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

বর্তমান মঘায়ে ২০-২২ বছরের কোন যুবক যদি বিবাহ করতে চায়!

২০-২২ বছরের কোন যুবক যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে সমাজ বলবে ছেলেটার লাজ-লজ্জা সব গোল। কিন্তু ২০-২২ বছরের কোন যুবককে পার্কে, রিস্কায় কোন মেয়ের সাথে অশালীন অবস্থায় দেখা গেলে তখন সমাজের লাজ-লজ্জা যায় না। কারণ, সমাজের চোখে সেটা আধুনিকতা। যে আধুনিকতা একজন যুবকের বেহায়াপনা থেকে বাঁচার আকৃতি শুনতে চায়না কিন্তু একজন যুবককে একজন যুবতীর সাথে নষ্টামি করার অনুমতি দেয়, সে আধুনিকতাকে ছুঁড়ে ফেলুন।

একজন ২২ বছরের যুবক তার মোটামুটি আয়ের উপর ভরসা করে যখন বাসায় বিবাহ করার ইঙ্গিত দিবে, তখন বাসায় ছেলেটাকে নির্লজ্জ ভাবা হবে। কিন্তু রাত ১ টার পরও যখন ঐ ছেলের রূম থেকে ফোনে কথালাপের শব্দ শোনা যাবে, তখন অভিভাবকরা ভাববে ছেলে বড় হয়েছে, ছেলেকে স্বাধীনতা দেয়া দরকার।

ছেলে বিয়ে করার জন্য বড় হয়নি কিন্তু ঠিকই ফালতু-হারাম কাজের জন্য বড় হয়েছে। একসময় দেখা যায়, ঐ ফালতু কাজের জন্য বড় হওয়া ছেলেটি মা-বাবার মুখে চুন-কালি মেঝে পালিয়ে বিয়ে করে। বাবা-মায়ের দেখাশোনা মেঝে বিয়ে করে না।

আর বিয়ে করতে চাওয়া আল্লাহভীর সেই ছেলেটি ঠিকই মা-বাবার হাদয় নরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। যদিও তার অভিভাবক ছাড়া বিয়ে জায়েজ আছে।

এই হচ্ছে আমাদের কল্যাণিত সমাজ ব্যবস্থা!^{১০}

^{১০} সংগৃহীত।

পঞ্চম অধ্যায় : বিয়েতে প্রচলিত কুসংস্কার

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহ করা নবিগণের (আলাহিস সালাতু ওয়াসসালাম) সুন্নাত।

রাসূল সাল্লাম্বাহ আলাইহি ওয়াসলাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।^১

ইমাম রাগিব রহিমাহল্লাহ বলেন,

বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা (বিয়ে) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সকল প্রকার লজ্জাজনক কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতোই বাঁচিয়ে রাখে।^২

তবে এই পবিত্র কর্ম পালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কু-প্রথা মানা হয়। যা অনুচিত। আসুন নবিগণের (আলাহিস সালাতু ওয়াসসালাম) এই সুন্নাতকে সুন্নাত তরিকায় পালন করি।

মেয়ের বাড়ি থেকে কি দিল?

বিয়ের পর ছেলের আত্মীয়দের এটা এখন খুবই কমন প্রশ্ন। এমনভাবে জিজ্ঞাসা করবে—যেন মেয়ের বাড়ি থেকে কিছু পাওয়া ছেলের পরিবারের জন্মগত অধিকার। ছি ছি ছি...। সিলেট ও ঢাক্কাম অঞ্চল তো আরও একধাপ উপরে। বাংলাদেশের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির দিক থেকে এই দুই বিভাগের লোক এগিয়ে, কিন্তু এই দুই এলাকাতেই এই কুপ্রথা অধিক দেখা যায়।

বিয়ের সময় ছেলে পক্ষের হাজার লোক খাওয়াতে হবে, মণকে মণ ছেলের বাড়িতে মিষ্টি দিতে হবে...। সে মিষ্টি আবার কম দামী হলে এলাকায় মানসম্মান থাকবে না, আজব। তাই বেশি দামী হতে হবে।

^১ সুনানু দারিমি। কিতাবুন নিকাহ।

^২ মুফবাদাত।

বিয়ের পর কুরবানির টাদে মেয়ের বাড়ি থেকে গরু গিফট কিংবা জ্যেষ্ঠ মাসে
ট্রাকভর্তি ফল-ফলাদি না দিলে ছেলেপক্ষের মান ইজ্জত থাকে না।

এমনকি পবিত্র মাহে রামাদানে ভ্যানভর্তি ইফতার ছেলেপক্ষের বাড়িতে না পাঠালে
জাত গেল জাত গেল বলে রব উঠে!!

মেয়ের বাড়ি থেকে ফার্ণিচার না দিলে বরপক্ষ সমাজে মুখ দেখাতে পারে না!

পাত্র কিছু না চাইলেও তার মূরুঁবিবরা এদিক থেকে একধাপ এগিয়ে থাকে।

এসব নাকি না দিলে নতুন পরিবেশে মেয়ে অনেক সমস্যায় পড়বে (ফালতু যতসব
কুসংস্কার)।

বিয়ের পরপরই মেয়ের সাথে বাড়িভর্তি ফার্ণিচার না গেলে সে মেয়ের আজীবন
খোঁটা শুনতে হয়।

আর খোঁটা দেওয়ার জন্য কিছু মহিলা সম্প্রদায় যেন রেডি হয়েই থাকে (এ যেন
মহিলাদের জিনগত সমস্যা!)।

যদি মেয়ের পরিবার কিছু দেয়ও, তখন শুরু হয় তুলনা...।

বোনের ছেলে বিয়ে করে বাড়িভর্তি ফার্ণিচার পেল, আমার ছেলে বিয়ে করে মাত্র
একটা খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল আর দুটো সোফা পেল!

অনেককেই দেখেছি এটা নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু একটা হিন্দুয়ানি প্রথা কিভাবে
মুসলিম দেশের ট্রাডিশন হতে পারে, সেটা মাথায় আসে না। আমরা কেমন
মুসলিম।

অথচ ইসলাম ধর্মে মেয়ের পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠান করে খাওয়ানোর ব্যাপারে
কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাবনি বা আকদ যদি পাত্রীর বাসায় হয় তখন মেয়েপক্ষ
কিছু আপ্যায়ন করাতে চাইলে করাবে, না করালেও তাতে সমস্যা নেই। শতশত
মানুষ নিয়ে বরপক্ষ বরব্যাত্রা নামে পাত্রী পক্ষের বাসায় বা সন্টোরে হাজির হয়ে
নানান রকমের খাবার খাবে এমন প্রথা মুসলিম সমাজে কখনোই ছিল না।

এই খাওয়ানোর আনুষ্ঠানিকিতা সম্পূর্ণ ছেলের পরিবারের উপর। যা ওলিমা নামে
পরিচিত।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ের খবর শুনে রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন—

أَوْلَمْ وَلُؤْبِشَاءٌ.

ওলিমার আয়োজন করো, যদিও তা একটিমাত্র ছাগল দ্বারা হয়।^{১৩}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিয়ের ওলিমা বা ভোজের
আয়োজন করেছেন, সাহাবিদেরকেও অল্প পরিসরে হলেও তা করার নির্দেশ
দিয়েছেন।

কিন্তু কোন নারীদের এ বিষয়ে কিছু নির্দেশ দেননি।

এরপরেও কোন মেয়ের পরিবার যদি নিজের ইচ্ছায় খাওয়াতে চায়, সেটা তাদের
ঐচ্ছিক ব্যাপার। কিন্তু অনুষ্ঠান করার জন্য, লোক খাওয়ানোর জন্য মেয়ের
পরিবারের উপর জোর করে কোন শর্ত বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

বাংলাদেশে বিয়ে উপলক্ষে লেনদেন প্রথা বেশ জনপ্রিয় (এটা উপহারও নাকি
বলে)।

অথচ বিয়ের সময় শর্ত হিসেবে মেয়ের পরিবারের কাছে থেকে কিছু তো নেওয়া
যাবেই না, বিয়ের পরেও জোর করে কোন কিছু আদায় করা যাবে না। সেটা
যৌতুক বা গিফ্ট—যে নামেই হোক না কেন। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ।

বরং বিয়ের সময় স্বামী উল্টো স্ত্রীকে দিতে বাধ্য থাকবে, ঘেটার নাম মোহরানা।
এটি দেওয়া ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আদেশ দিয়েছেন,

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টিতে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা
তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে
তৃপ্তিসহকারে খাও।^{১৪}

এখানেই শেষ নয়, বাকি জীবন স্ত্রী ও বাচ্চার ভরণ পোষণসহ পারিবারিক সকল
অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বামীর একার। এমনকি স্ত্রীর যদি নিজস্ব কোনো সম্পদ বা
ইনকাম থাকে, সেই ইনকামে স্বামীর কোন অধিকার নেই। স্ত্রী চাইলে সেটা নিজের

^{১৩} সহিহ বুখারি।

^{১৪} সুরা নিসা : ৪।

জন্য খরচ করতে পারে কিংবা সংসারেও কাজে লাগাতে পারে, সেটা তার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা।

তবে শ্রীর পরিবার স্নেহায় ছেলেকে কোন হাদিয়া দিতে চাইলে সেটা নেওয়া বৈধ। কারণ, এটা উপহার। যে কেউ যে কাউকে উপহার দিতে পারে—যেমন, বন্ধু বন্ধুকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রতিবেশীকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে সম্প্রীতি বাড়ে, এটা ভিন্ন ব্যাপার।

তবে “আমি বিয়ে করেছি, মেয়ের বাবা এখন আমাকে উপহার দিবে” মনে মনে এমন প্রত্যাশা করলে সেটা আর উপহার থাকে না বরং এমন প্রত্যাশা ত্যাগ করা উচিত। এটা উপহার না, একপ্রকার (নব্য) ঘোতুক। এতে অন্তরে লোভ তৈরি হয়।

একজন মেয়ে আপনার সংসারে আসছে, সংসার সামগ্ৰিয়ে রাখছে, আপনার সন্তানকে দশ মাস পেটে রেখে জন্ম দিয়ে বৎসরক্ষা করছে, তিনবেলা রান্না করে খাওয়াচ্ছে, নিজে রান্না করার পরেও আপনি বাসায় না ফেরা পর্যন্ত না খেয়ে অপেক্ষা করছে, অফিস থেকে ফিরে নোংরা হয়ে যাওয়া কাপড় পর্যন্ত ধূয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

এগুলোই তো অনেক বেশি কিছু পাওয়া। যে মেয়েটি এতো কিছু করছে, তার কাছ থেকে বিয়ে উপলক্ষে গিফ্ট বা ঘোতুক কিভাবে আশা করা যায়? বরং আমাদের উচিত—সেই মেয়েটিকেই বাকী জীবন সুখে রাখার চেষ্টা করা।

বিয়ের পর একজন মেয়ে তার সবকিছু ছেড়ে আপনার কাছে আসে। যে মেয়ে এমন স্যাক্রিফাইস করে আসে, সে নিজেই তো আমাদের জন্য জীবনের সবচে’ বড় গিফ্ট।

এরপরও যারা পবিত্র সম্পর্কের শুরুতেই এসব হারাম কাজ দিয়ে শুরু করে, তারা আর যাইহোক দ্বিনদার হতে পারেন। তাই সাবধান!^{১১}

^{১১} লিখেছেন : Md Bodruzzama Ahmed

বিয়ের নামে চট্টগ্রামে আসলে হচ্ছেটা কি?

বোন বড় হয়েছে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পরিবারিকভাবে মতের মিল হওয়ার পর আকৃদ-এর দিন ধার্য করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ছেলের বাড়ি থেকে নাকি রাতে ৫০ জন আমার বোনকে দেখতে আসবে।

নতুন আত্মীয়। তাদের জন্য যেমন তেমন খাবার করা যাবেনা। অনেক টাকার বাজার করলাম। দেখলাম ওরা বেশকিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছে। ওরা চলে যাওয়ার পর মা জানালো সকালে বোনের শপশুর বাড়িতে মিষ্টি নিতে হবে আরো সাথে কত কী! আর সস্তা মিষ্টি চলবেনা। দামী নিতে হবে, তাও কমপক্ষে দশ কেজি। বরপক্ষ নাকি সমাজকে দিতে হবে। নয়তো সমাজ নাকি বদনাম করবে।

এ কেমন সমাজ মাথায় আসেনা। ব্যাপারটা এমন যে, মিষ্টি কোনোদিন চোখে দেখেনি, খায়নি এই কু-সমাজ। আকৃদ-এর দিন মসজিদে মিষ্টি খাওয়ানো হইসে, সেটা যথেষ্ট না।

আকৃদ-এর আগে বিয়ের চুক্তিগুলো হয়ে যায়। আমার বাবা এলাকার মূরব্বীদের সাথে কথা বলে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেয়—কাবিন ১৫ লক্ষ টাকা, স্বর্ণ দশ ভরি দিলে উনি আত্মীয়তা করতে রাজি। বরপক্ষও কলকার্ম করে—এক হাজার মানুষ না খাওয়ালে আর ফার্ণিচার টিকঠাক না দিলে ওরা আত্মীয়তা করবেন।

শেষ পর্যন্ত সবকিছু মেনে নিয়ে বিয়েটা ঠিক হয়। এসব বিষয়ে বড়দের মুখের উপর বলতে নেই দেখে কিছু বলতে পারলাম না।

বরপক্ষ একহাজার। আমাদের ৫০০-৭০০ মানুষ হবে এমন একটা হিসাব করে আরোজন করা হয়। বাসায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল অমুকের তমুককেও দাওয়াত করতে হবে। কাজে কামে নাকি আত্মীয়স্বজনের পরিচয়। তাই বলে লতা দিয়ে পাতা!!

ঈ যে বড়দের উপর কথা বলতে নেই!

বিয়ের দিন দেখলাম আমি যে বড় ভাইকে দাওয়াত দিলাম ওনি মোটুর সাইকেলের পিছনে আরো দুজন এক্সট্রা মানুষ নিয়ে হাজির। ছোট ভাইয়ের বন্ধুরা নিজেদের বন্ধুদের নিয়ে হাজির যাদের কিনা ছোট ভাই নিজেই চিনেন। ফলাফল খাবার সংকট। মানসম্মানের ব্যাপার। দ্রুত অতিরিক্ত বাজার করে রাখা করতে হল।

প্রাচলিত নিয়ম মেনে বিয়ের পর দিন বোনের শঙ্কুর বাড়িতে আমাদের দুইশ জনের দাওয়াত। বৌ ভাত যাকে বলে। নিয়মের বাইরে যাওয়া যাবেনা বলে কিছু বলতে পারলাম না। অনেক টাকা গাঢ়ি ভাড়া, অন্যান্য খরচ গেলেও লতা দিয়ে পাতা হওয়া আত্মীয়দেরও দাওয়াত খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। এরপর নাকি জামাইর বাড়ির দু'শজন খাওয়াতে হবে। নয়তো কথা থেকে যাবে। সেটাও করতে হলো ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বাসায় প্রশ্ন করলাম এতকিছুর দরকার কি? বলল এটাই করতে হবে। এটাই সঠিক। আমাদের মেয়েকে এরা সুখে না রেখে যাবে কই? কিন্তু আসলেই কি এটা সুখ? লতা দিয়ে পাতা হওয়া আত্মীয়কে দাওয়াত করে খাওয়ালেই কি সুখ!

যাইহোক, সব শেষ করলাম। কিছু টাকা ঝণ নিতে হলো বোনের সুখ কেনার জন্য। কিন্তু পরিপূর্ণ সুখ কিনতে রমজানের ঈদে জামাইর বাড়ির চৌদ্দ গোষ্ঠীর জন্য কাপড় দিতে হল। কোরবানীর ঈদে গরু দিতে হল। আর বারো মাসে তেরো রকমের জিনিস দিতে হল।

এর মধ্যে বোনের বাচ্চা হয়। আকিকা করানোর সময় আবার গরু দিতে হল। বোনের দেবর, ননদের বিয়ে হলে স্বর্ণ দিতে হল। দাওয়াত খাওয়াতে হল। এতকিছু করতে করতে ঝণের টাকা অনেক মাথায়। নিজের বিয়ের বয়সটাও চলে যাচ্ছে। ঝণ শোধ করে, নিজের বিয়ের জন্যও এতকিছু করার প্রস্তুতি নিতে হবে। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাব। বিয়ের আর দরকার কী!

দুঃখের বিষয় হল—যার সুখের জন্য এতকিছু করলাম, পারিবারিক জটিলতার কারণে তারই ডিভোর্স হয়ে গেল। তাহলে সুখ কোথায় গেল এখন? সুখ এমন এক জিনিস, যেটা টাকাতে পাওয়া যায় না। এর জন্য দরকার ইসলামের শিক্ষা আর সুন্দর একটা মন-মানসিকতা। যে বিয়েতে পদে পদে, ধাপে ধাপে ইসলামের বিধানকে অবজ্ঞা করা হল সে বিয়ে টিকবে কি করে? সে দাম্পত্য জীবনে শান্তি থাকবে কি করে?

সুখের জন্য এসব জাস্ট তিন নান্দার হাত ‘অযুহাত’ এই চট্টগ্রামে। এটা নিয়ে গর্বের কিছু নাই। নিজের পরিশ্রমের টাকা লতা দিয়ে পাতা হওয়া আত্মীয়দের খাওয়ানোর দরকার নেই। কেউ খুশি মনে সামর্থ আছে বলে এসব করলে বাধা নেই। তবে নিয়ম মেনে করতে গেলে অবশ্যই এতে সমস্যা আছে।

এ কেমন সংস্কৃতি, যে নিয়মে বিয়ে করতে পাঁচ-সাত লক্ষ খরচ করতেই হবে! এসব অপসংস্কৃতির কারণে চট্টগ্রামে একটা মেয়ে বিয়ে দিতে যেমন বাপ ভাইয়ের পিঠের চামড়া চলে যায়, তেমনি ছেলে বিয়ে করতে গেলেও বয়স হয়ে মাথার চুল চলে যায় এতো টাকা ম্যানেজ করতে।

আবার অনেক মেয়েকে এমন বলতে শুনা যায়—আমি বাবার একমাত্র মেয়ে সুতরাং আমার জন্য খরচ না করলে কার জন্য করবে?

আসুন, আমরা শিক্ষিত জেনারেশন সব বুঝি, ইসলামের আলোতে ছেলে-মেয়ে উভয়ই নিজ অবস্থান থেকে বদলে যাই। আসুন ইসলামের শিক্ষা প্রহণ করে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ ও সুখী সমৃদ্ধ আদর্শ পরিবার গঠন করি।^{১৫}

বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথা

১. চন্দ্রবর্ষের কোনো মাসে বা কোনো দিনে অথবা বর, কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিয়ে-শাদী হওয়া অথবা যেকোনো সৎ কাজ করার জন্য ইসলামি শরিয়তে বা ইসলামি দিন-তারিখের কোনো বিধি নিষেধ নেই। বরং উপরিউক্ত কাজগুলো বিশেষ কোনো মাসে বা যেকোনো দিনে করা যাবে না বলে মনে করাই হল কুসংস্কার।

২. বিবাহ উৎসবে অথবা অন্য যেকোনো উৎসবে পটকা-আতশবাজি ফুটানো, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রংবাজী করা বা রঙ দেওয়ার ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও নাজারেজ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের, প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।^{১৬}

৩. বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বাঘাস, কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্তৰী বরের

^{১৫} লিখেছেন : Baz Zahangir Alam

^{১৬} সুরা বনি ইসরাইল : ২৭।

কপালে তিনবার হলুদ লাগায়, এমনকি মৃত্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো ঢাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়—এগুলো হিন্দুয়ানী প্রথা ও অন্যেস্লামিক কাজ। এগুলো সমাজ থেকে বাদ দিতে হবে।

৪. বরের আত্মীয়রা কনেকে কোলে তুলে বাসর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া অথবা বরের কোলে করে মুরুবীদের সামনে স্তৰীর বাসর ঘরে গমনের নীতি একটি বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অন্যেস্লামিক কাজ। এটা ভয়াবহ গুনাহ।

৫. বরের ভবী ও অন্য যুবতী মেয়েরা বরকে সমস্ত শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া নির্লজ্জ কাজ—যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৬. বর ও কনেকে হলুদ বা গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপর বড় চাদরের চার কোনা চার জনের ধরা—এটা হিন্দুয়ানী প্রথা।

৭. বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিঁড়িতে বসিয়ে দই-ভাত খাওয়ানো ইসলামিক প্রথা নয়।

৮. বিবাহ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বরকে দাঁড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৯. বর ও কনের মুরুবীদের কদম্ববুসি করা একটি মারাত্মক গুনাহের কাজ। বিয়ে তো নয়, এমনকি যেকোনো সময় কদম্ববুসি করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দ্বারা কোনো কালে প্রমাণিত নয়। কদম্ববুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মত অবস্থা হয়। এটা শরিক। বেশি সন্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়।

হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি আমাদের সুন্নাত তরীকায় বিবাহ করার তাওফিক দিন। আমিন।^{১৮}

^{১৮} দিখেছেন : ইসাইন বিন সোহরাব।

বাংলার গ্রাম্য বিয়ে: কোনটি ইসলামে আছে বলুন?

দেখুন গ্রামের বিয়ের হালচাল:

- মেয়েকে দেখতে যায় ছেলের বন্ধু, দুলা ভাই, বড় ভাই ও ছেলের বাবা।
- দুই মাস তিন মাস আগে ছেলে নিজে মেয়ের হাত ধরে আংটি পরায়।
শুরু হয় কামভাব জাগানো প্রেমের গল্প। হালাল সম্পর্ক তৈরি হ্বার
পূর্বে হারামে তারা ডুবে যায়।
- অন্য পুরুষ ভাড়া করে বিয়েতে ভিড়িও করা।
- মেয়ের বাড়িতে বিয়ের ওলিমা করা।
- যৌতুক বা একঘর ফার্ণিচার চাওয়া।
- বিয়ে বাড়িতে পাঁচতলা বিশিষ্ট গেইট দেওয়া।
- হলুদ অনুষ্ঠান ও শিরক মিশ্রিত গীতিগান গাওয়া।
- মেয়ের গোসলের পানি দুলাভাই কলসির মুখে গামছা পেঁচিবে নিয়ে
আসা এবং শালীদের কাছে বকসিস চাওয়া অথবা ছেলের গোসলের
পানি ভাবি ঐভাবে নিয়ে আসা।
- মেয়েকে ভাবি গোসল করানো এবং অন্যের নিকট বলা অমুকের শরীর
নরম অথবা দুলাভাই শালাকে গোসল করানো এবং অশ্লীল কথাবার্তা
বলা।
- ছেলে মাথায় হিন্দুদের মত তাজ পরা।
- বিয়ের গেটে দুলহা ঝুমাল মুখে দিয়ে বসে থাকা আর শালীরা দুলা
ভাইয়ের গলায় ফুলের মালা দেওয়া, অন্যান্য যুবকেরা মেয়েদের ছবি
উঠানো এবং তিরস্কার করা, অতঃপর এক ফ্লাসে হলুদের গুড়া আরেক
ফ্লাসে জুস দিয়ে বরকে পরীক্ষা করা।
- বর স্টেজে ঝুমাল মুখে দিয়ে বসে থাকে আর মেয়ের পিতা না গিয়ে
অন্যান্য মূরঢ়বিবি গিয়ে মেয়ের হাতে পান-সুপারি দিয়ে মেয়েকে
পিড়াপিড়ি করে কনুল বলার জন্য।
- এরপর ছেলের কাছে এসে খুৎবা পড়ে আবার ছেলেকে পিড়াপিড়ি করে,
অবশেষে হাত তুলে সন্মিলিত মুনাজাত।
- লোক তেদে গোটা মুরগি বিতরন।

- ছেলেকে বাসর ঘরে মেয়ের কাছে যেতে বকসিসের জন্য দৱজা বন্ধ করে পরীক্ষা করা।
- ছেলের বাসর ঘরে স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দুআ না পড়া এবং মিটামের ব্যবস্থা না করা।
- মোহর পরিশোধের নিয়ত বা পরিশোধ না করে ক্ষমা চাওয়া।
- মিলনের পূর্বে দুআ না পড়া।

এখন বলুন—আপনার বিয়েতে ইসলামি কোন কাজটা হয়েছে? উপরের কোনোটাই শরীয়ত সমর্থিত নয়।^{১১}

^{১১} From: Ajhwaz/সঙ্গী।

ষষ্ঠ অধ্যায় : কাকে বিয়ে করা উচিত?

বিয়ের সিদ্ধান্ত লিয়েছেন?

অনেক দিন জল্লনা-কজ্জনার পর পাত্র পাত্রীর সাথে কথা বলতে যাবেন। কী বলবেন? কোন দিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত? এ নিয়ে নিজে ভেবেই হ্যাত অনেক কিছু তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু লক্ষ্য যেখানে একটি সুন্দর দাম্পত্য ও আদর্শ পরিবার গঠন, সেখানে এ বিয়ে ‘নিজে কিছু ভেবেই’ সিদ্ধান্ত নেয়াটা বোকামী। এজন্য আপনার উচিত কিছু বিষয় জেনে নেয়া। কিছু বিয়ে অভিজ্ঞ ও হিতাকাঞ্চিদের পরামর্শে কাজ করা।

প্রথমেই আমি আপনাদের যার পরামর্শ গ্রহণ করতে বলবো—তিনি আমাদের একান্ত বিশ্বস্ত ও ভালবাসার পাত্র, দুনিয়ার বুকে যাকে আল্লাহর পরে সবচে’ বেশি ভালবাসি সেই একান্ত শুভাকাঞ্চি, যিনি তার অনুসারীদের দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণার্থে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাদের জন্য অশ্রঙ্খিক্র নয়নে যিনি সবসময় কাঁদতেন সেই মহান নেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তিনি আমাদের বলেছেন,

চারটি জিনিস দেখে একজন নারীকে বিয়ে করা হয়—তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, ক্লপসৌন্দর্য ও দ্বীনদারীতা। তোমরা বিয়ের সময় দ্বীনদার নারীদের অগ্রাধিকার দাও।^{৬০}

লক্ষ্য করুন—এখানে বলা হয়েছে, সাধারণত মানুষেরা এ চারটি দিক দেখে কিন্তু তোমরা একমাত্র দ্বীনদারীতাকেই প্রাধান্য দিবে। এটা বোঝানো হয়নি যে, চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

তো আমরা কিভাবে দ্বীনদারীতা দেখবো অথবা বিয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কী কী বিষয় দেখে দ্বীনদারীতা বুঝতে হবে বা এগুলো হবে তা জেনে নেয়াটা আবশ্যিক। আসুন তা সংক্ষেপে জেনে নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ পালনার্থে আপনাকে সাতটি বিষয় খুব খেয়াল করা প্রয়োজন। এখানে যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছে তা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

^{৬০} সহিত বুখারি : ৫০৯০।

প্রথমত—ইসলাম

প্রথমেই আপনাকে জেনে নিতে হবে যে—আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী ইসলামের নৃন্যাতক মৌলিক বিধি-নিয়েগুলো পালন করে কি না। ব্যাপারগুলো যাচাই করতে যা যা করতে পারেন—

১. প্রথমেই জেনে নিতে পারেন, তিনি তাওহিদ ও শিরক বিষয় স্ববিস্তারে জানেন কিনা। এ বিষয় সতর্ক কিনা, যেহেতু তা কালিমার শর্ত। জেনে নিন—তিনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন কিনা। করলে সেটার ধরণ কিরকম। ফজরের সালাত নিয়মিত পড়ে কিনা। জামাআতে সালাতকে গুরুত্ব দেয় কিনা। বাসায় বা পরিচিত মহলে ছেটদের নিয়ে সালাত আদায় করতে চেষ্টা করে কিনা। সাওম (রোজা), যাকাত, পর্দা, মাহরাম-নন মাহরাম মেনে চলার বিষয়ে সচেষ্ট কিনা।

২. স্বাচ্ছন্দে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে কিনা। কেননা, যেসব নারীপুরুষরা বিয়ে করার মতো পরিণত বয়সে উপনীত হয়েও শুন্দিভাবে কুরআন পড়তে পারেনা—বিষয়টা মুসলিম হিসেবে খুবই লজ্জাকর একটি বিষয়।

৩. এরপর চারিত্রিক বিষয় জেনে নিতে পারেন—আচার-আচরণ, সাহসীকতা, ধৈর্যশীলতা, আত্মসম্মানবোধ, আত্মাবিশ্বাস, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে তার ব্যবহার, ন্যূনতা, বিনয়ীতা, স্বভাব ধীরস্থীর কিনা, পুরুষের পৌরুষেণ্যপূর্ণতা, নারীর লজ্জাশীলতা, যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নীরবতায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা, বাচাল প্রকৃতির না হওয়া, চিন্তার গভীরতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, বন্ধু-বান্ধবের অবস্থা ইত্যাদি।

৪. বাহ্যিক দিক, মেয়েদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখুন—সে পরিপূর্ণ পর্দা করে কিনা, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে দাঢ়ি। ঝঁঁচিশীল ও বুদ্ধিমতি কোনো মেয়ে নিশ্চয়ই এমন একজন পৌরুষহীন পুরুষকে বিয়ে করতে চাইবে না, যাকে দেখতে মেয়েদের মতো লাগে! এছাড়া একমাত্র আল্লাহভীর যুবকই পারে দাঢ়িকে সুন্মাহ অনুযায়ী রাখতে। বাকিরা হ্যাত জাহেলদের অনুকরণে স্মার্ট! ভাবে দাঢ়ি না রেখে বা স্টাইল করে দাঢ়ি রেখে। অপরাদিকে পর্দা, লজ্জাশীলতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। এটা হতে হবে পরিপূর্ণ পর্দা। যারা মাহরাম-ননমাহরাম বেছে চলে। সাধারণভাবে তো অনেককেই পর্দানশীল মনে হতে পারে, কিন্তু হ্যাত তারা অনেকেই মাহরাম নন-মাহরামের বিষয়গুলো জানেই না।

মনে রাখবেন—যে আল্লাহর কথাই গুরুত্ব দেয়না, সে একসময় আপনার কথাকেও পাত্র দেবে না। যেকোনো বিরোধ মীমাংসায় আপনাদের উভয়ের শেষ আশ্রয় হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ। হতে পারে বিয়ের কয়েকমাস পরেই আপনাদের বাহ্যিক কৃপলাবন্য বা স্মার্টনেসের আকর্ষণ হারিয়ে যাবে, তখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ হবে তা হচ্ছে আপনাদের দ্বীনদারীতা, সচেতনতা। তাই যে আপনার সন্তানের পিতা/মাতা হবে, তাকে নির্বাচনে দ্বীনকে ছাড় দিলেন তো দুনিয়া-আখিরাত উভয়েই ডোবালেন!

দ্বিতীয়ত মনে রাখুন—প্রেমে পড়া থেকে বাঁচন

আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, প্রেম হচ্ছে শারীরিক আকর্ষণের অন্য নামমাত্র। সচরাচর এটা খুবই শ্রণস্থায়ী হয়। আপনি আপনার দাম্পত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইলে সম্মানবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর যদি নিজেকে তৈরী করে নিতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গী যেই হউক সম্মানবোধ আপনার প্রতি তার থাকবে আর সেটাই একসময় দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসার সৃষ্টি করবে। আর সে ভালবাসা যুগান্তে ছড়িয়ে যাবে তাও শেষ হবে না। তাই আগেই প্রেমে পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। বরং নিজেকে তৈরি করুন। এমনকি অনেকে পাত্র/পাত্রী দেখার সময়ও প্রেমে পড়ে যান আর বিয়ের মত এত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে যেসকল দিককে অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া উচিত তাকেও উপেক্ষা করে বসে অথবা ভুলে বসে। এটা উভয়ের জন্য পরবর্তীতে মারাত্মক হয়।

তৃতীয়ত দেখুন—আচার আচরণ

অনেকেই যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে—এটা ভাবা যে, কেউ দ্বীনদার হলেই তার চরিত্র, আচার-আচরণ তো ভালোই হবে। কিন্তু দ্বীন পালনের দিক থেকে ভালো হওয়া সত্ত্বেও সবার আচার-আচরণ ভালো না-ও হতে পারে। কিন্তু এটা আপনাদের দাম্পত্যের জন্য খুবই জরুরি একটি বিষয়। তাই কেমন আচরণ পেতে যাচ্ছেন তা আগেই বুঝে নিন। আর মনে রাখুন, আচরণই ঘরকে জানাত করে— বাহ্যিকভাবে সে যতই নামাজ, রোজা, ইলমসম্পন্ন বা ইবাদাতগুজার হউক না কেন অথবা সৌন্দর্যে যতই আকৃষ্ট হউক না কেন আচরণ খারাপ হলে সে ঘর জাহানামে পরিণত হয়।

চতুর্থ—কথোপকথনকে গুরুত্ব দিন

তার সাথে কথা বলুন। তাকে কথা বলতে দিন। তার জ্ঞানের গভীরতা, গঠনমূলক চিন্তাভাবনা, কোনো পরিস্থিতির ব্যাপারে তার সামগ্রিক বিবেচনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। তার পছন্দ-অপছন্দ জেনে নিন। সে কী ধরণের বই পড়তে ভালবাসে, কাদের বই পড়ে তা জানার চেষ্টা করুন। সে সমালোচনা করতে পছন্দ করে নাকি ভুলক্রটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তা বোঝার চেষ্টা করুন। সে কি অন্যের ভুল নিয়ে কথা বলে নাকি ভুলের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করে তা খেয়াল করুন। মতোবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তার অবস্থান আপনার সাথে মিলে কিনা তা যাচাই করে নিন। মনে রাখবেন, দাম্পত্য পারস্পরিক কথোপকথনই এর জীবনীশক্তি। সাছন্দে যার সাথে কথা বলতে পারেন তাকে নিয়েই সুধি দাম্পত্য গড়ে তোলা সহজ।^{৬১}

পঞ্চম—অভিন্ন লক্ষ্য

দুজনের জীবনে কিছু অভিন্ন লক্ষ্য থাকা চাই। তাহলে অন্তত এই অভিন্ন লক্ষ্যে উভয়ের এগিয়ে চলায় একে অপরের সহায়ক শক্তি হতে পারবেন আপনারা। মনে রাখুন, দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার মাঝেই লুকিয়ে আছে দাম্পত্য জীবনের গোপন রহস্য।^{৬২}

ষষ্ঠ—পারিবারিক পরিবেশ বিষয় সচেতনতা

সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর পরিবারের দিকে খেয়াল করুন। তাদের আকিদা, সংস্কৃতি, আচার, রীতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু আদর্শ, পরিবেশ ও আকিদাগত বিষয় আছে এমন, যে বিষয়ে আপোয় চলে না,

^{৬১} বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রী ইসলামি সকল বিধান মেনে একে অপরের সাথে কিছু কথা বলতে পারে, এর অনুমোদন রয়েছে। তবে এর মানে এই নয় যে ইচ্ছামত কথা বলবে বা আড়া দিবে। জরুরি কিছু বিষয় একে অপরের নিকট জিজ্ঞেস করা যাবে। কিন্তু তা হতে হবে মাহরানের উপস্থিতিতে। এখানে উল্লেখিত বিষয়ে গুলো সাময়িক সাক্ষাতে জানা বা জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়। তাই উভয় হবে বায়োডাটার মাধ্যমে জেনে নেয়া। - সম্পাদক।

^{৬২} আমাদের লক্ষ্য দুনিয়া কেন্দ্রিক হতে পারে কিংবা আধিরাত কেন্দ্রিক। নিশ্চয় একজন প্রকৃত মুসলিমের লক্ষ্য হবে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়াতে এক সুধি সুন্দর শান্তির জাহানি নিবাস তৈরি করা যেখানে সন্তানের সুন্দর প্রতিপালন নিশ্চিত হবে। পারস্পরিক এমন ভালোবাসা তৈরি করা যা শুধু ইহকালে ক্ষণস্থায়ী ভালোবাসা হিসেবে টিকে রবে না বরং যা মৃত্যুরপরও জানাতে স্বামী-স্ত্রীকে চিরস্থায়ী ভালোবাসায় মিলিত রাখবে।— সম্পাদক।

সেসব বিষয় গুরুত্ব নিয়ে দেখুন। একক ও যৌথপরিবারের সুবিধা-অসুবিধা ও মানসিক নানা বিষয় আপনার নিজের জানা উচিত। সেসব দিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিন।

সপ্তম—ইস্তেখারা

বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয়। আর মুসলিমরা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করে। তাই বেশি বেশি দুআ করুন, বলুন—হে আল্লাহ! এটা আমার জন্য কল্যাণকর হলে আমার পথ চলা সহজ করে দিন। ইস্তেখারার দুটি পর্যায়—একটি হচ্ছে দুআ করা অপরটি হচ্ছে পরামর্শ গ্রহণ। তাই দুআর পাশাপাশি অভিজ্ঞ কোনো আলেম বা পরামর্শক, যিনি দ্বিনের জ্ঞান রাখেন, আল্লাহকে ভয় করেন ও আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, তার সাথে সামগ্রিক বিষয় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিন। সাথে সাথে ইস্তেখারা চালিয়ে যান।

পরিশেষে বলতে চাই—হিদায়াত আল্লাহর হাতে। ‘গড়ে নিবো’, ‘বদলে ফেলবো’ ইত্যাদি টাইপের কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। আপনি যদি এমন মানুষকে বিয়ে করতে চান, যার পরিবর্তন প্রয়োজন, তাহলে সে কাজটি আপনি তাকেই করতে দিন। আপনি কি জানেন যে, পৃথিবীর ৯৯.৯৯% মানুষই এই ধারণা রাখে যে, সে মানুষকে বদলাতে পারে! তাই এ ভুল করবেন না বরং এমন কাউকে খুঁজে বের করুন, যাকে দেখে আপনি মুগ্ধ হবেন।

আর মনে রাখুন—“অন্যের মাঝে যে জিনিসগুলো খুঁজছি, আমার মধ্যে সেগুলো কতটুকু আছে? আমি নিজে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে পেরেছি? যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি কি তার একজন ভালো জীবনসঙ্গী হতে পারবো? আমি যেমন ভুল-ক্রটি নিয়ে মানুষ, তেমনি আমার সঙ্গীরও ভুল-ক্রটি থাকতে পারে। আমাকেই বুঝে নিতে হবে আদর্শ দাম্পত্যের জন্য কোন বিষয়কে আমি গুরুত্ব দিবো আর কোন বিষয়কে উপেক্ষা করব।”^{৬৩}

^{৬৩} সংগৃহীত।

পাত্র-পাত্রী খুঁজা

পাত্র-পাত্রী খুঁজে বয়স শেষ করে কিছু উপলব্ধির কথা শুনুন

১. ফ্রেন্ড লিস্টের একজন নারী বিসিএস কর্মকর্তা আছেন, যিনি ৩৪ বছর বয়সে এসে ‘যোগ্য’ পাত্র খোঁজা বন্ধ করে এখন ‘মোটামুটি’ মার্কা পাত্র খুঁজছেন।

২. ফ্রেন্ড লিস্টের একজনের বড় বোন ডাক্তার। ৬ বছর ধরে ‘যোগ্য’ পাত্র খুঁজতে খুঁজতে তিনি নিজেই অযোগ্য হবার যোগাড় হয়েছেন। বয়স ৩৫ চলছে। ওনার পরিবারের প্রথম টার্গেট ছিল ডাক্তার পাত্র ছাড়া বিয়ে দিবে না। ২৯ বছর বয়সে যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল তখন কিছু সিনিয়র অবিবাহিত ডাক্তার পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সেগুলো তাদের পছন্দ হচ্ছিল না। পাত্র খুঁজতে খুঁজতে বয়স এখন ৩৫। এখন আর ডাক্তার পাত্র পাচ্ছে না। মনে হয় আর পাবেনও না। এখন ‘অভাস্তার’ ছেলে পেলেও চলবে। ইভেন জুনিয়র কোনো ব্যাপার না।

৩. আরেকজন আপু উচ্চ শিক্ষিত। বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে গিয়ে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। ওনার জীবনের লক্ষ্যই ছিল উচ্চতর ডিগ্রী নেয়া। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। এখন এত এত ডিগ্রী সত্ত্বেও পাত্র পাচ্ছেন না। ওনার বয়স এখন ৩৯।

৪. ফ্রেন্ড লিস্টের আরেক আপু আমাকে ধরেছেন ওনার ঘটকালী করার জন্য। বয়স ৩৮ চলছে। পারিবারিক কী এক ঝামেলার কারণে এখনো বিয়ে করতে পারেননি। সেই সামুদ্রিক থেকে আপুর সাথে ভার্চুয়াল পরিচয়।

আসলে সময়ের কাজ সময় থাকতে করতে হয়। লেখাপড়া, ক্যারিয়ার ইত্যাদির জন্য অনেক নেয়ে বিয়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। কিন্তু যত বড় ক্যারিয়ার থাকুক না কেনো, ছেলেরা চাইবে তার চাইতে মিনিমাম ৫/৬ বছর জুনিয়র মেয়েকে বিয়ে করতে। সেই হিসেবে শিক্ষিত সমাজে সবচেয়ে বেশি ডিমাস্টের মেয়েরা হয় ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী। ইদানীং ছেলে মেয়েদের অবৈধ সম্পর্ক বেড়ে যাওয়ার কারণে ছেলেরা ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের স্তৰী হিসেবে চায়।^{৬৪}

একই কথা খাটে ছেলেদের ক্ষেত্রে। বিলম্বে বিয়ে কারোর জন্যই সুখকর নয়। এতে সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বয়সের কারণে মানুষের স্বভাব ভালোলাগায় পরিবর্তন আসে। অভ্যাসের পরিবর্তন হয়। যে ছেলে বা মেয়ে

^{৬৪} লিখেছেন : ফখরুল ইসলাম।

ঘোরাফেরা পছন্দ করে, দেখা যায় বয়স বাড়ার পর তা করে আসে, তখন সে অবসর সময় ঘরে বসে কাটাতে চায়। একইভাবে রূপসৌন্দর্যও করতে থাকে। এছাড়াও বয়সের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় আমাদের শারীরিক-মানসিক অবস্থা।

মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষা, ভালো ক্যারিয়ার সাহামিন্টোরি বিষয়, এটা না হলেও চলে কিন্তু বিবাহ ও সুন্দর পরিবার নির্মাণ আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা প্রত্যেকের জীবনে অত্যাবশ্যক। তাই মূল অংশকে দূরে ঠেলে বা বিলম্বে রেখে সহায়ক বিষয়ে উচ্চশিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দিলে জীবনে দুঃখ ও হাহাকার নেমে আসবে। বাকি জীবন আফসোস করে কাটাতে হবে।

বাকি থাকে পারফেক্টে পাত্রপাত্রী খোঁজার কথা, মনে রাখুন সারা জীবন খুঁজলেও আপনি পারফেক্ট বা মনমত জীবনসঙ্গী খুঁজে পাবনে না। ক্রটি-বিচ্যুতি প্রত্যকে মানুষের মধ্যে রয়েছে। আপনার কাঞ্চিত সকল কিছু তার মধ্যে না খুঁজে পায়, যা নাহ লেই নয়, সেটা তার সাথে মিলিয়ে দেখুন। যদি তা পান, আপনার মন প্রশান্তিবোধ করে তবে সময় নষ্ট না করে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হোন। আর মহান আল্লাহর নিকট কল্যানের দুআ করতে থাকুন।^{৩২}

এমন কাউকে বিয়ে করুন যে আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবে!

এক.

বর্তমান সমাজে অহরহ পরিকিয়া, ডিভোর্স, দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ পরিবারের মধ্যে ইসলাম না থাকা। আর যে পরিবারে ইসলাম থাকবে না সে পরিবারে থাকবেনা আল্লাহভীতি এবং নিজ কর্মের জবাবদিহিতা। আল্লাহভীতি তো সেটাই, যা দ্বার্মী-স্ত্রী পরম্পর আল্লাহর জন্য নিজেদের চোখ ও অন্তরকে হেফাজত করে এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে, যে ভালবাসা বিয়ের দিন যেমন থাকে, বিয়ের ৩০ বছর পরেও একই রকম থাকে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রহমত। তারা আল্লাহর জন্য নিজেদের চরিত্র হেফাজত করেছেন বলে আল্লাহ তাদের দু'জনের মধ্যে এমন গভীর ভালবাসা স্থাপন করে দিয়েছেন।

^{৩২} সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

ইসলামের বিপরীত শ্রেতের মানুষগুলোর জন্য যা শুধু কঢ়ানা!

আমাদের সমাজে তথাকথিত অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিয়ে দেয়ার সময় তাকওয়া দেখে বিয়ে দিতে চায় না। তারা দেখে—ছেলে কত টাকার মালিক, কত উচ্চ তার বৎশ, কতগুলো ডিগ্রী আছে ছেলের বাস্কেটে। অথচ, একবারের জন্য ভাবতে চাই না—যে ছেলের কাছে সারা জীবনের জন্য তার মেয়েকে দিচ্ছে, সে ছেলের চরিত্র ঠিক কিনা বা ছেলেটির পরিচালিত জীবনে আল্লাহভীরূতা আছে কিনা!

একইভাবে দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে। সুন্দরী স্ত্রী খুঁজতে গিয়ে তারা তাকওয়াবান স্ত্রীর কথা ভুলে যায়। একসময় দেখা যায়, সেই সুন্দরী স্ত্রী তাকে ফেলে চলে যায় বা পরকিয়ায় পতিত হয় বা তার নিজের রূপের অহংকারে সংসারে সবসময় অশাস্তি লেগেই থাকে। অথচ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—“দুনিয়ার যত সম্পদ আছে, তার মধ্যে উত্তম সম্পদ হচ্ছে একজন নেককার স্ত্রী।”^{৬৬}

আমাদের মা-বাবাদের উচিত তাদের কন্যাদের সু-পাত্রস্থ করতে চাইলে দ্বীনদার, পরহেজগার, তাকওয়াবান যুবকদের সাথে বিয়ে দেয়া। এতে করে কন্যাও সুখী হল এবং সমাজেও পরকিয়া, ডিভোর্সের মত ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা হল—

“যার দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, এমন কেউ প্রস্তাব দিলে তার সাথে তোমরা বিবাহ সম্পন্ন কর। তা না করলে পৃথিবীতে ফিতনা দেখা দেবে ও ব্যাপক ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।”^{৬৭}

দুই.

আমরা সবাই চাই, আমাদের জীবনসঙ্গী যেন খুব ভাল হয়, চরিত্রবান হয়, স্যাক্রিফাইস মাইন্ডের হয়। আপনি যদি আসলেই আপনার দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখী দেখতে চান, তাহলে আপনার থেকে অবশ্যই ইসলামের হৃকুম-আহকামের দিকে আসতে হবে। মনে রাখবেন, একজন তাকওয়াবানের পক্ষেই সন্তুষ্ট নিজেকে সৎ, চরিত্রবান করে গড়ে তোলা। কারণ, আল্লাহভীরূতার কারণে সে সৎ হয়,

^{৬৬} সহিহ মুসলিম : ১৪৬৭; সুনানু নাসাই : ৩২৩২; সুনানু ইবনু মাজাহ : ১৮৫৫; মুসনাদে আহমাদ : ৬৫৩১; রিয়ায়ুস সালিহিন : ২৮৫।

^{৬৭} সুনানু তিরমিয়ি : ১০৮৪; সহিহাহ : ১০২২। হাসান সহিহ।

চোখ ও অন্তরের হেফাজতকারী হয়, সর্বোপরি দাম্পত্য জীবনের জন্য একজন উত্তম জীবনসঙ্গী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। সে জানে, সে যদি তার জীবনসঙ্গীর হক ঠিকমত আদায় না করে, তাহলে কাল হাশরের ময়দানে তাকে আল্লাহর দরবারে কঠিনভাবে জবাবদিহি দিতে হবে।

ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এমন কাউকে যদি আপনি বিয়ে করেন, তাহলে আপনি অবশ্যই ঐ জীবনসঙ্গী নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, কারণ সে যেকোনো সময় শয়তানের ধোঁকায় পড়তে পারে। আর এমন পরকিয়া দাম্পত্য জীবনে কলহের নজির আমাদের সমাজে অনেক আছে।

তাই বিয়ে করলে এমন একজনকে বিয়ে করুন যে—

- আপনাকে চিন্তা মুক্ত রাখবে।
- আপনার সাথে সদাচরণ করবে।
- আপনার হক ঠিক মত আদায় করবে।
- আপনাকে আল্লাহর জন্য অন্তর থেকে ভালবাসবে।
- আপনার বিপদ-আপদে সাহায্য করবে, ধৈর্যধারণ করার শক্তি যোগাবে এবং সঠিক পরামর্শ দিবে।
- যার সঙ্গতায় আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে।
- যে আপনাকে তাহাজুদ ও ফজরের সময় জাগ্রত করবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগ্রত হওয়ার) অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। অনুরূপ আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগ্রত হওয়ার) অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখে পানির ছিটা মারো।^{১১}

^{১১} সুনানু আবু দাউদ : ১৩০৮; সুনানু নাসাই : ১৬১০; সুনানু ইবনু মাজাহ : ১৩৩৬; মুসনাদে আহমাদ : ৭৩৬২; রিয়ায়ুস সালিহিন : ১১৯১। সহিহ।

তখন স্বামী-স্ত্রী আবেরাতেও একসাথে থাকার জন্য দুনিয়াতে নকে আমল করতে পরম্পরকে সাহায্য করবে এবং উৎসাহ যোগাবে ইনশা আল্লাহ।

তাই বিয়ে করার ক্ষেত্রে এমন কাওকে বিয়ে করুন যে আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবে এবং আপনি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবেন।

কারণ হাদিসে আছে,

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরম্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিনে আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।^{৬৯}

তিন.

একজন দীনহীন মানুষকে বিয়ে করার আগে আপনি যদি ভাবেন—বিয়ের পর বুবিয়ে মানিয়ে ঠিক করে নিবো, তবে এটা ভুল। আপনি যদি ভাবেন, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কতো মাটির মত, ইচ্ছে হলেই দাওয়াত দিয়েই সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারব। এটা ভাবাও ভুল। আপনি যাকে চাইবেন তাকেই সঠিক পথে আনতে পারবেন না যদি আল্লাহ তাকে হেদয়াতের পথ না দেখান।

অনেকে বলে কৌশল খাটিয়েই তো স্বামী স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রী স্বামীকে পথে নিয়ে আসতে পারে। যত কৌশলই অবলম্বন করুক—এটা হয়না, অনেক কিছুই এত সহজে হয়না। ঐ মানুষটিকে কিভাবে এত সহজে ঐ লেভেল থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা যায়, যাকে তার বাবা ইসলামের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়নি? যারা নামকা ওয়াস্তে মুসলিম, আল্লাহর হৃকুম পালনের ধারে কাছেও যায়না, তাদেরকে কিভাবে এত সহজে ঠিক করা যায়? সুরা নুরের এই আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যাটা জানতে মন চায়, যেখানে বলা হয়েছে—

“দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।”^{৭০}

^{৬৯} সহিহ মুসলিম : ২৫৬৬; মুসনাদে আহমাদ : ৭১৯০, ৮২৫০।

^{৭০} সুরা নুর : ২৬।

বিন্দু পরিমাণ ইসলাম মেনে চলতে চান তাদের প্রতি অনুরোধ—নেককার পুরুষ
অথবা নারীকে বিয়ে করুন। যাকে বিয়ে করে আপনার আশল অনেক ভালো হবে।
ইসলামের উপর চলা সহজ হবে। এমন যেনো না হয়, কাউকে হেদায়াতের সঠিক
পথ দেখাতে বিয়ে করে নিজেই অঙ্ককারে হারিয়ে যান।

চার.

“দাম্পত্য জীবনে রোমান্টিক টিপস।”

স্বামী-স্ত্রী পরম্পরাকে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে
সিরিয়াসলি তাগিদ দিন। স্বামী ঘরের বাইরে থাকলে ফোন করে স্ত্রীর খবর নিন,
তদ্বপ্ন স্ত্রীও স্বামীকে ফোন করে খোঁজ-খবর নিন। এতে সম্পর্ক মজবূত হয়,
পরম্পরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

প্রিয় ভাই!

আপনি যখন শেয় রাতে সালাত (তাহাজুদ) আদায় করতে আপনার সঙ্গীকে
জাগিয়ে দিবেন এবং পরম্পর সালাত আদায় করবেন, তখন সালাত শেয়ে তাসবিহ
পাঠে আপনার সঙ্গীর হাতের আঙুল (গিরা)গুলো ব্যবহার করুন এজন্য যে,
সওয়াবের ভাগিদার যেন আপনার স্ত্রীও হয়। আর দুআ করুন, আল্লাহ্ যেন
জামাতেও আপনাদের দু'জনকে এভাবে একত্রিত থাকার তাওফিক দান করেন।
ইনশা আল্লাহ।^১

বিয়ের জন্য ভালো ছেলের প্যারামিটার

কথা হচ্ছিল অমুক আন্টি তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছেলে
খুঁজছেন।।

কথা প্রসঙ্গে আসবেই—“কেমন ছেলে খুঁজছেন?”

উন্নার উত্তর ছিল—“ভাল ছেলে চাই।”

^১ লিখেছেন : আব্দুল্লাহ।

আমি বললাম—“ভাল ছেলে বলতে কী বুবায়, তাতো একেকজনের জন্য একেক
রকম। ছেলে কি ৫ ওয়াক্ত নামায়ী চান?”

উনি বললেন—“শুধু নামায পড়লেই কি মানুষ ভাল হয় নাকি!”

আমি বললাম—“নামায না পড়লে কেউ ভালো মুসলমান হতে পারে না, সেটা
পরিষ্কার।” (এ পর্যায়ে আমি বুবালাম আমার উত্তরের কারণে পায়ের রক্তগুলো
বোধহয় মাথায় চলে এসেছে, কারণ চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।)

আমি জিজ্ঞেস করলাম—“দাঢ়িওয়ালা ছেলে চাইছেন?”

উনি উত্তর বললেন—“দাঢ়িসহ ছেলে নিয়ে চিন্তা করি নাই।”

আমি বললাম—“দাঢ়ি ছাড়া চিন্তা করাটাও বোধহয় ঠিক হবে না।” [এপর্যায়ে উনি
কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন, বোধহয় সুবিধা করতে পারলেন না।]

আমি প্রশ্ন করলাম—“ব্যাংকে চাকরি করা ছেলের সাথে বিয়ে দিবেন?”

উনি উত্তরে বললেন—“হ্যাঁ। এই ফিল্ডে খুব দ্রুত ভাল পজিশনে যাওয়া যায় আর
বেতনও ভাল।”

আমি বললাম—“মেয়েকে ‘হারামখোর’-এর হাতে তুলে দিবেন?”

উনি উত্তরে বলল—“এসব ফতোয়াবাজি কোথায় শিখেছ?”

আমি বললাম—“এটা আমার ফতোয়া না। হানাফি, মালেকি, শাফিউ-হাম্বলী
ফিকহসহ সকল আলেম এই বিষয়ে একমত যে ব্যাংকে চাকরি করা হারাম। এখন
যার রুজিতে হারাম তাকে হারামখোর বলতে আমার কোন আপত্তি নাই।”

উনি আর থাকতে না পেরে বললেন—“এত কিছু মেনে আজকাল চলা যায়
নাকি!”

আমার উত্তর ছিল—“ফরয নামায ত্যাগকারী, দাঢ়ির ওয়াজিব ত্যাগকারী এবং
হারাম রুজি ভোগকারী যদি কারো মাপকাঠিতে ‘ভাল ছেলে হয়’, ইসলাম পালন
করা তার জন্য মুশকিল হওয়াটাই স্বাভাবিক।”

পুনর্শঃ জী আমি বেয়াদব ট্যাগ খেয়েছি।

মন্তব্য: এই যদি হয় আজকাল মা'দের পছন্দের ‘মাপকাঠি’, তাহলে মেয়েদের
'পরহেয়গার' ছেলে পছন্দ হবে এমনটা আশা করাও ঠিক না।^{৭২}

^{৭২} Written By Brother Maksudul Hakim

বিয়ে করুন তাকে যে কুরআনকে ভালবাসে!

কুরআন ছাড়া যার জীবনই চলে না, তোমাকে ছাড়াও হয়তো চলবে। যার দিন শেষ হয় কুরআনের সাথে, শুরুও হয় কুরআনের সাথে।

যার কাছে কুরআন শুনতে শুনতে তুমি ঘূমে হারিয়ে যাবে, আবার কুরআনের তারতীলের মন্দু আওয়াজে ঘূম ভাঙবে। তোমার তিলাওয়াত শুনতে শুনতে যে ঘূমাবে, ঘূম থেকে উঠেও শুনবে। যেটুকু পড়বে সেটুকুই বাস্তবায়নের জন্য এভারেস্টে চড়ার মত আপ্রাণ লেগে থাকবে।

যে কটা দিন তুমি কুরআনের সাথে থাকতে না পেরে ছটফট করবে, পাশে বসে কুরআন শুনিয়ে তোমার অত্থপু আত্মাকে তৃপ্তি দেবে। তুমি তৃষ্ণার্তের মত অপেক্ষা করবে কখন শুনতে পাবো!

যে একটু এগিয়ে গেলে তুমি হিংসায় ছলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আর মনে মনে বলবে—

“ওয়েট, কাল দেখিয়ে দিব!” দরকার হলে আজ রাতের ঘূম ২ঘণ্টা বাদ!

মাঝে মধ্যে আগুন হয়ে ঝাড়ি দিয়ে বলবে—“কি সমস্যা! আজকে পড়া কম কেন?”^{৭৩}

কেমন মেয়েকে বিয়ে করবেন?

বিয়ে করো সেই মেয়েটিকে—যার জীবনের প্রথম প্রেম ছিল ইসলামি বই। যে মেয়ে দামি জামা-জুতো না কিনে টাকা বাঁচিয়ে বই কিনে ঘর ভরিয়ে ফেলে। যার আলমারিতে বই রাখতে রাখতে কাপড় রাখার জায়গা হয় না। যার মাথায় সবসময় বইয়ের একটা তালিকা থাকে, সে তালিকা ক্রমশ বড় হতে থাকে। যে ছোট বয়স থেকেই লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত। বইপ্রেমীদের প্রতি অনুরক্ত।

বিয়ে করো এমন এক মেয়েকে—কুরআন ছিল যার প্রথম পাঠ্যবই। আলিফ-বা-তা ছিল তার প্রথম অস্ফুট বোল। কুরআন তিলাওয়াত ছিল যার প্রথম প্রেম। পর্দাপুশিদা মেনে চলা ছিল যার আজীবন-প্রেম। কুরআন নিয়ে বেঁচে থাকা ছিল যার জীবনস্বপ্ন। প্রতি ভোরে তোমার শিয়ারে বসে যে মিহিসুরে কুরআন তিলাওয়াত

^{৭৩} লিখেছেন : Kisholoy Kishore

করবে। যার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াতের মায়াকাড়া সুর শুনতে শুনতে ঘূমিয়ে পড়বে। গভীর রাতে তাহাজ্জুদে যার কামান্দেজা তিলাওয়াত তোমার ঘূম ঘূম চোখকে খুলে দিবে।

এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের করো—যে আসলেই পড়তে ভালবাসে। সাধারণ বইয়ের পাশাপাশি দ্বিনী বই পড়ার প্রতিও ব্যাপক আগ্রহবোধ করে। তুমি তাকে দেখলেই চিনতে পারবে। তার ব্যাগে বা হাতে সমসময়ই একটা আধপড়া বই থাকেই। তোমার সাথে বেড়াতে বের হলে বইয়ের দোকান দেখলেই সে আটকে যায়, পরম মমতায় চোখ বুলায় তাকে সাজানো বইগুলোর উপর, আর পছন্দের বইটা দেখতে পেলেই নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠে। তোমার হাতে চাপ দিয়ে মিনতি জানায়। একটু টুঁ মেরে আসার কথা বলে!

এমন মেয়েকে বিয়ে করো—যে তোমার সন্তানকে পড়তে শিখবে। কুরআনের গল্প পড়ে শুনাবে। নবীদের গল্প পড়ে শুনাবে। সাহাবিদের গল্প পড়ে শুনাবে। তাবেঙ্গদের গল্প পড়ে শুনাবে। মুজাহিদদের গল্প পড়ে শুনাবে। ইলমসাধকদের গল্প পড়ে শুনাবে। সালেহিনদের গল্প পড়ে শুনাবে। বাচ্চাদের দেখাদেখি তুমিও গালে হাত দিয়ে কোন ফাঁকে গল্প শুনায় মগ্ন হয়ে গেছো টেরও পাবে না।

কখনও কোনো অঙ্গুত মেয়েকে দেখেছো কোন পুরনো বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বই হাতে গন্ধ শুঁকতে? এই সেই রাজপুরুষ। এরা কখনও বইয়ের পাতার গন্ধ না নিয়ে থাকতে পারে না, পাতাগুলো যদি হয় হলদেটে, তাহলে তো আরও না। তাকে দেখবে একহাতে কফির কাপে চামচ নাড়ছে, অন্য হাতে বই পড়ছে। যদি তার কফির মগে একটু উঁকি দাও, দেখবে সেখানে এখনও ক্রিম ভাসছে, কারণ সে এরই মধ্যে ডুবে গেছে তার বইয়ে, লেখকের তৈরি পৃথিবীতে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আলগোছে বসে পড়তে পারো তার পাশে, হয়ত তোমার দিকে একটু কঠিন চোখেই তাকাবে সে! জানো তো, পড়ার মাঝে বাধা পড়লে মোটেই পছন্দ করে না ওরা। তাকে প্রশ্ন করো বইটা তার কেমন লাগছে। তাকে বরং আরেক কাপ গরম কফি বানিয়ে দিও। সময় থাকলে তুমিও একটা বই নিয়ে বসে পড়ো।

এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের করো, যে তার পাঠকে শুধু বইয়ের নিরস পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেয় না। জীবন আর জগৎও তার পাঠ্য তালিকায় থাকে। তোমার হাসিকেও যে পড়তে জানবে। তোমার কামাকেও যে পড়তে জানবে। তোমার আনন্দ ও বেদনাকেও যে পড়তে জানবে। তোমার চাওয়া-পাওয়াকেও যে পড়তে জানবে। প্রতি সন্ধ্যায় তোমার ক্লান্ত-শ্রান্ত মলিন বিষন্ন মুখ দেখেই যে সারাদিনকে

গড়গড় করে পড়ে ফেলতে পারবে। তোমার সপ্তাহে বা মাসে বাড়ি ফেরার অবস্থা দেখেই যে পুরো মাসের আয়-ব্যয়ের হিসেব পড়ে ফেলতে পারবে।

এমন মেয়েকে বিয়ে করো—যাকে তুমি জানাতে পারো, ইবনুল কাইয়িম রাহিমাত্তাহর লেখা তোমার কেমন লাগে। ইমাম গাজালি রাহিমাত্তাহর বই তোমাকে কেমন নাড়া দেয়। আশরাফ আলি থানবি তোমাকে কেমন পরিশুদ্ধ হতে উদ্বৃদ্ধ করে! আলি নদভী রাহিমাত্তাহকে নিয়ে তুমি আসলেই কি ভাবো, সেটা জানাও। তার কাছে জানতে চাও, জীবনের অথবা মনে দাগ কটা বই কোনটা? দেখবে, সে উচ্ছসিত হয়ে হড়বড় করে কিছু বইয়ের নাম বলে দিবে। না বললেও সমস্যা নেই। প্রিয় বই থাকতেই হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই।

পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে করে তার সাথে প্রেম করাই সবচে' সহজ। যেকেন উপলক্ষ্মৈ তাকে বই উপহার দিও। গানে, কবিতায় অথবা চিঠি লিখে কথার মালা উপহার দিও। তার সাথে মনখুলে কথা বলো। কথা মানেই যে ভালবাসা এটা সে টিকই বুবুবে। তোমাকে বুবাতে হবে, সে বই আর বাস্তবের জগতের পার্থক্য করতে জানে। তবে এটাও সত্যি—সে তার জীবনটাকে কিছুটা হলোও তার প্রিয় বইটার মত করে গড়ে নিতে চাইবে। চাইতেই পারে। এটা দোষের কিছু নয়। সে বইয়ে পড়া বীরদের মতো করে তার সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে চাইবে, এতে বিচিত্র কিছু নেই একটুও। অস্তুত কোনো না কোনোভাবে তাকে চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। আর খেয়াল রাখবে, তার প্রিয় বই যেন একমাত্র কুরআনই হয়।

যদি একটা পড়ুয়া মেয়ে খুঁজে পাও, তাকে আপন করে নিও। রাত দুটোয় ঘুম ভেঙ্গে যদি হঠাৎ দেখ, সে একটা বই বুকে জড়িয়ে ধরে অঙোরে কাঁদছে, এক কাপ চা দিও তাকে, তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখো। কিছুক্ষণের জন্য সে হ্যাত হারিয়ে যাবে, তোমার হ্যাত মনে হবে—তোমার বুকে মাথা রাখলেও সে আসলে হেঁটে বেঢ়াচ্ছে অন্য কোন জগতে, ভয় পেও না, শেষ পর্যন্ত সে তোমার কাছেই ফিরে আসবে। সে এমনভাবে কথা বলবে, যেন বইয়ের সব চরিত্রগুলোই বাস্তব, কারণ কিছুক্ষণের জন্য তারা আসলেই তাই।

তোমরা তোমাদের জীবনের গল্প লিখবে। সুন্দর সুন্দর নামের ফুটফুটে সব বাচ্চা থাকবে তোমাদের, নামের চেয়েও বেশি সুন্দর হবে তাদের ঝঁঁচিবোধ, ভালোলাগা, মন্দলাগা। তাকওয়া-পরহেয়গারী। ইবাদত-বন্দেগী। আদব-আখলাক।

বৃন্দ বয়সে শীতকালে যখন একসাথে হাঁটতে বের হবে তোমরা, সে নিচু গলায় কুরআন তিলাওয়াত করবে বা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হাঁটবে। বারান্দায় বসে থাকবে। বাগানের বড় শিউলি গাছটির ছায়ায় চেয়ার পেতে বসবে।

পড়ুয়া মেয়েটিকে বিয়ে করে তার সাথেই প্রেম করো, কারণ তুমি তারই যোগ্য। কল্পনায় যত রঙ ধরা দেয়, তার সবটুকু দিয়ে যে মেয়ে রাঙ্গিয়ে দিতে পারবে তোমার জীবন, এমন মেয়েই তোমার পাওয়া উচিত। তবে একধেঁয়েমি, সন্তা সময়, বোধহীন ভালবাসা অথবা আনাড়ি প্রস্তাব ছাড়া যদি আর কিছু তাকে তোমার দেয়ার না থাকে, তবে নিজেকে তৈরী করা পর্যন্ত তোমার একা থাকাই ভালো। তুমি যদি পৃথিবী এবং এর বাইরের অন্য সব পৃথিবীকে পেতে চাও, একই সাথে বাঁচতে চাও অনেকগুলো জগতে, উপভোগ করতে চাও অনেক রঙের সময়কে, তাহলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করো, যে পড়তে ভালবাসে। অথবা সবচে' ভাল হয়—যদি সেই মেয়েটিকে বিয়ে করো—যে লিখতে ভালবাসে।

মানছি, সচরাচর এমন মেয়ে পাওয়া দুঃখর! ঠিকাছে কোনো সমস্যা নেই। অন্তত এমন একটা মেয়েকে খুঁজে পেলেও চলবে, যে জীবনে কোনোদিন বই ছুঁয়েও দেখেনি সত্য, কিন্তু অন্যকে পড়তে দেখলে পরম মমতামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যে মেয়ে নিজে না পড়লেও তোমার পড়ার ব্যাপারে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করবে। তোমার বইটা, কলমটা, খাতাটা এগিয়ে দিবে। গুছিয়ে দিবে। অফিসে যাওয়ার পথে, মাদরাসায় যাওয়ার পথে, সফরে বের হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তোমার ব্যাগে কয়েকটা বইও নিজে বেছে বেছে দিয়ে দিবে।

এমন একটা মেয়েকে খুঁজে বের করো—যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করাকেই সেরা 'বইপাঠ' মনে করে পরম পরিত্তপ্ত থাকবে। জাগতিক সমস্ত ঠুনকো বইকে পাশে ঢেলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমার শতচেষ্টাতেও যে তথাকথিত সন্তাদরের লুতুপুতু প্রেম-পিরিত তো দূরের স্থান, 'বোরকা-দাড়িমাখা ছিঁকাঁদুনে ইসলামি-প্রেমপূর্ণ' বই পড়তেও আগ্রহবোধ করবে না। এসব তার কাছে ছাঁইপাশ বলেই মনে হবে। তার কাছে ভাল লাগবে খাদিজার জীবনী পড়তে। আয়েশার জীবনী পড়তে। খাওলার জীবনী পড়তে। ফাতেমার জীবনী পড়তে। রাদিয়াল্লাহ আনহন্না।

অন্তত এমন একটা মেয়ে খুঁজে দেখো—যে বই পড়ে না সত্য, তবে নামায পড়বে। বেশ আগ্রহ আর ভালোবাসা নিয়েই পড়বে। যে মেয়ে বোরকা পরবে। শুধু তাই নয়, তোমাকেও নামায পড়তে সাহায্য করবে। তোমাকে দীন মানতে উদুন্দ করবে।

খবরদার! এমন মেয়েকে ভুলেও বিয়ে করো না, যে তোমার দিক থেকে শতভাগ ভালোবাসা পেয়েও তোমাকে সামান্যতম ভালোবাসা দিতে আগ্রহী নয়। সে তার ‘পড়া’ ও ‘লেখালেখি’ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এমন মেয়েকে ভুলেও বিয়ে করো না, যে বইয়ের পোকা। যেকোনো বই পেলেই চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে। এদিকে তোমার জীবন-লাইসেন্সে দাউদাউ করে আগুন লেগে গেলেও পড়া তো দূরের কথা, ভঙ্গেপও করে না। সে তার আপন ‘শিল্প-সাহিত্যচর্চা’ নিয়েই আকঞ্চ নিমজ্জিত থাকে! এরা আর যাই হোক, কারো ঘরণী হওয়ার যোগ্য নয়। এরা মাকাল ফল। দূর থেকে কল্পনার মানসী হিসেবেই মানায়! সংসারে নয়।

তুমি বেশি খোঁজাখুঁজি না করে নিতান্ত সাধারণ একটা মেয়ে পেলেও বিয়ে করে ফেলো। শুধু দেখো, সে পর্দা করে কি না। নামায পড়ে কি না। শুন্দ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে কি না। তবে যদি সন্তুষ্ট হয়, গোপনে খোঁজ নিও, মেয়েটার মা তার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতো কি না। তাহলেই তুমি মেয়ের ‘স্বভাবধর্ম’-ও বের করে ফেলতে পারবে! এমন একটা মেয়ে পেলে তাকে বিয়ের পর নিয়মিত বইপত্র কিনে দিও। দু’জন মিলে মাঝেমধ্যে বই পড়তে বসো। মেঘলা দুপুরে বা জোসনা রাতে বসে তাকে বই পড়ে শুনিও! পড়ুয়া মেয়ে পাওনি তো কী হয়েছে, তুমি পড়ে শোনালে পরম ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে পাশে বসে তোমার পড়া পড়া শুনলেও চলবে।

আর কাগজের বই পড়াই কি একমাত্র পড়া! জীবনখাতা পড়তে পারাও কম যোগ্যতা নয়। স্বামী-সংসার-সন্তানের আদর-আবদার পড়তে পারাও কম কিছু নয়। বলা ভালো, এটাই সেরা পাঠ্যাভ্যাস! এমন পড়ুয়া মেয়েকেই পারলে বিয়ে করো!

আরও ভাল হয়, যদি মেয়েটা সুরা আনফাল-তাওবা-মুহাম্মাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়। এককোষী প্রাণী এমিবার মতো মেরুদণ্ডহীন না হয়। এমন একটা মেয়ে পাও কি না দেখো—যে তোমাকে সুরা আনফাল পড়ে শোনাবে। সুরা তাওবার তাফসির পড়ে শোনাবে। সুরা মুহাম্মাদ (কিতাল)-এর আয়াতগুলো দেখিয়ে তোমার মনকে দীনের জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বৃদ্ধ করবে। পারলে একপ্রকার ঘর থেকে ঢেলেই ‘মেহনতে’ পাঠিয়ে দেবে।^{৯৪}

^{৯৪} লিখেছেন : শাহিদ অতীকুল্লাহ।

আমার কেন্দ্রো আপনাকে বিয়ে করা উচিত?

বিবাহের ক্ষেত্রে এর জবাব জানা খুব জরুরি:

এক মা তার ছেলের জন্য বিয়ের ব্যাপারে এক ধার্মিক মেয়ের সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করল।

ছেলে ও মেয়ে দুইজনই আলাদা একটি রংমে মাহ্রামসহ নিজেদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেল।

ছেলে মেয়েটিকে প্রথমে প্রশ্ন করতে আশ্রয় করল।

মেয়েটি ছেলেকে অনেক প্রশ্নাই জিজ্ঞেস করল।

সে তার দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষাদীক্ষা, বন্ধুবান্ধব, আঘীরস্বজন, স্বভাব, পছন্দের বিষয়, অবসর, অভিজ্ঞতা আরো অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে চাইল।

ছেলেটি মেয়ের হাসিমুখে ভদ্রতার সাথে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল।

এরপর মেয়ে জানতে চাইল, “আমার সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন আছে?”

“এটা ভালো একটি ব্যাপার, আমার মাত্র তিনটি প্রশ্ন আছে।”

ছেলেটি উত্তর করল।

মেয়েটি ভাবল, “ও, শুধু তিনটি প্রশ্ন!”

ছেলেটির প্রথম প্রশ্ন ছিল, “আপনি কাকে সবচে’ বেশি ভালবাসেন, যার চাইতে বেশি ভালবাসা আর কাউকে সন্তুষ্ট না?”

সে বলল—“এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন। অবশ্যই আমার মাকে সবচে’ বেশি ভালবাসি।”

ছেলেটির দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—“আপনি বলেছেন, আপনি কুরআন মাজিদ পড়েন। আপনি কি আমাকে আপনার পছন্দমত যেকোনো একটি সুরার অর্থ বলতে পারবেন?”

এটা শুনে মেয়েটি একটু বিস্রাত হল এবং বলল—“আমি এখনো জানিনা। কিন্তু শীঘ্ৰই আমি শিখে ফেলব ইনশা আল্লাহ।”

ছেলেটির তৃতীয় প্রশ্ন ছিল—“বিয়ের ব্যাপারে আমি বেশ কয়েকজন মেয়ের সাথে কথা বলেছিলাম, যারা আপনার চেয়েও সুন্দরী ছিল। তো আপনি কি বলবেন, কেন আপনাকে আমার বিয়ে করা উচিত?”

এটা শুনে মেয়েটি ভীষণ ক্ষেপে গেল এবং রাগী গলায় তার পিতামাতাকে বলল—“আমি এই ছেলেকে মোটেই বিয়ে করবো না। সে আমাকে অপমান করেছে। আমার সৌন্দর্য নিয়ে খোঁটা দিয়েছে।”

ছেলের মা-বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং বিয়ে নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা না বলেই তারা প্রস্তান করল। এবারে ছেলের পিতামাতা সত্যিই ছেলের উপর ঝুঁক্দ হল, বলল—“তুমি মেয়েটিকে কী বলেছো যে, মেয়েটি রেগে গেল? এই ফ্যামিলি অনেক ভাল, মর্যাদাপূর্ণ, তুমি যেরকম ধর্মীয় খুঁজছো, সেরকমই। কী বলেছ তাকে তুমি?”

ছেলে বলল—“প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সে সবচে’ বেশি ভালবাসে কাকে। সে উত্তর দিল যে, তার মাকে।”

এটা শুনে তারা আশ্চর্য হলেন, বললেন—“তো এটাতে ভুল কোথায়?”

ছেলেটি বলল—“প্রকৃত বিশ্বাসী হচ্ছে সে, যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে যেকোনো কিছুর চাইতে সবচে’ বেশি ভালবাসে।”

যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও তার রাসূলকে সবচে’ বেশি ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসবে এবং সম্মান করবে। তাদের ভালবাসার কারণে আমার সাথে সে বিশ্বস্ত থাকবে এবং এই ভালবাসার কারণে আমরাও নিজেদেরকে নিজেদের ভালবাসা শেয়ার করতে পারব, যে ভালবাসা লোভ, লালসা, সৌন্দর্য অথবা অন্য সকল জাগতিক বস্তুর উৎকীৰ্ণ।”

ছেলেটি বলতে লাগল—“আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে যেন তার পছন্দমত কোনো একটি সুরার অর্থ আমাকে শোনায়। সে বলতে পারেনি। কারণ তার এখনো সময় হয়ে উঠেনি। তখন আমার এই হাদিসটা মনে হয় যে—“সকল মানুষ মারা যায়, তবে তারা ব্যতীত, যাদের জ্ঞান আছে।” সে তো

বিশ বছরেও বেশি সময় পেয়েছে। অথচ তার এখনো জ্ঞান অর্জন করার সময় হয়নি!

আমি কি করে এমন মেয়েকে বিয়ে করতে পারি, যে এখনো তার দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে জানেনা। সে বাচ্চাদেরকে কী শিক্ষা দিবে। একজন মা-ই তো তার বাচ্চাদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক। সে এমন এক মেয়ে, যার আল্লাহকে দেয়ার মত সময় হয়না, স্বামী ও সন্তানদেরকে দেওয়ার মত সময় তার নাও হতে পারে।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল—“বিয়ের ব্যাপারে আরো কিছু মেয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে যারা তার চেয়ে সুন্দরী ছিল। তো তাকে কেন আমার বিয়ে করা উচিত। মূলত এ কারণেই সে ক্রুদ্ধ হয়েছিল।”

ছেলের মা-বাবা এখানে আপত্তির সুরে মন্তব্য করল—“এভাবে বলাটা তো অগ্রিমিকর। তুমি কেন এটা বলতে গেলে?”

ছেলে বলল—“আমি এটা এ উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে, সে তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পৃথিবীর গুণ গুলো সম্পর্কে, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘রাগান্বিত হয়েনা, রাগান্বিত হয়েনা, রাগান্বিত হয়েনা। কারণ রাগ শয়তান থেকে আসে।’ যে মেয়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, যার সাথে সে মাত্রই কথা বলেছে এবং তাদের সব কথাবার্তা তার পিতামাতাকে মুহূর্তেই বলে দিল, সে কী করে সারাজীবন ধরে তার স্বামীর সাথে এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে পারবে।”

হে আল্লাহ! আমাদের এমন সঙ্গী দান করুন, যে চক্ষুশীতল করবে এবং জামাতে যাওয়ার উত্তম মাধ্যম হবে। আমিন।^{৭৫}

পাত্র-পাত্রি নিয়ে কথোপকথন

কথোপকথন : ০১

-মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবছো শুনলাম? তা কেমন পাত্র চাও?

-তুমি তো জানোই, একটা ধার্মিক ছেলে পেলেই সম্মন্দ করে ফেলব! অবশ্য গতকাল একটা প্রস্তাব এসেছিল।

-ছেলে কেমন? কী করে?

-ছেলে অত্যন্ত ধার্মিক। কিন্তু খুবই গরীব! তাই প্রস্তাবটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি! ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে গেছি!

-আজ আরেক পক্ষকে দেখলাম মনে হয়?

-হ্যাঁ, ঘটক একটা সম্মন্দ নিয়ে এসেছিল!

-পাত্র?

-বেশ মোটা বেতনে চাকরি করে। বিদেশী এক সংস্থায়। সবাই এককথায় পছন্দ করে ফেলল। তবে আম্মার পছন্দ হ্যানি! তার পছন্দ ছিল প্রথম প্রস্তাবটা!

-কেনো?

-তিনি চাঞ্চিলেন, তার নাতনী একজন ধার্মিক মানুষের ঘরনী হোক!

-তাহলে এটাকেও ফিরিয়ে দিলে?

-নাহ! ফিরিয়ে দেবো কেন! সবাই মিলে দুআ করে দিলাম, আল্লাহ যেন পাত্রকে ধার্মিক বানিয়ে দেন!

-এত সহজেই সমাধান করে ফেললে? ধার্মিক পাত্রই যদি চাইবে, তাহলে প্রথম জনের প্রস্তাব গ্রহণ করে কেনো দুআ করলে না, আল্লাহ তাকে স্বচ্ছল করে দিন?

-চুপ। নিরবতা।

কথোপকথোন : ০২

-তো বাবা, ঢাকায় কি তোমার নিজের ফ্ল্যাট আছে?

-জি আন্টি, আছে।

-আলহামদুলিল্লাহ! বাবা, যদি কিছু মনে না কর তোমার ফ্ল্যাটটি কত স্কয়ার ফিট?

-মনে করার কিছু নেই আন্টি, দুই হাজার স্কয়ার ফিট।

মশাআল্লাহ মশাআল্লাহ! আমার মেয়ের এই একটাই চাওয়া ছিল। তো বাবা, আরেকটা প্রশ্ন করি?

-জি আন্টি, প্রশ্ন করেন।

বিয়ের জন্য তুমি ধনী পরিবারের কালো মেয়ে খুঁজছো কেন?

-আসলে আন্টি আমার ফ্ল্যাটটি ব্যাংক লোনে কেনা তো, ৩০ বছরের কিসিতে তাই।

এই হল বর্তমান সমাজের অবস্থা।^{১৬}

^{১৬} লিখেছেন : আতিক উল্লাহ।

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামে বিবাহের নিয়ম

সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে

সুন্নাহ অনুসরন করে বিয়ে করা মুসলিম যুবকের অহংকার!

যেসব মুসলিম ভাইয়েরা বিবাহের নিয়ম নিয়ে ভাবছেন এবং যেসব অভিভাবক সন্তানদের বিয়ে দেবেন তার আগে জেনে নিন এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি কিভাবে সম্পাদন করা উচিত। একজন আদর্শবান মুসলিম যুবক বা অভিভাবক তার প্রাণপ্রিয় রাসূলের তরিকা মতো বিবাহ সম্পাদন করাকে আনন্দ ও গর্ববোধ মনে করেন।

তাই আসুন জেনে নিই বিবাহের কতিপয় সুন্নতসমূহ, যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত—

(১) সুন্নাহ অনুযায়ী বিবাহ সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর হবে, যা অপচয়, অপব্যয়, বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি মুক্ত হবে এবং তাতে ঘোতুকের শর্ত বা সামর্থের অধিক মোহরানার শর্ত থাকবেনা।^{৭৫}

(২) সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করে বিবাহের পূর্বে পয়গাম পাঠানো। কোনো বাহানা বা সুযোগে পাত্রী দেখা সন্তুষ্ট হলে দেখে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে পাত্রী দেখানোর যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত, তা সুন্নতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য।^{৭৬}

(৩) শাউয়াল মাসে এবং জুমুয়ার দিনে মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা। উল্লেখ্য, সকল মাসের যেকোনো দিন বিবাহ করা জায়িজ আছে।^{৭৭}

(৪) বিবাহের খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করে বিবাহ করা এবং বিবাহের পরে আকৃত অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের মাঝে খেজুর বন্টন করা।^{৭৮}

(৫) সামর্থানুযায়ী মোহর ধার্য করা।^{৭৯} মোহরানা ধার্যে বরপক্ষকে চাপাচাপি করা বা এমন বোঝা বরের মাথার উপর তুলে দেয়া, যে বোঝা বহন করা বরের সামর্থ

^{৭৫} তাবারানী আউসাত : ৩৬১২।

^{৭৬} সহিহ বুখারি : ৫০৯০। ইমদাদুল ফতোয়া : ৪/২০০।

^{৭৭} সহিহ মুসলিম : ১৪২৩। বাইহাকি : ১৪৬৯৯।

^{৭৮} সহিহ বুখারি : ৫১৪৭।

নেই। নিশ্চয়ই তা গোনাহের কাজ, যথাসন্ত্ব মোহরানা নগদ আদায় করাটাই উক্তম, যা একজন বরের অনেক বড় কর্তব্য। মোহরানার টাকা বিয়ের আগে থেকে জরা না করলে কনেপক্ষের নিকট নিচু হওয়া লাগে।

(৬) বাসর রাতে স্ত্রীর কপালের উপরের চুল হাতে নিয়ে এই দুআ পড়া—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأْلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।^{৮২}

(৭) স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করবে, তারপর যখনই সহবাসের ইচ্ছা হয়, তখন প্রথমে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নিবে—

بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا.

আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দান করেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।^{৮৩}

(উপরোক্ত দুআ না পড়লে শয়তানের তাছিরে বাচ্চার উপর কু-প্রভাব পড়ে। অতঃপর সন্তান বড় হলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে থাকে এবং বাচ্চা নাফরমান ও অবাধ্য হয়। সুতরাং পিতা-মাতাকে খুবই সতর্ক থাকা জরুরী।)

(৮) বাসর রাতের পর স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঞ্জী এবং গরীব মিসকিনদের তাউফিক অনুযায়ী ওলিমা খাওয়ানোর আয়োজন করা সুন্মাত। ওলিমার খাওয়ানো বরের দ্বায়িত্ব।^{৮৪}

^{৮২} সুনানু আবু দাউদ : ২১০৬।

^{৮৩} সুনানু আবু দাউদ : ২১০৬।

^{৮৪} সহিহ বুখারি : ৬৩৮৮; সহিহ মুসলিম : ১৪৩৪।

^{৮৫} সহিহ মুসলিম : ১৪২৭।

বর্তমানে কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা ব্যতিত কাউকে ওলিমা খাওয়াতে দেখা যায়না। সবাই কনের বাড়ির জুলুমীখানার পাগল, খানার আইটেমে কমতি হলে তো কথাই নেই, সারা বছর স্তীকে মাথা নিচু করে থাকতে হয়, যা ইসলামে একটি ঘৃণিত কাজ।

ইদানিং কেউ কেউ বিয়ের আগের রাত বরের বাড়িতে মেহেদী অনুষ্ঠান বা ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন, যা একটি বিদআত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরামগণ বিয়েপূর্ব রাতে এসব কোনো অনুষ্ঠান করেননি। পুরুষের জন্য মেহেদী লাগানো হারাম। হ্যাঁ, বরের বাড়িতে বৌ এনে বাসর রাতের পরদিন ওলিমা অনুষ্ঠান করাটাই হচ্ছে সুন্মাহ এবং এদিনে বর-কনেকে আনন্দ দেয়ার জন্য ইসলামি গজল অনুষ্ঠানও করা জায়েজ।

(৯) কোনো পক্ষ যেওয়ের শর্ত করা নিষেধ এবং ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম।^{৫০} কনের ইয়ন-এর জন্য সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নাই।

সুতরাং ছেলের পক্ষের লোক ইয়ন শুনতে যাওয়া অনর্থক এবং বেপর্দা। সুতরাং তা নিষেধ। মেয়ের কোন মাহরাম বিবাহের উকিল হয়ে অনুমতি নিবে।^{৫১}

শর্তাবোপ করে বর যাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়িতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘণ্য কুপ্রথা, যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা আবশ্যিক।

কনে পক্ষ হতে জোরপূর্বক রাজকীয় খানা আদায় করে খাওয়াটা হারাম।^{৫২}

ওলিমায় অতিরিক্ত ব্যয় করা কিংবা খুব উঁচুমানের খানার ব্যবস্থা করা জরুরী নয়। বরং সামর্থান্যায়ি খরচ করাই সুন্মত আদায়ের জন্য যথেষ্ট। যে ওলিমায় শুধু ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়া হয়, দীনদার ও গরীব-মিসকিনদের দাওয়াত দেওয়া হয়না, সে ওলিমাকে হাদিসে নিকৃষ্টতম ওলিমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ওলিমা আয়োজন থেকে বিরত থাকা উচিত।^{৫৩}

আপ্নাহ আমাদের সবাইকে সুন্মাহ মোতাবেক বিবাহ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।^{৫৪}

^{৫০} আহসানুল ফতোয়া : ৫/১৩।

^{৫১} সহিহ মুসলিম : ১৪২১।

^{৫২} মুসলাদে আহমাদ : ২০৭২২।

^{৫৩} সুন্নু আবু দাউদ : ৩৭৫৪।

^{৫৪} লিখেছেন : ছাঁদ কোদালাভী।

হালাল সম্পর্ক (বিয়ে), হালাল রিজিক ও নেক স্ত্রী সন্তান লাভের দোয়া

উত্তম ও প্রয়োজনীয় দোয়াগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১) শীঘ্ৰই হালাল রিজিক লাভ ও বিবাহ হওয়ার জন্য দোয়া

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

হে আমার রব! নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নায়িল করবেন,
আমি তার মুখাপেক্ষী।^{১০}

২) পবিত্র রিজিক প্রার্থনার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبِّلًا.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং
কৃত্যাগ্য আমল প্রার্থনা করি।^{১১}

এটি ফজর নামায়ের সালাম ফিরানোর পর পড়বে।

৩) চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তানাদি লাভ আৰ মুত্তাকীদেৱ নেতা হতে প্রার্থনা

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرَيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ
إِمَامًا.

হে আমাদেৱ রব! আপনি আমাদেৱকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কৱন,
যারা আমাদেৱ চক্ষু শীতল কৱবে। আৰ আপনি আমাদেৱকে মুত্তাকীদেৱ
নেতা বানিয়ে দিন।^{১২}

^{১০} সুরা কাসাস : ২৪।

^{১১} সুনান ইবনু মাজাহ : ৯২৫। ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ১০২।
মাজাহাউয় যাওয়াইদ : ১০/১১১।

^{১২} সুরা ফুরকান : ৭৪।

رَبَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন।
নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।^{১৩}

৫) শুকরিয়া জ্ঞাপন, কবুল আমল এবং সুসন্তান প্রার্থনা

رَبَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ.

হে আমার রব! আমাকে সামর্থ দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-
পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি
শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা
তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে
সংশোধন করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং
নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।^{১৪}

^{১৩} সুরা আলে ইমরান : ৩৮।

^{১৪} সুরা আল আহকাফ : ১৫।

স্বামী-স্ত্রীর ঘাঁথে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ আর প্রেমিক-প্রেমিকার ঘাঁথে ভালোবাসা সৃষ্টি করে শয়তান

শয়তান মানুষের মনে মিথ্যা আশা-বাসনা সৃষ্টি করে

يَعْدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا

শয়তান প্রতিশ্রূতি দেয় এবং মানুষের মনে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে।
আসলে শয়তান তাদের যে ওয়াদা দেয়, তা প্রতারণা ছাড়া আর
কিছুইনা।^{১৪}

শয়তান নারী ও পুরুষকে কাছে এনে তাদের ঘাঁথে যোগাযোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি
করে দেয়। যার ফলে তারা অবৈধভাবে একজন আরেকজনকে কামনা করতে
থাকে আর মনে করে, তাকে পেলেই সে সুখী হতে পারবে। এইভাবে পুরুষদেরকে
নারীদের দিয়ে এবং নারীদেরকে পুরুষদের দিয়ে শয়তান আদম সন্তানদের ধোঁকা
দিয়ে পাপাচারে লিপ্ত করে।

শয়তান মানুষের মন্দ কাজকে তাদের কাছে শোভনীয় ও মোহনীয় করে তোলে

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং
তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।^{১৫}

অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত নারী পুরুষের কামনা (অন্তরের যিনা), হারাম দৃষ্টিপাত
(চোখের যিনা), স্পর্শ করা (হাতের যিনা), অশ্লীল কথা বলা (কথার যিনা),
বিভিন্ন প্রকার নোংরামি ও অশ্লীলতা, এমনকি সর্বশেষ যিনা-ব্যভিচার, পরকিয়াতে
লিপ্ত করে। এতো জঘণ্য কাজে লিপ্ত থেকেও তারা এগুলোতে জড়িত থাকে,
কারণ শয়তান এই পাপগুলোকে তাদের কাছে এতো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে
যে, তারা এগুলোর মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা।

শয়তান মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কর্মে প্রলুক্ত করে

^{১৪} সুরা নিসা : ১২০।

^{১৫} সুরা আনকাবুত : ৩৮।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوتِ
الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তানতো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।^{১৭}

শয়তান সবার প্রথম আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নিষেধের কাজে কুমন্তনা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করে দিয়েছিল। এজন্য আজ পর্যন্ত শয়তানের এক নাম্বার চাল হচ্ছে অশ্লীলতা ও নগতা। ইসলাম এজন্য নারীদেরকে সম্পূর্ণ কভার করতে আদেশ করেছে, যাতে করে পুরুষদের জন্য কোনো প্রকার ফিতনা না থাকে।

যারা হিদায়াতের পথ দেখতে পেয়েও তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَذْبِرِهِمْ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ

যাদের কাছে সঠিক পথ সুম্পষ্ট হওয়ার পর তারা পিছনে ফিরে যায়, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায়, আর তাদেরকে দেয় মিথ্যা আশা।^{১৮}

প্রেম-ভালোবাসায় লিপ্ত থেকে বহু ছেলে সময়, পড়াশোনা ও জীবন নষ্ট করে, বহু মেয়ে প্রেমিকের মন রক্ষা করতে গিয়ে সতীত্ব নষ্ট করে গর্ভবতী হয়, এভরোশন করে সন্তান, নিজের স্বাস্থ্য ও জীবন নষ্ট করে। বছরের পর বছর অনিশ্চিত ঝুলে থাকে এই আশায় যে, কবে বিয়ে হবে। দিনশেষে বিয়ে হয়না। এ সবই হচ্ছে আল্লাহর আদেশ (হেদায়েত) লঙ্ঘন করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দুনিয়াবী সামান্য প্রতিদান, আর পরকালের শাস্তি আরো কঠিন।^{১৯}

^{১৭} সুরা আন নুর : ২১।

^{১৮} সুরা মুহাম্মদ : ২৫।

^{১৯} লিখেছেন : Najnin Akter Happy

যেসকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ!

মাহুরাম

রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা নয়টি। যথা—
মা, বোন, মেয়ে, দাদি, নানি, খালা, ফুফু, ভাতিজী, ভান্নী।

দুষ্কপানের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা

কোনো ছেলেসন্তান জন্মের প্রথম দু'বছরের মধ্যে আপন মা ছাড়া রক্তসম্পর্কের বাইরে যদি কোন মহিলার স্তন্যদুষ্ফ পান করে থাকে, তবে তাকে ঐ সন্তানের দুধমাতা বলা হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে আপন মায়ের মত ঐ মহিলার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তাই একজন পুরুষের জন্য তার দুধমাতার সঙ্গে এবং দুধমাতার বোন ও মেয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ।

বিবাহের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা

১. সৎ-মা, সৎ-দাদি, সৎ-নানি।
২. কোনো না কোনো সময় সহবাস করেছে এমন স্ত্রীর কন্যা।
৩. শাশুড়ি, নানি-শাশুড়ি, দাদি-শাশুড়ি।
৪. ছেলের বউ, নাতির বউ।
৫. স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার বোন, খালা, ফুফু, স্ত্রীর ভাইয়ের অথবা বোনের কন্যা।

ধর্মের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা

একজন মুসলিম পুরুষ কোনো মুশরিক (মৃত্তিপূজারী) বা কাফির (অবিশ্বাসী) নারীকে বিয়ে করতে পারবে না, শুধুমাত্র কোনো মুসলিম নারী এবং পাশাপাশি কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান নারীকেও বিয়ে করতে পারবে। অপরদিকে একজন মুসলিম নারী শুধুমাত্র একজন মুসলিম পুরুষকেই বিয়ে করতে পারবে, কোনো ইহুদি-খ্রিস্টান পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না।

যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ

পুরুষের জন্য

১. মা।
২. সৎমা।

৩. বোন।

৪. সৎবেনা।

৫. দাদি, বড়দাদি এবং তাদের মাতৃসম্পর্কের পূর্বসূরী নারীগণ।

৬. নানি, বড়নানী এবং তাদের মাতৃসম্পর্কের পূর্বসূরীগণ।

৭. কন্যা সন্তান।

৮. নাতনী।

৯. নাতনীর কন্যাসন্তান এবং জন্মসূত্রে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের নারীগণ (যেমন :
নাতনীর কন্যার কন্যা ও তার কন্যা ইত্যাদি।)

১০. ফুফু।

১১. খালা।

১২. সৎমেয়ে।

১৩. ভাইয়ের মেয়ে।

১৪. বোনের মেয়ে।

১৫. দুধমা।

১৬. দুধবোন।

১৭. দুধমায়ের বোন।

১৮. আপন পুত্রের স্ত্রী।

১৯. শাশুড়ি।

২০. সমলিঙ্গের সকল ব্যক্তি অর্থাৎ সকল পুরুষ এবং জৈবিকভাবে নারী ব্যক্তিত
অন্য যেকোন লিঙ্গের ব্যক্তি।

২১. মৃত্তিপূজারী বা মুশারিক বা বহুশ্রবণবাদে বিশ্বাসী নারী (নারীদের জন্য সকল
অমুসলিম পুরুষ।)

২২. আপন দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা, (নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের
পর অথবা তাঁর মৃত্যুর পর অপর বোনকে বিয়ে করতে পারবে। ইসলামে নারীদের
জন্য বহুবিবাহ অর্থাৎ একই সময়ে একের অধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বদ্ধনে
আবদ্ধ থাকার অনুমতি না থাকায় বিপরীতভাবে নারীদের জন্য এই নিয়মটি
প্রযোজ্য হবে না। আর এটা অযোক্ষিকও বটে।

নারীর জন্যেও লিঙ্গীয় বিবেচনায় বিপরীতভাবে উপরিউক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।^{১০০}

^{১০০} ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহীত।

বিয়ের প্রস্তাব : করণীয় ও বর্জনীয়

শরীয়তে বিবাহ বলতে কী বুঝায়

নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ ইসলামি পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরম্পর চুক্তিবন্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর সঙ্গে ইসলামের আলোকে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত।

বিবাহের তাৎপর্য

বিবাহ একটি বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে করা নবি-রাসূলদের (আলাইহুমস সালাম) সুন্নত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذَرِيَّةً.

আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।¹⁰¹

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বৃদ্ধি করতে বলেছেন,

وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلِيَسْ مِنِّي.

আমি নারীকে বিবাহ করি (তাই বিবাহ আমার সুন্নত।) অতএব, যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভূক্ত নয়।¹⁰²

এজন্যই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্রহে বিবাহ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ, এর মধ্য দিয়ে অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়।

¹⁰¹ সুরা রাদ : ৩৮।

¹⁰² সাহিহ বুখারি।

কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন—যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁচতে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ রাখে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফায়ত করে। আর যে এর সামর্থ রাখে না, তার কর্তব্য রোয়া রাখ।। কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।¹⁰³

কেমন পাত্র বা পাত্রী উত্তম?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
”تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ [ص:8] لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتْ يَدَكَ.”

চারটি জিনিসের ভিত্তিতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। তার সম্পদের জন্যে। বংশ মর্যাদার জন্যে। কাপের জন্যে ও দ্বীনদারীর জন্যে। অতএব তোমরা দ্বীনদার নারী বিয়ে করো। তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে।¹⁰⁴

হাদিসের মর্মার্থ হলো—বিয়ে করার সময় সাধারণত কোনো মেয়ের এ চারটি জিনিসই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ সম্পদের আশায় বিয়ে করে। আবার কেউ স্ত্রীর বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে বিয়ে করে। কেউ আবার বিয়ে করার সময় মেয়েদের দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় তার দ্বীনদারী ও তাকওয়াকেই অগ্রাধিকার দানের জন্যে উপদেশ দিয়েছেন। যদি দ্বীনদারীর সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান থাকে, তবে তো খুবই ভাল। পাত্রীর দ্বিনী বৈশিষ্ট্যের প্রতি

¹⁰³ সহিহ বুখারি : ৫০৬৬। সহিহ মুসলিম : ৩৪৬৪।

¹⁰⁴ সহিহ বুখারি।

লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র রূপ-লাভণ্য ও ধন-সম্পদের কারণে বিয়ে মুসলমানের জন্য সম্ভব নয়। পাত্র নির্বাচনেও একই নিয়ম।

বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম

কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তার জন্য সমীচীন হলো ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে পেতে চেষ্টা করা। এর জন্য রয়েছে কিছু মুস্তাহাব ও ওয়াজিব কাজ, যা উভয়পক্ষের আমলে নেওয়া উচিত:

১. শরীয়তে বিয়ের প্রস্তাব বলতে কী বুঝায়

এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ে করতে চাওয়া, যার কাছ থেকে এমন প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে। এটা বিবাহপর্ব সূচনাকারীদের প্রাথমিক চুক্তি। এটা বিবাহের ওয়াদা এবং বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ।

২. ইস্তিখারা করা

মুসলিম নর-নারীর জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই যখন তারা বিবাহের সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের জন্য কর্তব্য হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যখন তোমাদের কেউ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়, সে যেন দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে, অতঃপর বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَاتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ ، وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ عَاجِلٌ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدِرْهُ لِي وَرَيْسِرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي

دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَأَجِلِهِ -
فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي .

হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে সামর্থ দিন। পক্ষান্তরে এই কাজটি আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতৃষ্ঠ রাখুন।^{১০৫}

৩. পরামর্শ করা

বিবাহ করতে চাইলে আরেকটি করণীয় হলো—বিয়ে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে ভালো জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অন্য কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখিনি।^{১০৬}

হাসান বসরি রাহিমাল্লাহু বলেন,

মানুষের মধ্যে তিনি ধরনের ব্যক্তিত্ব রয়েছে—কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি

^{১০৫} সহিহ বুখারি : ১১৬৬; সুনানু আবু দাউদ : ১৫৪০।

^{১০৬} সুনানু তিরমিয়ি : ১৭১৪; সুনানু বাইহাকি : ১৯২৮০।

একেবারে ব্যক্তিগতীন। পূর্ণ ব্যক্তিগতসম্পদ ব্যক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন। অর্ধেক ব্যক্তিগতসম্পদ সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন না। আর ব্যক্তিগতীন ব্যক্তি তিনিই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আবার কারো সঙ্গে পরামর্শও করেন না।¹⁰⁷

এদিকে পরামর্শদাতার কর্তব্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি যেমন তার জানা কোনো দোষ লুকাবেন না, তেমনি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তির কোনো দোষের কথা বানিয়েও বলবেন না। আর অবশ্যই এ পরামর্শের কথা কাউকে বলবেন না।

৪. পাত্রী দেখা

জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, অতঃপর তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিবাহ করতে) উদ্বৃদ্ধ করে, সে যেন তা দেখে নেয়।¹⁰⁸

অপর এক হাদিসে রয়েছে,

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে, সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজেস করলেন, ‘তুমি কি তাকে দেখেছো?’ সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কারণ, আনসারীদের চোখে (সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে।¹⁰⁹

ইমাম নববি রাহিমাল্লাহু বলেন—এ হাদিস থেকে জানা যায়, যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তাকে দেখে নেয়া মুস্তাহাব।¹¹⁰

¹⁰⁷ আল মুসতাতরিফ ফী কুল্লি মুসতায়রিফ : ১/১৬৬।

¹⁰⁸ সুনানু কুবরা : ১৩৮৬।

¹⁰⁹ সহিহ মুসলিম : ৩৫৫০।

¹¹⁰ ইমাম নববি, শারহ মুসলিম : ৯/১৭৯।

৫. ছবি বা ফটো বিনিময়

নারী-পুরুষ কারো জন্য কোনোভাবে কোনো ছবি বা ফটো বিনিময় বৈধ নয়। কারণ, প্রথমত: এ ছবি অন্যরাও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা দেখার অনুমতি নেই। দ্বিতীয়ত: ছবি কখনো পূর্ণ সত্য তুলে ধরে না। প্রায়শই এমন দেখা যায়, কাউকে ছবিতে দেখে বাস্তবে দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে ভিন্ন কেউ। তৃতীয়ত: কখনো এমন হতে পারে যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়া হয় বা প্রত্যাখ্যাত হয় অথচ ছবি সেখানে রয়েই যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে তাই করতে পারে।

৬. বিবাহের আগে প্রস্তাবদানকারীর সঙ্গে বাইরে বের হওয়া বা নির্জনে অবস্থান করা

বিয়ের আগে প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে নির্জন অবস্থান বা তার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা, এখনো সে বেগানা নারীই রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, আজ অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রস্তাবদানকারী পুরুষের সঙ্গে ঘরের বাইরে যায়! উপরন্তু তার সঙ্গে সফরও করে! ভাবখানা এমন যে ঘোয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে গেছে।

৭. বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ করা

প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে ফোন বা মোবাইলে এবং চিঠি ও মেইলের মাধ্যমে শুধু বিবাহের চুক্তি ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব ও আবেগবিবর্জিত ভাষায়, যা একজন বেগানা নারী-পুরুষের জন্য বৈধ ভাবা হয় না। আর বলাবাছল্য, বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের কেউ নন, যাবৎ না তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের পিতার সম্মতিতে হওয়া শ্রেয়।

৮. একজনের প্রস্তাবের ওপর অন্যজনের প্রস্তাব না দেয়া

যে নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন

প্রস্তাব না দেয়, যাবৎ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার
করে নেয়।^{১১}

হ্যাঁ, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না জানেন, তবে তা বৈধ।
এক্ষেত্রে ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না দিয়ে থাকেন, তবে দু'জনের মধ্যে যে
কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন।

৯. ইদতে থাকা নারীকে প্রস্তাব দেয়া

বায়ান তালাক বা স্বামীর মৃত্যুতে ইদত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়া
হারাম। ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায়
যে প্রস্তাব করবে কিংবা মনে গোপন করে রাখবে।^{১২}

তবে ‘রজস্ট’ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সুস্পষ্টভাবে তো দূরের কথা, আকার-ইঙ্গিতে
প্রস্তাব দেয়াও হারাম। তেমনি এ নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও
প্রস্তাবে সাড়া দেয়াও হারাম। কেননা এখনো সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে।

সুস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

অস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমার মতো মেয়েই খুঁজছি ইত্যাদি
বাক্য।

১০. এ্যাংগেজমেন্ট করা

ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিয়েতে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ
ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে, এর
মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্তি হয়ে গেল তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।
কেননা, মুসলিম সমাজ বা শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। আরও নিন্দনীয়
ব্যাপার হলো, এ আংটি প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে কনেকে পরিয়ে দেয়।
কারণ, এ পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হ্যানি।

^{১১} সহিহ বুখারি : ৫১৪৪; সুনানু নাসাই : ৩২৪১।

^{১২} সুরা বাকারা : ২৩৫।

কেননা, কেবল বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেই তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হবেন।^{১১৩}

১১. উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা উচিত নয়

উপযুক্ত পাত্র পেলে তার প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়।

আবু ইরায়ুরা রাদিয়াল্লাহু আলাই থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি এমন কেউ তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিবে। যদি তা না করো, তবে পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হবে।^{১১৪}

গ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আজ আমাদের ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ কোথায় আর আমরা কোথায়। ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি। আমরা কি অস্তীকার করতে পারি যে, এসব আদর্শ আজ আমাদের আমলের বাইরে চলে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে ইসলামের বিমল বৃঙ্গ ফিকে হয়ে এসেছে। সত্যিকথা বলতে গেলে আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি আর করণীয়গুলো ডুলে থাকি। আল্লাহ মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। বিবাহিত জীবনে সুখ নেই। দাম্পত্য জীবনের সুখ আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত সুখের পরশ পেতে হলে, সুখ পাখির ডানা ছুঁতে হলে আমাদেরকে ইসলামের কাছেই ফিরতে হবে। ইসলামের আদর্শকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। শুধু কনে দেখা আর বিয়ে-শাদীতেই নয়; জীবনের প্রতিটি কর্মে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুখে নয়, কাজে পরিণত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর যাবতীয় আদেশ এবং তাঁর রাসুলের সকল আদর্শ মেনে চলার তাওফিক দিন। আমিন।^{১১৫}

^{১১৩} ফতোয়া জামেয়া পিল-মারআতিল মুসলিম।

^{১১৪} সুনানু তিরিনিয়ি : ১০৮৪।

^{১১৫} উৎস : আলী হাসান তৈয়াবের প্রবন্ধ।

বেঁটে, খাটো বলে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়নি যে ঘোষেটি!

সোনালি দিনের একজন অচেনা সাহাবি। তার নাম ছিল জুলাইবিব রান্ডিয়াল্লাহু আনহু। জুলাইবিব নামের অর্থ ক্ষুদ্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত। আসলে তিনি ছিলেন বামন প্রকৃতির, এজনাই এই নামে ডাকা হতো। তাঁর আরো একটি নাম ছিল “দামিম” যার অর্থ কুশ্রী, বিকৃত, অথবা দেখতে বিরক্তিকর। তিনি যে সমাজে বাস করতেন সেখানে কেউ তার বংশ পরিচয় জানত না। এমনকি তিনি যে গোত্রের ছিলেন তাও সবার অজানা ছিল, আর তখনকার সময় এটা ছিল চরম অসম্মানের বিষয়। তিনি তার বিপদের সময় কারো কাছে সাহায্যও চাইতে পারত না, কারণ তখনকার সময় সাহায্য করা হতো মূলত গোত্রের মাধ্যমে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবৃত্যতের শুরুর দিকের আনসার ছিলেন তিনি। যার একমাত্র পরিচয়ই ছিল তিনি একজন আরব। সেই সমাজে প্রায় সবাই তাঁকে নিয়ে হাসি, তামাসা, ঠাট্টা করতো। এমনকি আসলাম গোত্রের আবু বারজাহ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে তার বাড়িতে প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কোনো মেয়ে তাঁকে বিয়ে করার কথা দূরের কথা তার কথা চিন্তাও করতে পারত না।

সুবহানাল্লাহ! কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মর্দাদা ছিল অনেক উপরে। রহমতের নবি তাঁর কথা চিন্তা করে একদিন এক সাহাবির কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই। সাহাবি খুশিতে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূল! এ তো খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার মেয়েকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।

সাহাবি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে খুবই হতাশ হয়ে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে আপনাকে জানাচ্ছি। সাহাবি তার স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলার পর তার স্ত্রীও তার মতো স্তুক হয়ে গেলেন শুরুতে। তারপর বললেন, জুলাইবিবের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে কখনোই না! আমরা তাঁকে জুলাইবিবের সাথে বিবাহ দেবো না! আল্লাহর শপথ, এ হতেই পারে না। আনসার সাহাবি তাঁর স্ত্রীর মতামত নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তাঁদের মেয়ে দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিলেন। সে বলল, তোমাদেরকে আমাকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিতে বলছে কে? উত্তরে তার মা বলল—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন সে দেখল তার মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন, সে বলল—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও, তিনি নিশ্চয় আমার জন্য ধংস ঢেকে আনবেন না।

আল্লাহু আকবার! ইসলামের সত্যিকার জ্ঞানের কারণে তাঁর হৃদয় ছিল ঝলমল, সে বুঝতে পেরেছিল, একজন মুসলিম হিসেবে তার কি করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ
لَهُمُ الْحُبْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
مُّبِينًا.

অতঃপর সে তার মা-বাবাকে কুরআনের এই আয়াটটা শুনালো—
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ
কিংবা মুমিনা নারীর সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেন।
কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই
পথভ্রষ্ট।^{১১৬}

সে আরও বলতে থাকে, আমি খুশি মনেই নিজেকে নিবেদন করবো, যাতে
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য ভালো মনে করেন।
আল্লাহর রাসূল মেয়েটির মতামত শুনে তার জন্য সহজ এবং সুন্দর জীবনের জন্য
দুআ করলেন। এর মাঝে জিহাদের ডাক এসে যায়। জুলাইবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু
ছুটে গেলেন জিহাদের ময়দানে। জিহাদ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম জুলাইবিবের খোঁজ নিতে বললেন। খুঁজে দেখা গেল সে একাই ৭জন
কাফিরকে হত্যা করে নিজে শহিদ হয়ে গেছেন। বর্ণনায় আছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে (এরচেয়ে বরকতময় হাত আর কার হতে
পারে?) তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন, অতঃপর তাঁর নিজের হাতে জুলাইবিবকে
সমহিত করেছিলেন।

সুবহানাল্লাহ! জুলাইবিবের স্তুর মর্যাদা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, অনেক বড় বড়
সাহাবিরা তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন।

এটাই ইসলাম। এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব। জুলাইবিবের মত নাম গোত্রহীন যুবক
ইসলামের কারণে পেয়েছিলেন অপার সম্মান। আর তার স্ত্রী পেয়েছিল রাসূলের
কথা মান্য করার জন্য দুর্লভ সম্মান। আজ দ্বিন্দার তকমা লাগিয়ে ছেলে-মেয়েরা
কতকিছু ঘিলিয়ে অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, আর দ্বিন্দারিতার সম্মানটা
অবহেলায় পাশে পড়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের বুবার তাওফিক দান করুন।
আমিন।

^{১১৬} সুরা আহ্যাব : ৩৬।

স্বামী স্ত্রী একে অপরের পোশাক

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক, আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পোশাক।^{১১৭}

যাকে আল্লাহ আমার পোশাক বলেছেন তার মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হলে আগে বুঝতে হবে সে কে? বিয়ের পর মেয়েরা সারাজীবন যাদের সাথে ছিল। যে পরিবারে ছিল। যে বাসায় ছিল। সব ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে, নতুন কতগুলো চেহারার মানুষের সাথে বাস করতে আসে, এই পরিস্থিতে আপনি স্বামীই যদি তার দিকে বন্ধুত্বের হাত না বাড়িয়ে দেন, তার মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন একবার!!

আপনি এতদিন যাদের সাথে ছিলেন, যে বাসায় ছিলেন, সবই আগের মতই আছে, উলটো বোনাস হিসেবে মেয়েটি তার চিরচেনা সব ছেড়ে আপনার ঘরে এসেছে—অবশ্যই এ অনুভূতি আপনার থাকা উচিত।

একটি সুন্দর সম্পর্ক চাইলে শুরু থেকে আপনাকেই মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে মূল ব্যাপারগুলো বলছি—

মহৱত তরবারির চেয়ে কার্য্যকর

এটা ভাল করে বুঝে নিন—যেটা আপনি আদেশ কিংবা জিদের মাধ্যমে আদায় করতে পারবেন না, সেটা একটু মহৱত দিয়ে, সুন্দর করে বললেই আদায় করতে পারবেন। ভালবাসা দ্বারা স্ত্রীর হৃদয় যদি জয় করতে না পারেন, তুমকি-ধর্মকি দিয়ে অসম্ভব।

প্রশংসা করুন

আমি তোশামোদ করার কথা বলছিন্নি। প্রশংসা করার কথা বলছি। দুটোর মাঝে বাহ্যিকভাবে পার্থক্য না থাকলেও আন্তরিকতার মাঝে পার্থক্য আছে। প্রশংসা বাণী

^{১১৭} সুরা বাকারা : ১৮৭।

সত্য, এটি নিস্ত হয় হৃদয় থেকে, আর তোশামোদ বাণী মিথ্যা, এটা আসে মুখ থেকে। সুতরাং, তার ভাল কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্যায়ন করুন প্রশংসা দ্বারা।

সমালোচনা করবেন না

সমালোচনা দ্বারা কখনই ভালো কিছু আশা করা যায়না। তাকে যদি কিছু বলতে চান, একান্ত গোপনে প্রাইভেটি মেইনটেইন করে বলুন। তার সাথে আলোচনা করুন আন্তরিকভাবে। ভুলেও আপনার পরিবারের সামনে তার দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবেন না। সমালোচনা না করে নসিহতমূলক কথা বলুন, যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং নিজেকে সংশোধন করে।

সেতুবন্ধন

আপনার পরিবারের সাথে আপনার স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার উপর। আপনাকে হতে হবে তাদের মধ্যকার সেতুবন্ধন। বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আসবে। কিন্তু আপনাকে হিকমতের সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। এমন যেন না হয়ে যায়—পরিবারকে খুশি করতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অন্যায় করে বসেন, আবার এমনও যেন না হয়—স্ত্রীর মহুবতে পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করেন। উভয় পক্ষকে যার যার জায়গায় রেখে, ইনসাফের সাথে, মহুবতের সাথে, হিকমতের সাথে মেইনটেইন করতে হবে।

ক্ষমাশীল হোন

দুজনকেই একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে। স্বামীকে চিন্তা করতে হবে—আমার স্ত্রী আমার জন্য জীবন-যৌবন সব কুরবান করছে, সবইকে ছেড়ে আমাকে আপন করে আমার দেখভাল করছে। ক্ষমা পাওয়া তার অধিকার। স্বামী যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ঘাবে বরকতময় সম্পর্ক করে দিবেন ইনশা আল্লাহ। বর্তমানে স্বামীরা স্ত্রীদের ছোট-খাট ভুলগুলো ক্ষমা করতে ইচ্ছুক নয়, এটা একদম অনুচিত।

আমার ভাইয়েরা! আমরা যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত চরিত্রমন্তিত হবার চেষ্টা না করি তাহলে আমাদের দীনদারিত্ব দিয়ে কি হবে! আল্লাহর রাসূলের আচরণ কেমন ছিল স্ত্রীদের সাথে, তা জেনে নিজ জীবনে প্রতিফলন করতে হবে।

যে বিয়ের মোহর কুরআন শিখানো

প্রশ্ন: বিয়েতে অর্থ-সম্পদ দ্বারা মোহর দেয়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা না দিয়ে কেবল কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে গণ্য করা যাবে কি? অথবা আর্থিক মোহর দেয়ার পাশাপাশি কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে ধরা জায়েজ আছে কি?

উত্তর: মোহর স্ত্রীর অধিকার বা পাওনা। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।^{১১৮}

কী জিনিস দ্বারা মোহর দিতে হবে?

এ ব্যাপারে ফকিহগণ বলেছেন—মোহর হওয়ার জন্য শর্ত হল:

১। সেটি হয় এমন জিনিস হতে হবে যার অর্থমূল্য রয়েছে। যেমন, টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

২। অথবা এমন কোনো কাজ বা সেবা হতে হবে, যার বিনিময় মূল্য রয়েছে। যেমন কুরআন শিখানো। বিয়ের পূর্বে এ মর্মে চুক্তি হবে যে, মোহর হিসেবে স্বামী তার স্ত্রীকে কুরআন শিখাবে। অথবা এ মর্মে চুক্তি হবে যে, সে তাকে পড়ালেখা শেখাবে অথবা স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো কর্ম সম্পাদন করবে।

বিয়ের সময় যদি এ ধরণের কাজ বা সেবা দানের শর্তে উভয়পক্ষ সন্মত হয় তাহলেও তা মোহর হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ এগুলোর বিনিময় মূল্য রয়েছে।

^{১১৮} সুরা নিসা : ৪।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ প্রার্থী
এক দরিদ্র সাহাবিকে বললেন,

إذْهَبْ فَالْتَّمِسْ وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ.

যাও, তালাশ কর, একটি লোহার আংটি হলেও।

লোকটি চলে গেল এবং খুঁজে দেখল। এরপর এসে বলল, আমি কিছুই
পেলাম না; এমনকি একটি লোহার আংটিও না। রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কুরআন জানা আছে? সে বলল,
অমুক অমুক সুরা আমার জানা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার নিকট যে পরিমাণ কুরআন আছে তার
বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।^{১১১}

উক্ত হাদিস থেকে ইমাম শাফেঈ রাহিমাত্ত্বাহ এবং ইমাম আহমদ রাহিমাত্ত্বাহ
(একটি বর্ণনা মোতাবেক) কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে গণ্য করেছেন।

বরং কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ আলেম
একমত।

কিন্তু যদি শুধু কুরআনের সুরা বা আয়াতকে মোহর ধরা হয় অর্থাৎ বর নিজে নিজে
কুরআন পড়বে অথবা কুরআন মুখস্থ করবে—এটাই মোহর। তবে এ বিষয়ে সঠিক
কথা হল, এটা মোহর হিসেবে গণ্য হবে না। বরং কুরআন তিলাওয়াত শিখানো বা
বিশেষ কোনো কাজ করে দেয়ার শর্ত থাকলে তা মোহর হিসেবে পরিগণিত হতে
পারে।

অর্থ-সম্পদ থাকার পরও শুধু কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে গণ্য করা বৈধ
নয়:

অর্থ-সম্পদ থাকার পরও শুধু কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে গণ্য করা বৈধ
হবে না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লোহার আংটি
হলেও খোঁজার কথা বলেছেন।

^{১১১} সহিহ বুখারি : ৫৫৩৩।

সুতরাং আর্থিক মোহর দেয়ার সামর্থ থাকলে তাই প্রদান করতে হবে। অর্থ-সম্পদ না থাকলে তখন তার জন্য উক্ত বিকল্প পথ। কিন্তু অর্থ-সম্পদ একেবারে না দিয়ে শুধু কুরআন শিখানোকে মোহর হিসেবে ধার্য করা বৈধ হবে না।

তবে যদি আর্থিক মোহরের পাশাপাশি এটাও বলা হয় যে, স্বামী স্ত্রীকে কুরআন শেখাবে অর্থাৎ আর্থিক মোহর তো থাকলেই, পাশাপাশি কুরআনও শিখাতে হলো, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

এটাও মোহর হিসেবে পরিগণিত হবে ইনশা আল্লাহ।^{১২০}

^{১২০} উক্তর প্রদানে : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল; জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার,
সৌদি আরব।

অষ্টম অধ্যায় : সুখী সংসার গড়ার চাবিকাঠি

নারী তুমি সুন্দর—নিজ ঘরে নিজ আলোয়!

যে নারী নিজ ঘরে সুন্দর সেই নারীকে পণ্য বানিয়ে বাহিরে এনে পুত্রের মতো
ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন—

- কাস্টমার কেয়ারে তথা হেল্পলাইনে কল করলে নারী! কল আসলেও
নারী।
- দুঃখিত এই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না—সেখানেও নারী!
- আপনি যে নান্দারে কল করেছেন তা এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছে—সেখানেও
নারী।
- আপনি যে নান্দারে কল করেছেন তা ওয়েটিংয়ে আছে—সেখানেও
নারী।
- আচমকা চার ডিজিটের নান্দার থেকে ফোন; “হাঁ! আমি ভুলেখা
বলছি; আমার সাথে দেখা করতে চাও..আড়া দিতে চাও?”—এখানেও
নারী।
- স্পেশাল নান্দার থেকে কল—আর-বীবা ব্যাংক থেকে বলছি স্যার!
আমরা প্রাইভেট কারের জন্য লোন দিচ্ছি স্পেশাল রেটে—সেখানও
ভেসে এল নারী!
- টিভি নিউজ ব্রডকাস্টিং—সেখানেও মাইন্ডকাস্টিং নারী।
- রেডিওতে জ্যামের আপডেট নিবেন সেখানেও অপ্রত্যাশিতভাবে নারী।
- আকাশের দিকে তাকাবেন? বিলবোর্ডে, রিকশার বেয়ারিংয়ের এ্যাডেও
নারী।
- সামনের দিকে তাকাবেন—ওয়ালে, দেয়ালে বিমৃত নারী।
- ডানে, বামে, সামনে, পিছনে, উপরে, নিচে সব জায়গায় শুধু নারীদের
অশালীন ছবি পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- নিচের দিকে তাকাবেন, রাস্তায় পড়ে থাকা পুরাতন পেপারের জরাজীর্ণ
মোড়কেও নারী।
- এক টাকার সানসিঙ্ক শেম্পুতেও নারীর ছবি। নারী হয়ে গেছে পণ্য। সে
নিজে হয় নাই ধন্য।

- গাড়ী কিনতে যাবেন? নারী মডেল দাঁড়িয়ে থাকবে? গাড়ী কিনবেন না
নারী মডেলকে কিনবেন?
- মার্কেটে যাবেন, সেলস গার্ল নারী! সুন্দর করে কথা বলবে আপনার
সাথে।
- মোবাইল ফোন কিনবেন? রাস্তার পাশের মার্কেটগুলোর
আউটলেটগুলোতেও সেলস-টীমে নারী।
- সীম রিপ্লেস করতে গেছেন? কোনদিক থেকে হঠ্যাং ভেসে এলো নারী
কষ্ট “সামালিকুম! কিভাবে সাহায্য করতে পারি স্যার?”
- একটু আকাশে উড়বেন? সেখানেও বিমান বালা নারী—মুছিবতের শেষ
নাই।
- ইন্টারভিউ দিতে গেছেন জাতিক বা বহুজাতিক কোম্পানীতে?
ফ্রন্টডেক্সেও সেই একই হাল!
- অনলাইনে পেপার পড়বেন? নানা রকম চটকদার খবরে নারী।

ওহ ভাই! আর কি বাদ গেল কিছু?

এই অবস্থার পরও কিভাবে রোধ করতে পারি ‘ধর্ষণ’ আর ‘নির্ধাতন’। কিভাবে
আশা করি এগুলো কমবে? যখন নারীরা আবেদনময়ী হয়ে ভ্রান্তের সন্তা
বিজ্ঞাপনের পণ্য হয়ে থাকে।

রাতভর মুরগীর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলছি ‘শিয়াল সাবধান’; রসগোল্লার
হাড়ির মুখ খুলে দিয়ে বলছি ‘মাছি বসো না’; যিনার দরজা খোলা রেখেই বলছি,
এখানে এসো না।

দুর্বোধ্য ফিজিঙ্গের তড়িৎ চৌম্বকীয় অধ্যায়ে একটা সহজ সাবলীল সূত্র ছিল—
‘সমধর্মী চার্জ পরম্পরকে বিকর্ষিত করে আর বিপরীতধর্মী চার্জ পরম্পরকে আকর্ষণ
করে;’ আমার মত এভারেজ স্টুডেন্ট এইটা বুঝি আর যারা আইন-বানায়, আইন-
টাংগায় তারাই কেনো জানি বুঝো না।

আরে! বন্যেরা বনে সুন্দর; নারীরা ঘরে সুন্দরী,

বাহিরে গেলে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা যেরকম থাকে সেভাবে থাকবে।!

মানবরচিত ফিজিক্স-কেগিষ্ট্রি আৰ বাংলা ব্যকৰণ বাদ দিলাম; এই আসমান ও
জমিনের মালিক তিনি কি বলছেন শুনুন—

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبَدِّيْنَ
رِيَنَتِهِنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُبُوبِهِنَ وَلَا
يُبَدِّيْنَ رِيَنَتِهِنَ إِلَّا لِبُعْولَتِهِنَ أَوْ ءَابَائِهِنَ أَوْ ءَابَاءِ بُعْولَتِهِنَ أَوْ
أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَنِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَنِهِنَ أَوْ بَنِي
أَخْوَتِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنَهِنَ أَوِ التَّبِعَيْنَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبَنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ.

আৱ ঈমানদার নারীদেৱকে বলে দাও, তাদেৱ দৃষ্টি অবনমিত কৱতে
আৱ তাদেৱ লজ্জাস্থান সংৰক্ষণ কৱতে, আৱ তাদেৱ শোভা সৌন্দৰ্য
প্ৰকাশ না কৱতে, যা এমনিতেই প্ৰকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদেৱ ঘাড়
ও বুক যেন মাথাৱ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তাৱা যেন তাদেৱ স্বামী,
পিতা, শ্বশুৱ, পুত্ৰ, স্বামীৰ পুত্ৰ, ভাই, ভাইয়েৱ ছেলে, বোনেৱ ছেলে,
নিজেদেৱ মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুৱৰুষদেৱ মধ্যে যৌন
কামনামুক্ত পুৱৰুষ আৱ নারীদেৱ গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অঙ্গ বালক ছাড়া
অন্যেৱ কাছে নিজেদেৱ শোভা সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ না কৱো। আৱ তাৱা যেন
নিজেদেৱ গোপন শোভা সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ কৱাৱ জন্য সজোৱে পদচাৱণা
না কৱো। হে মুঘিনগণ! তোমৱা আল্লাহৰ নিকট তাৰিখ কৱ, যাতে
তোমৱা সফলকাৰ হতে পাৱা।^{১১}

আয়াতটা যেমন বড়, এৱ তাৎপৰ্য আৱো বড়; অথচ আমৱা এ হৰুমকে এড়িয়ে
চলতেছি, সফলতা আসবে কিভাবে?

^{১১} সুরা নুর : ৩১।

আচ্ছা! কেউ কেউ তো এদের অভিভাবক, বাবা-মা! এদের ভূমিকাই বা কী? লেলিয়ে দিচ্ছে নিজ সন্তানদের আগুনের মুখে; নিজেরাও ডুবছে, তাদেরকেও ডুবাচ্ছে। দুনিয়ায় লাধুনা; আর পরকালে কঠিন শাস্তি। এই রকম পিতা-মাতা ও অভিভাবককে ইসলামে দাইয়্যুস বলা হয়। আল্লাহ দাইয়্যুসদের উপর জানাত হারাম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُولِهُ مَا تَوَلَّٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

আর যে রাসুলের বিকল্পাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার
পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে
ফেরাবো যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহানামে। আর
আবাস হিসেবে তা (জাহানাম) খুবই মন্দ! ^{১২২}

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ تَبَرَّجْ الْجَهِيلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত
সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। ^{১২৩ ১২৪}

^{১২২} সূরা নিসা : ১১৫।

^{১২৩} সূরা আহ্যাব : ৩৩।

^{১২৪} লিখেছেন : Umme Habiba

স্বামীর ভালবাসা ও প্রীতি অর্জন করার জন্য মুসলিম নারীদেরকে কিছু ঘূল্যবান উপদেশ

- (১) বিভিন্ন উপলক্ষে স্বামীর হাতে, কপালে চুম্বন করা।
- (২) স্বামী বাইরে থেকে এলে সাথে সাথে স্বাগতম জানানোর জন্য দরজায় এগিয়ে আসা। তার হাতে কোনো বস্তু থাকলে তা নিজের হাতে নেয়ার চেষ্টা করা।
- (৩) সময় ও মেজাজ বুঝো স্বামীর সামনে প্রেম-ভালবাসা নিশ্চিত বাক্যালাপ করা। তার সামনে তার প্রশংসা করা। সম্মান ও শ্রদ্ধামূলক আচরণ করা।
- (৪) স্বামীর পোশাক-আশাকের পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। (পরিচ্ছন্ন পুরুষ মানেই তার স্ত্রী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন)। রান্নার ফেত্রে স্বামী বা পছন্দ করেন তা নিজ হাতে প্রস্তুত করতে সচেষ্ট থাকা।
- (৫) সর্বদা স্বামীর সামনে হাসি মুখে থাকা।
- (৬) স্বামীর জন্য নিজেকে সুসজ্জিত রাখা। শরীরে দুর্গন্ধি থাকলে বা রান্না ঘরের পোষাকে তার সম্মুখে না যাওয়া। মাসিক ঋতুর সময়ও সুসজ্জিত অবস্থায় থাকা।
- (৭) স্বামীর সামনে কখনই নিজের কঠকে উঁচু না করা। নারীর সৌন্দর্য তার নশ্র কঠে।
- (৮) সন্তানদের সামনে স্বামীর প্রশংসা ও গুণগান করা।
- (৯) নিজের এবং স্বামীর পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের সামনে আল্লাহর কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে স্বামীর প্রশংসা করা ও তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা। কখনই তার বিরঞ্জকে তাদের নিকট অভিযোগ না করা।
- (১০) সুযোগ বুঝো স্বামীকে নিজ হাতে লোকমা তুলে খাওয়ানো।
- (১১) কখনো স্বামীর আভ্যন্তরীন গোপন বিষয় অনুসন্ধান না করা।

কেননা পবিত্র কুরআনের ৪৯নং সুরা হজুরাতের ১২নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—“তোমরা কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।”

আর রাসুল সাল্লাহু আলাইত্তি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কারো প্রতি কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা হলো বড় মিথ্যা।

(১২) স্বামী কখনো রাগাবিত হলে চূপ থাকার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে তার রাগ থামানোর চেষ্টা করা। যদি সে রেগে থাকে, তবে অন্য সময় তার মেজাজ বুঝে সমরোতার ব্যবস্থা করা।

(১৩) স্বামীর মাতাকে নিজের পক্ষ থেকে (সাধ্যানুযায়ী) কিছু উপহার প্রদান করা।

(১৪) সম্পদশালী হয়ে থাকলে স্বামীর অভাব অনটনের সময় তাকে সহযোগিতা করা।

(১৫) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কখনই নিজ গৃহ থেকে বের না হওয়া ও কাউকে কিছু না দেয়া।

(১৬) স্বামীর নির্দেশ পালন, তার এবং তার সংসারের খেদমত প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকল মুসলিম শেয়েদেরকে মূল্যবান এই নসিহতগুলো মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হে বোন! শিক্ষা যেন তোমাকে বোকা না বালায়!

[নিচের কথাগুলো সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ অনেক বোনের ভাগ্যের কারণে বিয়ে নাও হতে পারে। আবার অনেকে সঠিক দ্বিনদার পাত্রের খুঁজে বিয়েতে সময় নিতে পারেন। সঠিক কারণ আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এই লেখাগুলো দ্বিনি বোনদের/তাদের ভাইদের ও অভিভাবকদের শুধুমাত্র সতর্ক করার জন্য দেয়। কেউ কষ্ট পেলে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।]

উঠতি বয়সে প্রায় সব মেয়েদেরই প্রচন্ড বিয়ের মোহ থাকে। সারাক্ষণ দু'চোখ দিয়ে চারপাশে শুধু সুন্দর ছেলে খুঁজে বেড়ায়। এ বয়সে মেয়েরা প্রেমে পড়লেই বিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। এমনকি পালিয়ে বিয়ে করতেও এক পায়ে প্রস্তুত থাকে তারা।

কিন্তু যদি না কারো সাথে দীর্ঘ ও গভীর কোন এফেয়ার থাকে, বয়স বাড়লে, শিক্ষিত হলে, বিয়ের প্রতি তাদের অধিকাংশেরই একটা অনীহা জন্ম নেয়। বাবা মা তাদের জন্য বিয়ের সমন্বয় আনলে তারা প্রতিবাদে নাকের জল চোখের জল এক করে ছাড়ে। জগতটাকে দেখবার, বয়সটাকে উপভোগ করবার, অভিজ্ঞতাটাকে সমন্বয় করবার, পড়ালেখা করে ক্যারিয়ার গড়বার এক দুরস্ত জেদ চেপে বসে তাদের মনে। সে সময়ে অনেক ছেলেকে ভালো লাগলেও পছন্দ করবার মতো যোগ্য ছেলেটিকে তারা তখন আর খুঁজে পায় না কিংবা খোঁজার গরজও বোধ করেন না।

ইউনিভার্সিটি পাশ করতে করতে বয়স পঁচিশ ছাবিশ পার হয়। বিসিএস কিংবা অন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি যোগ্যতার প্রমাণ দেয়ার প্রচন্ড নেশা চাপে তাদের। সে পরীক্ষায় অনেকে সাফল্যও পায়। তারপর চলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার, স্বাবলম্বী হওয়ার সংগ্রাম, নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার সংগ্রাম।

কিন্তু ততদিনে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জল গড়িয়ে যায় অনেক। মেঘে মেঘে হয়ে যায় অনেক বেলা। খরচ হয়ে যায় আয়ুর সোনালী যৌবন অধ্যায়।

বিয়ের বাজারে নিজের চাইতে যোগ্য ছেলে খুঁজে পাওয়া তখন দুঃক্ষর হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য। প্রচন্ড মেধাবী যে মেয়েটি অনার্স মাস্টার্স পাশ করে এমফিলও শেষ করে ফেলে, কিংবা হয়ে যায় বিসিএস ক্যাডার, বিয়ের বাজারে তারচে' অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্রের খোঁজ করতে গিয়ে এক বিশাল ধাক্কা খায় সে, তিরিশ প্লাস

যোগ্য পাত্রগুলো তার ত্রিশ ফ্লাস বয়সটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পাত্রের স্বজনরা তাকে আধুনিক 'হেমস্টী'র মর্যাদা দিয়ে বসে।

একুশ বাইশ বয়সের যুবতীর বর্ণিল স্বপ্নগুলো ত্রিশ পেরিয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়ে। একদা তার উপচে পড়া চকচকে যৌবনের কোথাও কোথাও আড়ালে গোপন ঘরিচা পড়ে। তার বিশাল আর আলো ঝালমলে পৃথিবীতে রাত নামতে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক এই পৃথিবীতে একটা নিরাপদ আশ্রয় আর অবলম্বন ছাড়া যে সে ভীবন অসহায়— এতদিন পর এই নির্মম সত্য অনুধাবন করে সে কাঁপতে থাকে ভয়ে আর অনিশ্চয়তায়। স্বামী সন্তান নিয়ে একটা ছোট সংসারের জন্য সে সারা জীবনের কষ্টার্জিত সকল ডিগ্রী ও যোগ্যতা বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে পড়ে।

পাত্রী খোঁজার সময় আমি নিজে এ ধরনের দুর্ভাগ্য কিছু নারীর দেখা পেয়েছি।

হে আল্লাহ! সকল দ্বিনি বোনদের প্রত্যেককে আপনার প্রিয় একজনকে স্বামী
হিসাবে দান করুন। আমিন।^{১২৫ ১২৬}

^{১২২} এধরনের লেখাগুলো তাদের জন্য, যারা নিজ ইচ্ছার নিজের জীবন ধ্বংস করে। বিভিন্ন অজুহাতে বিলহে বিবাহ করে। পারফেক্ট খুঁজতে গিয়ে পরে এভারেজও খুঁজে পায় না তখন। অন্যথায় ঐ সকল দ্বিনী নারীদের কথা ভিন্ন, যারা সকল প্রচেষ্টা করার পরও জলদি বিয়ে করতে পারেন না।— সম্পাদক।

^{১২৩} লিখেছেন : Mohammad Khorsed

আমাদেরকে সর্বাবস্থায় স্বামী/স্ত্রী বা বন্ধু নির্ধারণের জ্ঞেয়ে চরিত্রিক পবিত্রতাকে প্রাধান্য দিতে হবে

আমরা যেন সচরিত্র লোক থেকে দূরে না সরে যাই এবং চরিত্রহীন লোকদের সঙ্গী
না বানাই।

চরিত্রবান জীবনসঙ্গী পেতে হলে কী করতে হবে? অবশ্যই নিজেকে চরিত্রবান হতে
হবে। না শুধু চরিত্রবান না, সচরিত্রবান হতে হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য, আর চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীনা
নারীদের জন্য, চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্য, আর চরিত্রবান পুরুষ
চরিত্রবতী নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে তা থেকে তারা পবিত্র। তাদের জন্য
আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।^{১২৫}

মনে রাখবেন, আজকে পথে-ঘাটে যার রূপ-লাভণ্য, বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ,
স্মার্টনেস দেখে বিমোহিত হচ্ছেন, সে কিন্তু আল্লাহর বিধানই ঠিকমত পালন করে
না। চরিত্রবান হলে আপনি তার রূপ-লাভণ্য দেখতে পারতেন? না পারতেন না।
সে নিজেকে লোকচক্ষু থেকে হেফাজত করত মহান রবের বিধান দ্বারা। তাহলে কি
এটা ভাল চরিত্র হতে পারে! না পারে না।

তাই তাদের পিছনে না ছুটে, সময় নষ্ট না করে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা
করুন। তিনিই সবকিছুর একমাত্র দাতা। চাওয়ার সাথে সাথে পেয়ে গেলে
আলহামদুলিল্লাহ। আর দেরী হলে তাওয়াকুল করুন। লা তাহ্যান, হতাশ হবেন
না।

মহান রবের কাছে নেককার স্তৰীর প্রার্থনা করুন। এর সাথে সাথে চক্ষুশীতলকারী
সন্তান-সন্ততিও চান তার কাছে। চাওয়ার মত চেয়ে দেখুন, ইনশাআল্লাহ তিনি
আপনার দুআ কবুল করবেন। হয় আজকে আর না হয় দুইদিন পর।

কিভাবে চাইতে হবে তা আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন পবিত্র
কুরআনে তার প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে।

^{১২৫} সুরা নূর : ২৪, ২৬।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرَيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ
إِمَامًا.

হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্তুতি ও সন্তানাদি দান করুন,
যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুক্তিকিদের
নেতা বানিয়ে দিন।^{১২৪}

পবিত্র কুরআনে আরো আছে,

رَبَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

অর্থাৎ, হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান
করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সুরা আলে ইমরান : ৩৮)

এবং আরো আছে,

رَبَّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

অর্থাৎ, হে আমার রব! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।^{১২৫}

এছাড়া আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। আর তা হচ্ছে—যেকোনো মানুষের ভবিষ্যত
প্রজন্মের চরিত্রবান হওয়ার বিষয়টি তার জীবনসঙ্গীর চরিত্রবান হওয়ার ওপর
নির্ভর করে। এছাড়া সচরিত্রবান দম্পতির উচিত তাদের সন্তানদের চরিত্র গঠনের
জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা এবং মহান রবের কাছে প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার, মানার এবং আমল করার তাওফিক দিন।

^{১২৪} সুরা ফুরকান : ৭৪।

^{১২৫} সুরা সাফতাত : ১০০।

নারীদের বর্জনীয় অভ্যাস

১. ঈমান-আকিদা ও তাওহিদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন, ইবাদত, সহিহশুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত, পিতা-মাতা, স্বামীর হক ও সন্তানের হক সম্পর্কে ইলম হাসিল করে না, অথচ জরুরত পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরয।
২. সময়ের পাবন্দি করে না।
৩. দুই তিন জন একত্রিত হলে অন্যের দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়।
৪. সালাম দেয়ার অভ্যাস খুবই কম।
৫. চোগলখুরি তথা একের কথা অন্যের কাছে লাগনো অনেক মেয়েদের একটা বদ অভ্যাস।
৬. সাধারণত মহিলাদের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শনের মানসিকতা অধিক লক্ষ্য করা যায়।
৭. বর্তমান মহিলারা সাজ-সজ্জার নামে অনেক নাজায়িজ ও হারাম কাজ করে থাকে।
৮. মহিলাদের জন্য সমস্ত শরীর আবৃত্তকারী মেটা কাপড়ের এমন ঢিলেচালা পোষাক পরা জরুরী, যাতে করে শরীরের রং, ভাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার আকৃতি বোঝা না যায়।
৯. অনেক মহিলারা বাহিরে পর্দা করে বের হলেও পরিবারিক জীবনে পর্দার ধার ধারে না।
১০. অনেকে বোরকা পরিধান করে কিন্তু চেহারা খোলা রাখে অথচ চেহারা সকল সৌন্দর্যের সমষ্টি, চেহারা আবৃত করা জরুরী।
১১. কোথাও কোনো প্রয়োজনে যেতে হলে অযথা ঘোরাঘুরি করে যাত্রা বিলম্ব করে।
১২. হাতে টাকা থাকুক বা না থাকুক, কোনো কিছু পছন্দ হলে তা অপ্রয়োজনীয় হলেও কিনতে হবে।

১৩. কেউ কোন উপকার করলে তার শুকরিয়া আদায় করে না। বিশেষত: ঘরের বউ-বিরা প্রশংসার যোগ্য কোনো কাজ করলেও শাশুড়ি কিংবা নন্দরা তার শুকরিয়া আদায় করে না।

১৪. শাশুড়িরা অনেক সময় পুত্রবধূদের কাজের মেয়ের মত মনে করে, কখনোই নিজের মেয়ের মত মনে করতে পারে না।

১৫. পুত্রবধূরাও শাশুড়িদেরকে নিজ মায়ের মত ভাবতে পারে না। শাশুড়িকে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান থেকে বণ্টিত করে।

১৬. স্ত্রীরা স্বামীর ইহসান তথা দয়া ও অনুগ্রহ স্বীকার করতে চায় না।

১৭. স্বামীর স্ত্রীর জন্য পছন্দ করে কোনো জিনিস আনল, কিন্তু ঘটনাক্রমে স্ত্রীর তা পছন্দ হল না, তখন স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর বলে দেয় আমার এটা পছন্দ হয়নি; আমি এটা পরবর্ত না ছুঁইবও না।

১৮. অনেক সময় টাকা, গহনা ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস বালিশের নিচে বা খোলা ঘারগায় রেখে দেয়, পরে হারিয়ে গেলে পরিবারের নিরাপরাধ লোকদের দোষারোপ করতে থাকে। যা মারাত্মক গুনাহ।

১৯. মহিলাদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতার বেশ অভাব রয়েছে; ব্যস্ততার সময়ে কোনো কাজ তারা ঝটপট করতে পারে না; গতিমন্ত্রণতা যেন তাদের একটা অংশ।

২০. দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে আলাপ করতে থাকলে অনেক মহিলা অ্যাচিতভাবে সেই কথায় অংশগ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে।

২১. কোনো কোনো মহিলা মহিলাদের মহল থেকে এসে অন্য মহিলাদের অলংকার, শারীরিক গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে করে থাকে।

২২. কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে সে যত জরুরী কথা বা কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন সেদিকে খেয়াল না করে সে নিজের কথা বলবেই, ঐ ব্যক্তির কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে না।

২৩. কেউ কিছু বললে পূর্ণ মনোযোগসহকারে কথাগুলো শোনে না; এর মাঝে অন্য কাজ করতে থাকে বা ফাঁকে ফাঁকে কারো কথার উত্তর দিতে থাকে।

২৪. নিজের ভুল-ক্রটিতে মনোযোগ দিতে চায় না। বরং যথাসন্তুষ্ট কথার ফুলবুৰি দিয়ে দোষ চাপা দিতে চায়; চাই তার কথার মধ্যে যুক্তি থাক বা না থাক।

২৫. কোনো কথা বা সংবাদ বলতে গেলে অসম্পূর্ণ বলে থাকে, যদরং ভুল বুৰাবুৰির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হয়।

২৬. অলসতাবশতঃ ফরয গোসল করতে দেরি করা মেয়েদের একটা চিরাচরিত অভ্যাস।

২৭. বর্তমান আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিতা মেয়েরা অযু গোসল সম্পর্কীয় মাসযালা মাসায়েলও জানে না।

২৮. অনেক বোকা মহিলা স্বামীর কর্মসূল থেকে ফেরার সাথে সাথে তাকে শান্তি পৌঁছানোর পরিবর্তে তার কানে সংসারের কলহ বিবাদের কথা পৌঁছায়।

২৯. অনেক নন্দ ভাইয়ের বৌ-দের সহ্য করতে পারে না, এমনিভাবে অনেক বৌ-রা নন্দদের সহ্য করতে পারে না।

৩০. অনেক মহিলারা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন থাকে।

৩১. কোন সন্তানকে হ্যাত বেশী মহব্বত করে তার জন্য অনেক কিছু করে, এমনকি তার দোষ সহ্য করতে চায় না। অর্থাৎ সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করে না।

৩২. অনেক মহিলা রোগ-শোক চাপা দিয়ে রাখে, কাউকে বলে না।

৩৩. অনেক শিক্ষিতা মহিলা স্বামীর ঘরে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার চেয়ে বাইরে গিয়ে চাকরি করাকে বেশি পছন্দ করে।^{১৩০ ১৩১}

^{১৩০} এখানে নারীদের কিছু বদ্ব্যাস আলোচনা করা হয়েছে। অনেক নারী এর ব্যক্তিক্রম রয়েছে কিন্তু অধিকাংশদের মধ্যে আলোচিত অভ্যাসগুলোর এক বা একাধিক দোষ পরিলক্ষিত হয়।—সম্পাদক।

^{১৩১} মূল : শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি মনসুরুল হক হাফিজাতুল্লাহ। মূল লেখাটি দ্বিতীয় পরিমার্জিত।

নারীদের করণীয় কাজ

১. ঈমান-আকিদা ও তাওহিদ পরিশুদ্ধ করা।
২. ইবাদত-বন্দেগী সুন্মাত তরিকায় করা।
৩. স্বামীর খেদমত করা।
৪. স্বামীর বৈধ হকুম মান্য করা।
৫. স্বামীর মালের হেফায়ত করা।
৬. নিজেকে পরিপূর্ণভাবে পর্দায় রাখা।
৭. সন্তান লালন-পালন ও দীনী শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া।
৮. মহিলাদের মধ্যে দীনী দাওয়াত পেশ করা ও দীনের জরুরী কথার তালিম করা
ইত্যাদি ইত্যাদি।^{১০২}

পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয়

এতক্ষণতো মহিলাদের কি করণীয় আলোচনা করলাম তাই বলে পুরুষদেরও
দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেটা ভুলে গেলে চলবে না।

১. আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়া এবং হেদায়েতের উপর কায়েম থাকার জন্য
আল্লাহওয়ালাদের সোহবত, মহরবত ও শৃঙ্খা রাখা জরুরী।
২. দীনের খেদমতে নিয়োজিত উলামায়ে কেরামের সমালোচনা না করা।
৩. ঈমানী বিষয়ের তালিমের মাধ্যমে নিজের ঈমান ও আকিদা-তাওহিদি বিশ্বাসকে
সঠিক করা।

^{১০২} মূল : শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি মনসুরুল হক হাফিজাত্তুল্লাহ। মূল লেখাটি ঈমৎ
পরিমার্জিত।

৪. ইবাদত তথা নামায, রোয়া, কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতসমূহ সুন্মাত মোতাবেক সুন্দরভাবে করা।

৫. হালাল রিযিকের সন্ধান করা ও হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা।

৬. মুআশারাত তথা বান্দার হক বিশেষ করে পিতা-মাতা বিবি-বাচ্চা ও অন্যান্যদের হক উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করা।

৭. তায়কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা।

৮. জামাতাতের সাথে ফরয সালাত আদায় করা।

৯. শিরক, বিদআত ও গুনাহ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকা।

১০. প্রতিটি কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্মাত অনুযায়ী করার জন্য সুন্মত শিখতে থাকা, সুন্মাতের প্রশিক্ষণ নেয়া, তটি গুরুত্বপূর্ণ সহজ সুন্মাতকে আমলে আনা।

১১. কুরআন কারিম নিয়মিত তিলাওয়াত করা।

১২. আল্লাহ তায়ালার জিকির করা।

১৩. দৈনন্দিন সকাল-সন্ধ্যার দুআ পড়া।

ইসলামে স্বামীর প্রতি স্তুর কর্তব্য

১. যথাযথভাবে স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। নিজের আদব-আখলাক ও সেবার মাধ্যমে স্বামীর মন জয় করা এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। তবে শরিআত বিরোধী কোন কাজ হলে তাতে অপারগতা প্রকাশ করা।

২. স্বামীর সামর্থের অতিরিক্ত কোনো চাপ সৃষ্টি না করা।

৩. অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করা।

৪. স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়া।

৫. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে স্বামীর ঘরে আসতে না দেয়া।

৬. স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোয়া না রাখা, তেমনিভাবে স্বামীর উপস্থিতিতে লম্বা সময় ধরে নফল নামায পড়তে হলে তার অনুমতি নিয়ে পড়া।

৭. স্বামী সহবাসের জন্য আহবান করলে শরঙ্গ কোনো বাধা না থাকলে তার আহবানে সাড়া দেয়া।

৮. স্বামীর অসচ্ছলতা বা অসুন্দর আকৃতির জন্য তাকে তুচ্ছ না ভাবা।

৯. স্বামীর থেকে শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পেলে আদবের সাথে তা বুঝিয়ে বলা।

১০. স্বামীকে মূরব্বী হিসেবে মান্য করা এবং তার নাম ধরে না ডাকা। তার সামনে রাগের সাথে বা বদ মেজাজের সাথে তর্ক না করা।

১১. কারো সামনে স্বামীর বদনাম বা সমালোচনা না করা।

১২. স্বামীর আত্মীয় ও আপনজনদের সাথে এমন ব্যবহার না করা যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিশেষতঃ নিজের পক্ষ থেকে স্বামীর পিতা-মাতাকে সেবার পাত্র মনে করে যথাসন্তুষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও খিদমত করা।

১৩. সন্তানদেরকে মায়া-মমতার সাথে লালন-পালন করা এবং তাদের খানা-পিনা, অযু-গোসল, পেশাব-পায়খানা, নামায-কালাম ইত্যাদির সুন্নাত তরিকা শিক্ষা দেয়া।^{১০৩}

সংসার জীবনে সফল জৈবেক বৃক্ষার দুর্লভ সাঙ্ক্ষণ্কার

বৃক্ষা বলল—সাংসারিক জীবনে সুখ লাভ করার মূল চাবিকাঠি স্তৰীর হাতে। একজন স্তৰীই পারে তার বাড়িটিকে জান্মাত বানাতে। আবার স্তৰীর অবহেলাতেই একটি ঘরে জাহানামের আগুন ছলে ওঠ্যে। আপনি সম্পদের কথা বলছেন! সম্পদ দ্বারা কখনো পরিবারের শান্তি আসে না।

^{১০৩} মূল : শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি মনসুরুল হক হাফিজাতুল্লাহ। মূল লেখাটি সংয়ৎ পরিমার্জিত।

অনেক ধনী নারীদের দেখছি চরম অস্ত্রিতায় দিনগুজরান করছে। কেউ কেউ এমনও আছে যে দশ সন্তানের জন্মদান করেছে অথচ সেও স্বামীর চোখে কাঁটার মতো।

অনেক শ্রী রামার কাজে অসাধারণ। সারাদিন রাঁধে। কোনো ক্লাস্টি নেই তার। তবুও স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট। এরকম অনেক মহিলাই আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে।

রিপোর্টার: তাহলে সাংসারিক সুখের মূলমন্ত্র কী? আপনি কোন শক্তিবলে সারাটা জীবন জান্মাতের শাস্তিতে সংসার করেছেন?

বৃন্দা: আমার স্বামী যখন রেগে যেতেন তখন আমি নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। অনুত্পন্নতা প্রকাশ করার জন্য মাথা নিচু করে থাকতাম। কিন্তু সে চাহনি কখনো ঠাট্টার চাহনি ছিল না। কারণ তারও তো বুবা-বুদ্ধি আছে। আপনি কীভাবে তাকাঞ্চেন তিনি কিন্তু সহজেই ধরে ফেলবেন।

রিপোর্টার: আচ্ছা আপনি তখন ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন না কেন?

বৃন্দা: সর্বনাশ! বলে কী! তাহলে তো আমার স্বামী মনে করবে আমি পালাচ্ছি। আমি তার কথা শুনতে আগ্রহী নয়। ফলে তার রাগ আরো বেড়ে যাবে। আপনাকে সে সময় চুপ করে অনুত্পন্ন মনে সব শুনে যেতে হবে।

এভাবে আমার স্বামী যখন বকাবাকা শেষ করতো তখন বলতাম শেষ হয়েছে কি না?

এরপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে যেতাম। সে ক্লাস্টি হয়ে চুপ করে বসে থাকতো। বের হয়ে আমি ঘরের কাজে মনযোগী হতাম। সন্তানদের লক্ষ্য করতাম।

রিপোর্টার: এরপর কী হতো! আপনি কি আপনার স্বামীর সাথে এক সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন?

বৃন্দা: আল্লাহ হেফাজত করবন। বলেন কি আপনি! এর দ্বারা কি সমাধান হবে! মনে রাখবেন স্বামীর সাথে কথা বন্ধ করা দোধারী তরিবারির মতো। দুদিকেই কাটে।

তার সাথে কথা বন্ধ রাখলে তার মন মেজাজ আরো বিগড়ে যাবে। কারণ, হ্যাতো সে চাচ্ছে আমার সাথে আপোশ করতে অথচ আমি সে সুযোগ দিচ্ছি না। আর মনে রাখতে হবে—ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে মানুষ। তখন সে

কোনো ভয়ংকর সীদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে। যা সারাজীবন আমার জন্য আফসোসের কারণ হতে পারে। আরেকটি বিষয়ও মনে রাখবেন, স্বামীর রাগ স্থায়ী নয়।

রিপোর্টার: তাহলে আপনি তখন কী করতেন?

বৃন্দা: কিছুক্ষণ পর আমি এককাপ কফি বানাতাম বা এক ফ্লাস জুস তৈরী করতাম। এরপর বিনয়ের সাথে বলতাম—আসো, এককাপ কফি খাই বা এক ফ্লাস জুস খাই। কারণ, আমি জানি চিল্লাচিল্লি করে তার গলাটা এখন শুক্র হয়ে আছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে আমাকে তখন বলত—রাগ করেছে?

আমি তাকে বলতে দিতাম।

সে তখন বিভিন্নভাবে ওয়েরথাহি করতো। নিজের ভুল স্বীকার করতো। আমাকে খুশী করার জন্য বিভিন্ন কথা বলতো।

রিপোর্টার: আপনি তার কথা বিশ্বাস করতেন? এতকিছু ঘটে যাবার পরও?

বৃন্দা: আপনি যে কী বলেন!

সে যখন ক্রুদ্ধ তখনও তার কথা অবিশ্বাস করিনি। কোনো প্রতিবাদ করিনি। এখন তিনি শান্ত স্থির হয়ে আমার সাথে মীমাংসা করতে চাচ্ছে এখন তাকে অবিশ্বাস করবো কেনো! তার কথার প্রতুত্ত্ব করবো কেনো!

আমি কি এতোই বোকা!

রিপোর্টার মুঞ্চ হয়ে বলল, আসলেও আপনি মহৎ। আপনার চিন্তা-ভাবনা অনেক নিখুঁত ও সুদূর কল্যাণ-প্রসূত।

বৃন্দা: দেখুন, আমার জীবনের পরম চাহিদা হলো আল্লাহর পরে আমার স্বামীর সন্তুষ্টি। আমাদের সংসারের সুখ। আমি জানি একে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে আমাকেই তৎপর হতে হবে।

ধন্যবাদ আপনাকে আমার সাক্ষাত্কার গ্রহণ করার জন্য।

তবে আমি আশা করবো আমার কথাগুলো বিবাহিত সকল বোনের কাছে পৌঁছে দিবেন।^{১০৪}

^{১০৪} সাক্ষাত্কারটি একটি আরবি পেজ থেকে সংগৃহিত ও অনূদিত।

কন্যার দুআ : এক মহিয়সী আরব ঘরিলার জীবন থেকে নেয়া ঘটনা

ঘটনা খুব বেশিদিন আগের নয়। এই তো বছর দুয়েক আগের। তিনি বলেছেন,

আমার বিয়ে হলো। আমার স্বামী ছিলেন একজন টগবগে তরুণ। প্রাণোচ্ছল যুবকপুরুষ। সবকিছুতেই আনন্দ খুঁজে পান। মন খারাপ হওয়া বা বিষণ্নতা বলতে কিছুই ছিল না তার জীবনে। তার সঙ্গ পেয়ে আমার মতো গন্তীর মেয়েও তরুণীতে পরিণত হলাম। দু'জনের সংসার সব সময় আনন্দে কলকল করতো।

আমরা থাকতাম শহরের ছোট একটি বাসায়। বাসাটি ছিল দু'কামরার। ছিমছাম। নির্ঝঞ্জাট। তার চাকরিক্ষেত্র থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। অফিসের গাড়ি এসে নিয়ে যেতো। সেজন্যই এখানে থাকা। তার বাবা মা থাকতেন উল্টো দিকের এক গ্রামে। প্রতি সপ্তাহে দু'তিনদিন বাবা-মায়ের কাছেও রাতে থাকতে যেতো। তার মতো বাবা-মা অন্তপ্রাণ ছেলে এযুগে বিরল। তাদের প্রতি শুন্দা আর আন্তরিকতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

বাবা-মা'র যাতে কোনো প্রকারের কষ্ট না হয় সেদিকে তার প্রথম দৃষ্টি থাকতো। না পারতেই সে আমাদের নিয়ে আলাদা বাসায় থাকছে। যাতায়াত সুবিধার কারণে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে একটা কন্যা দান করলেন। এবার একটা বড় বাসা নিয়ে বাবা-মাকেও এখানে নিয়ে এল। এভাবে বিয়ের পর চার বছর কোন ফাঁকে কেটে গেলো টেরও পেলাম না। বিয়ের পঞ্চম বছরের মাথায় অফিসে যাওয়ার পথে তাদের গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়লো।

অনেক হতাহত হলো। আমার স্বামীর অবস্থা ভীষণ গুরুতর! আমার বৃদ্ধ শ্বশুর দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। দৌড়বাঁপ করে যথাসন্তুষ্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। অফিস থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হলো। কিন্তু আঘাতটা মাথায় লাগাতে তার চেতনা ঠিকমতো ফিরে আসছিল না। সে প্রায় অর্ধমৃত। হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেয়া হলো। বাড়িতে নিয়ে এলাম।

শুরু হলো জীবনের কঠিনতম অধ্যায়। সংসারের খরচ জোগাড় করা, স্বামীর সেবা করা, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করা। এদিকে মেয়েটাও বড় হয়েছে। ডাক্তাররাও কোনো আশা দিলো না। আমার বাড়ি থেকে চাপ দেয়া হলো, স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যেতো। আমার বয়সও কম, আবার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। পাত্রও তৈরী আছে।

আমার বিবেকে বাধা দিল। এভাবেই দিন গিয়ে মাস হলো। মাস পার হয়ে বছর ঘূরল। স্বামীর কোনো উন্নতি নেই। সেই আগের মতোই আছে নিজীব! নিষ্পন্দ! নিথর! বাবা-মা আর কতোদিন অপেক্ষা করবেন? তারা আমার অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। এখানে যে কোনো ভবিষ্যত নেই সেটা একটা বালকও বুঝতে পারবে। এভাবে কেটে গেলো পাঁচটি বছর।

আবু একদিন মুফতির ফতোয়া নিয়ে এনে আমাকে বলেন—স্বামীকে ছেড়ে যেতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই। বেশ জোরাজুরি করলেন। রাগারাগি করলেন। আমি কেন যেন সাঁয় দিতে পারলাম না। মেরে হিফযখানায় পড়ে। হিফয প্রায় শেষ হয়ে এসেছে!

আমরা পালাক্রমে রোগির সেবা করি। একদিন আমি রাত জাগি, আরেকদিন মেয়েটা। বয়সে অল্প হলোও সময়ের কারণে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। বুঝতেও শিখেছে। আমরা মা-মেয়ে দু'জনেই আল্লাহর কাছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে দুআ করে যাচ্ছি। মানুষটাকে যেন আল্লাহ সুস্থ করে দেন। সাধ্যমতো সাদাকা করছি। শাশুড়ি তো জায়নামায থেকেই নড়েন না বলতে গেলো। শাশুর বুড়ো হলোও সংসারের টুকিটাকি কাজ করতে পারেন। তিনিও ছেলের জন্যে কিছু করতে মুখিয়ে থাকেন।

মেয়েটার হিফয শেষ হলো। ছেটখাট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। আমরা-আমরাই। ঘরের নানুমেরা মিলে। বাইরের মানুষ বলতে মেয়ের হিফযখানার শিক্ষক। তিনি এসে দুআ করে গেলেন। আল্লাহর কাছে দুআ করতে বললেন। সাদাকা চালিয়ে যেতে বললেন। বাবা মাকে দুআ করতে বললেন। তাদের দুআ অনেক কাজে লাগবে!

সেদিন রাত জাগার পালা ছিল মেয়ে। বাবাকে ওযুধ খাইয়ে খাটের বাজুতে মাথা রেখে ঘুমুচিল। মধ্যরাতে আবার ওযুধ খাওয়াবে! মেয়েটা কী মনে করে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সুরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু করে দিল। শেষ করতে করতে আবার চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার মনে হলো—কে যেন তার নাম ধরে দেকে বলছে—

-ওঠো ওঠো! ঘুমিও না! তোমার দয়ালু রব জেগে আছেন, তুমি কেন ঘুমিয়ে আছো? এখন দুআ করুলের সময়! ওজু করে নামায পড়ো। আল্লাহর কাছে দুআ করো! তুমি যা চাইবে তিনি দিয়ে দেবেন!

মেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি ওয়ু সেরে নামায়ে দাঁড়াল! আল্লাহর
কাছে দু'হাত তুলে দুআ করলো। কানায় ভেসে বাবার সুস্থতা কামনা করলো।
আবার আগের মতো বাবার খাটের পাশে এসে বসলো। এক সময় ঘূর এসে
গেলো। ফজরের নামায়ের সময় একটা আওয়াজে ঘূর ভেঙে গেলো:

-এই মেয়ে তুমি কে? এখানে কেন ঘূমিয়ে আছো?

চোখ মেলে দেখে বাবা তার দিকে অঙ্গুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চোখে প্রশ্ন।
আবার প্রশ্ন করলেন—তুমি কে?

উত্তর দিবে কী, মেয়েটা আনন্দে আভ্যন্তর হয়ে গেলো। চেঁচিয়ে আমাকে ডাকল।
দাদা-দাদুকে ডাকল! আবু, আবু কথা বলছেন! আবু কথা বলছেন! সবাই ঘূর
চোখে ছুটে এল। হাসি-কানায় একাকার! আল্লাহর আজীব কারিশমা! তার কুদরত
বুঝা বান্দাহর সাধ্যে কুলোবে না! আমাদের সংসারটা আবার আগের মতো হয়ে
গেলো। আনন্দ আর সুখ ফিরে এল! আল্লাহ কেন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কেন মাফ
করে দিলেন, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই! তিনি খুশি হলেই
আমরা খুশি! ১০২

একজন বোনের কলম থেকে

আমার যখন বিয়ে হয়েছিল আমি জানতাম আমার উপর আমার শাশ্বতির খেদমত
করা ফরজ নয়, এমনকি বলতে গেলে এটা আমার দায়িত্বও নয়। তারপরও আমি
আমার সাধ্যমত তাঁদের খেদমত করেছি। শাশ্বতির পছন্দে রান্না করাসহ তাঁকে
নিজহাতে গোসল করিয়ে দেয়া, তাঁর উকুন বেছে চুল আঁচড়ে দেয়া, নখ কেঁটে
দেয়া, সবকিছুই করেছি আমার সাধ্যেরও বাইরে গিয়ে।

শুধু শাশ্বতিরই নয়, আমার নন্দরাও বয়সে আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন, তাঁরা
বেড়াতে এলে আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তাঁদের সেবা করার চেষ্টা করেছি। আজ
সময়ের ব্যবধানে আমরা কেউ আর কাউকে একটি নজর দেখারও সুযোগ পাচ্ছি
না। সে কষ্টের দিনগুলো (যেহেতু আমি বাবার বাসায় কোনো কাজ-ই করতামনা,
তাই আমার জন্য ঐ দিনগুলো ছিলো খুবই কষ্টের!) হয়তো হারিয়ে গেছে কিন্তু যা
রয়ে গেছে তা হচ্ছে দুআ ও ভালোবাসা।

১০২ লিখেছেন : শাহখ আতীক উল্লাহ।

আমার মনে আছে, একদিন আমি রামাঘর থেকে ফিরে দেখি আমার দুই নন্দ কিছু একটা নিয়ে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করতেই বড় আপা সরল উত্তর দিলেন—“শুনেছিলাম শিক্ষিত মেয়েরা বেয়াদব হয়, শশুর শাশুড়ির খেদমাত করেনা, বড়দের সম্মান করেনা। কিন্তু তুমি সেরকম না!”

আমি তো লা জবাব! কী বলবো!! যা বলবো তা বলতে গেলে যদি কোনো কষ্ট দিয়ে ফেলি?! শুধু বললাম—“সত্যিকারের শিক্ষা তো মানুষকে বেয়াদব করেনা, বরং আরো বেশি বিনয়ী করে..।”

আরেকদিনের ঘটনা। আমার বিয়ের পরপরই আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য ঢাকা থেকে একটা গিফ্ট নিয়েছিল (সন্তুষ্ট স্কার্ফ), আমার শাশুড়ি তখন বাসায়। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, আমার জন্য একটা গিফ্ট আনলো অথচ মায়ের জন্য আনলো না, (মানুষটাকে তো আমি তখনো চিনিনি, যে একেকবার একেকজনের জন্য এনে অন্যদেরকে—“স্যারি! তোমাদের জন্য এবার কিছু আনলাম না” বলাই ওর স্বত্ত্বাব! এবং এখনো ও এরকমই!) এরকমটা আমার মামা/চাচা/বাবাদের বেলায় কল্পনাও করা যায় না! আমি ওকে বললাম, আমি এটা এখন পরবো না, আগে মায়ের জন্য আনো। আমার নিজেকে তখন অপরাধী মনে হচ্ছিলো। আমি জানিনা ঘটনাটা ওর মনে আছে কিনা, ওর অন্যদিকে ফিরে চোখ মোছাটা কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি!!

আমি বিয়ের পর যখন প্রথম স্কলারশীপের টাকা পাই, তখন সম্পূর্ণটাই শাশুড়ি ও অন্যদের জন্য খরচ করি। উনারা বললেন—“তোমার বাবা-মা তোমাকে পড়িয়েছেন, তাঁদের-ই তো হক বেশি। আমি বললাম—“উনাদেরকে তো আগেও দিয়েছি, আপনাদেরকে দেয়ার জন্য আর পাবো কিনা তা তো জানি না।”

সেই শাশুড়ি এখন বেঁচে নেই। আমার নন্দদেরও এখন আর আমার বাসায় আসার সময়/সুযোগ নেই। যেটা আছে, সেটা হচ্ছে ভালোবাসা, ভালো ধারনা! মাঝে মাঝে মনে হয় আমার শাশুড়িকে বোধহয় আমার মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। আজো মুনাজাতে চোখের পানি ফেলে তাঁর জন্য দুআ করি। ঐ সামান্য খিদমতের বিনিময়ে যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা-ই হয়তো এখনো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মনে আছে, যখন প্রথম বাচ্চাটার জন্য রাতে ঘুমাতে পারতাম না, আমার শাশুড়ি ভোরে চুপি চুপি আমার ভাগিকে ডেকে তুলতেন নাস্তা বানানোর জন্য, আমি টের পেলেই উঠে যাবো, সেজন্য নিঃশব্দে কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। এরকম ভালোবাসা দেয়ার মত শাশুড়ি আমাদের ঘরে ঘরেই আছেন, আমরা সে ভালোবাসাটা আদায় করে নিতে জানিনা শুধু!

আমরা বাইরের মানুষগুলোর কাছে নিজেকে 'well mannered' প্রমাণিত করার জন্য কত স্যাক্রিফাইস-ই না করি, কিন্তু এই একটা প্রসঙ্গ এলেই কেন জানি নানান প্রশ্ন তুলি, ভীষণ নরীবাদী ও অধিকার সচেতন হয়ে উঠি! ইসলামের কোথায় লিখা আছে—শাশুর-শাশুড়ির খিদমত করা জরুরী নয় সে দলিল খুঁজি, অথচ আমাদের শাশুড়িরাও যে আমাদেরকে ভালোবেসেই, আমাদের সন্তানগুলোকে লালনপালনে সহযোগিতা করেন, আমাদের অনেকেই জব^{১৫৩} করি বা বাইরে সময় দিই, সেক্ষেত্রে তাঁরাই তো আমাদের সংসারটা সামলান। অস্তত দেখে রাখেন।

কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো ব্যক্তিগত থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ঘরেই এখন এই দৃশ্যগুলোই চোখে পড়বে বেশি। তখন কিন্তু আর আমরা কুরআন হাদিসের দলিল খুঁজি না যে, কোথায় আছে শাশুড়ি বৌকে রাখা করে থাওয়াতে হবে, কোথায় আছে বৌয়ের কষ্ট হবে বলে শাশুড়ি আর কোথাও ঘেতে পারবেনা। এ বেলায় কিন্তু আমরা ঠিকই 'মানুষের জন্য মানুষ' বুঝি। এক্ষেত্রে আমরা ঠিকই বুঝি 'শাশুড়ি বৌয়ের কষ্ট না বুবালে তিনি কিসের শাশুড়ি, তিনি মানুষ না!' অথচ মাস শেষে বেতনটা হাতে পেলে আবার অধিকারবোধ জেগে উঠে, ১০টাকার একটা চুলের ব্যাস কিনে দিতেও আমি রাজি না, কেন দিব শাশুড়িকে, 'আমার বেতনে কি শাশুড়ির হক আছে?' ...ইত্যাদি।

আসলে বর্তমান নীতি বিবর্জিত শিক্ষাস্কলনে শিক্ষালাভ করে আমরা যোগ্য হচ্ছি, মোটা বেতনে ঢাকরি করার সুবাধে জামাইর কাছ থেকে হয়তো বাড়তি সম্মান (!) পাচ্ছি, কিন্তু 'সত্যিকারের মানুষ হতে আর পারছি না'!^{১৫৭}

^{১৫৩} নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নরীদের জব করা জায়েয় নয়। প্রয়োজনের সময়েও অনেকগুলো শর্ত মানার পরই জব করা যাবে অন্যথায় নয়।— সম্পাদক।

^{১৫৭} লিখেছেন : Humaira Siddiqah

স্তুরি ভালোবাসা!

ঘরে চুক্তেই অবাক হয়ে গেল স্বামী। স্ত্রী ব্যাগ গোছাচ্ছে।

স্বামী : কোথায় যাচ্ছ তুমি?

স্ত্রী : বাবার বাড়ি।

স্বামী : কেন?

স্ত্রী : থাকব না আমি তোমার সঙ্গে।

স্বামী : আশচর্য! কী অন্যায় আমার?

স্ত্রী : আমার বাবা একটা ভুল মানুষের কাছে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন।

স্বামী : বুঝালাম, কিন্তু আমার ভুলটা কি বলবে তো?

স্ত্রী : তুমি একদিনও তাহাজুড় পড়ো না। (স্বামী নিশ্চৃপ)

স্ত্রী : কুরআন তিলাওয়াত তো ছেড়েই দিয়েছো! (স্বামী নিশ্চৃপ)

স্ত্রী : কথা ছিল একই প্লেটে খাবার খাবো, কথা রেখেছো? (স্বামী নিশ্চৃপ)

স্ত্রী : একটাও তো ঠিক মত হচ্ছে না। কেন থাকব আমি তোমার সঙ্গে?

স্ত্রী ব্যাগ হাতে বের হয়ে যেতে উদ্যত। স্বামী পিছন থেকে স্তুরি একটা হাত ধরল।

স্বামী : যেও না। একটা সুন্নাত তো মানছি এখনও!

স্ত্রী : কোনটা? কোনটা মানছো, বলো?

স্বামী : তোমাকে ভালোবাসি। নবিজি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ভালোবাসতেন।

স্ত্রী ব্যাগটা হাত থেকে নামাল। হাসবে না ভেবেও ফিক করে হেসে ফেলল। ঢোকে গভীর ভালোবাসা এনে তাকাল স্বামীর দিকে।

স্ত্রী : তাহলে বাকিগুলো মানছো না কেনো?

স্বামী : ভালোবাসা দিও। আরও উৎসাহ দিও। এখন থেকে মানব—কথা দিলাম। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা যেন এমন একটি সুন্দর মনের মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে সবাইকে দান করেন।

নবম অধ্যায় : জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফল!

জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরকি঳ানা সাধারণ অবস্থায় হারাম এবং নাজায়জে। জন্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব-অনটনের ভয়ে এবং ছেট ও সুখী পরিবার গড়ার লক্ষ্যেই হয়ে থাকে, যা কুরআন হাদিসের সরাসরি বিরোধিতা এবং ‘আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের রিযিকদাতা’-এ বিশ্বাসের চরম পরিপন্থী, কুফর বা ইমান বিধবংসী। তাই এই উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণ হারাম।^{১০৮} কিন্তু ইসলামিক শরিয়তে বৈধ হলো—নির্দিষ্ট উয়র থাকলে স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।^{১০৯}

জন্মনিয়ন্ত্রণের কুফলেই সন্তান জন্মাদানে অঙ্গুষ্ঠা বাড়ায়

বাংলাদেশে বর্তমান নিঃসন্তান দম্পত্তির সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। সত্যিই অবাক হওয়ার মত। আবার এই রেট ক্রমেই বাড়ছে। ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট সেন্টারগুলোতে গেলেই বুবা যায়—কি হারে বাড়ছে এই হার। আর নিঃসন্তান দম্পত্তির দীর্ঘশ্বাস সত্যিই খুব করুণ।

একটা প্রশ্ন সহজেই মাথায় আসে, আজ থেকে মাত্র ১০০ বছর আগেও অর্থাৎ আমাদের নানা দাদাদের সময় এরকম শোনা যায়নি। বরং বর্তমানে অনেকেই বলতে লজ্জা পায় আমরা ১১ ভাই ৯ বোন।

কেনো এই সামান্য সময়ে এত পরিবর্তন?

কারণগুলোর ভিতর আমার কাছে মনে হয়—প্রথমত বিয়ের পর পর আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করা। সন্তান আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত।

অনেকেই মনে করেন সবেমাত্র বিয়ে হল আরও ২-৪ বছর ইনজয় করি, ক্যারিয়ার গড়ি, তারপর বাচ্চা নেওয়ার চিন্তা করব। এরপর পিল খাওয়া শুরু হয়। হ্যাঁ, সব

^{১০৮} ফতোয়ায়ে শামি : ৩/১৭১; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া : ২/২৩৪; ফতোয়ায়ে রাহমানিয়া : ২/১২৫।

^{১০৯} সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এড দেয় সম্পূর্ণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত আমাদের এই পিল।

একটা জিনিস সহজে বোঝা যায়—সিগারেট কোম্পানীগুলো কখনও সিগারেটের বদনাম করবেনো। যেটুকু করে সরকার বাধ্য করে তাই করে।

একটা জিনিস চিন্তা করুন, প্রতি মাসে একজন মহিলা ১০-১৫ টা পিল খাচ্ছেন। যেটা প্রতি পিরিওড চলাকালে হরমোনাল চেঙ্গ নিয়ে আসছে, যেটা স্পার্ম এবং ওভামকে উর্বর করতে দিচ্ছে না।

এভাবে ৩ বছর চলার পর স্বাভাবিক হরমোনাল কন্ডিশন অনেক ক্ষেত্রেই ফিরে আসে না।

বিজ্ঞানের আরেক আবিষ্কার ইমারজেন্সি পিল। এটা এক্সিডেন্টাল প্রেগন্যাসি এডাতে ব্যবহার হয়। একটোপিক প্রেগন্যাসির সবচে' বড় কারণ এই ইমারজেন্সি পিল। একটোপিক প্রেগন্যাসি ভয়াবহ জিনিস। যেটা সংক্ষেপে বাচ্চা হবে, কিন্তু বাচ্চা ইউট্রাসে না হয়ে অন্য কোন যায়গায় হবে এবং বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ধরা পড়লে ইউট্রাস কাটা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

হ্যাঁ, বাচ্চা কন্সিভ হয়ে গেছে, এরপর আরেক আবিষ্কার এমএম কিট। যেটা ইউট্রাস থেকে বাচ্চা সদৃশ বস্তুকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

একটা মাঘের উপর এতগুলো ধকল চালানোর পর যখন ৩-৪ বছর পার হয়, তখন চিন্তা করে এবার একটা বাচ্চা চাই। আল্লাহ ততদিনে অসন্তুষ্ট হয়ে নেয়ামতকে উঠিয়ে নেন। এবার দৌড় শুরু হয় ইনফার্টিলিটি সেন্টারে।

মহিলাদের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি—

অতিরিক্ত চাপে থাকা। বিশেষ করে চাকরিজীবি মহিলাদের ক্ষেত্রে। ঘরেও চাপ অফিসেও চাপ। আবার থাকে বসদের যৌনহয়রানী। এজন্যই দেখা যায়, গৃহীনি মহিলা থেকে চাকরিজীবি মহিলাদের ইনফার্টিলিটি রেট বেশি।

আর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অধিক সময় জন্মানিয়ন্ত্রন করা। অন্যদিকে পুরুষের প্রধানত কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এককে যদি স্পার্ম সংখ্যা ২০ মিলিয়নের কম হয়ে যায়, তখন ইনফার্টিলিটিতে চলে যায়।

এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে বড় একটা কারণ ধূমপান, ড্রাগস বা যেকোনো ধরনের নেশ। এছাড়া পরিবেশ দূষণও একটা বড় কারণ।

অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা শব্দে যারা লম্বা সময় কাজ করে এটাও একটা কারণ। আর একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হল টাইট পোষাক। স্কিন টাইট জিস। যেটা পরলে অতিরিক্ত চাপের কারণে স্পার্ম সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে।

ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার করে পারিবারিক ক্যারিয়ার দ্বাস না করি। বিয়ের পরপর প্রথমবার আল্লাহ দিলেই বাচ্চা নিয়ে নেওয়া। তা না হলে বিয়ের পরের রোমান্স— দুই চার বছর পর সন্তান না হলে জানালা দিয়ে পালাবে।

সন্তানই হল পারিবারিক বন্ধনের প্রধান হাতিয়ার। বুঝতে পারলেন তো এবার? ^{১৪০}

নিঃসন্তান ফারিয়ার গল্প

বিয়ের প্রতি ফারিয়ার আগ্রহ কম-ই ছিল বরাবর। পড়াশোনা শেষ করে ভাল চাকরি করে নিজেকে সমাজে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার টার্গেট। একটা সময়ে এসে বাস্তবতার কাছে হার মানতেই হল তার। সামাজিক, পারিবারিক চাপের মুখে বিয়ে শেষমেয়ে করাই লাগল তার। বিয়ের পরেও আগের টার্গেটেই চলছিল সে, বাচ্চার কথা চিন্তাও করেনি এত তাড়াতাড়ি।

বিয়ে করতে বয়স ২৬/২৭ তার। কিন্তু এরপরে উচ্চশিক্ষা, চাকরি, এসবের জন্য ব্যস্ত থাকায় সন্তান এই টাইমে না নেয়াই তার ইচ্ছা ছিল।

এভাবে বয়স তার ৩০ পার হল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও হঠাৎই এবার কল্পিত করে ফেলল সে, কিন্তু সে সময়ে পিএইচডি-এর ফাইনাল দোরগোড়ায়, তাই সে আর তার হাজব্যান্ড যুক্তি করে এবরোশন করে ফেলল। ডাঙ্কার অবশ্য খুব নিষেধ করে বলেছিল—“ত্রিশ বছরের পরেও বাচ্চা নেননি আপনারা? এরপরে প্রলৈম হতে পারে।” তবে ফারিয়া ভাবল—আর তো কয়দিন মাত্র, সামনের বছরেই ফাইনালের পরে বাচ্চা নিয়ে নিবে, এক বছর আর কী এমন দেরী!

^{১৪০} সংগৃহীত।

কিন্তু এই ডিসিশানের জন্য যে এত পস্তাতে হবে তা ফারিয়া টের পেল, তবে আরো
পরে!

গত দু'বছর ধরে ট্রাই করেছে, কিন্তু তার ‘বাচ্চা নেয়া’ আর হচ্ছে না! একবার
কঙ্গিভ করেও মিস্ক্যারেজ হয়ে গেল কয়েক মাসের মাথায়। বাচ্চা নেয়াটা যে শুধুই
নিজের হাতে না বরং স্রষ্টার হাতেই, তা যেন এবার হাড়ে হাড়ে টের পেল ফারিয়া।
নিজের অতীতের সেই বাণিগুলো এখন মনে পড়লেই বুকের ভেতরে ছ্যাত করে
উঠে—‘আমি নিজের লাইফ সেটেল করি, এরপরে বাচ্চা নিয়ে তার লাইফ সেটেল
করব।’—এই ডায়ালগ তার একটা কমন ডায়ালগ এবং মনের মধ্যে
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ধারণা ছিল। কিন্তু এখন সে বুবাছে লাইফ সেটেল
করা, বাচ্চা নেয়া—এগুলোর জন্য মানুষ শুধু চেষ্টাই করতে পারে, আসল সেটেল
করবেন তো আল্লাহ সুবহানাল্ল তায়ালা।^{১৪১}

নামায়টা আগে সিরিয়াসলি পড়া না হলেও এখন এদিকে মন আসছে ফারিয়ার।
আল্লাহর কাছে একটা সন্তানের জন্য অনেক কাম্মা করে। হয়তো তার হাজব্যান্ড
কিছুটা বুঝে—যখন তাকে সিজদাহতে কাঁদতে দেখে।

এরপরেও কয়েক বছর গড়িয়ে গেল, সন্তানের মুখ এখনো দেখা হয়নি ফারিয়ার।
কিন্তু তার মধ্যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে!

একটা সময়ে নিজের এই দুর্বলতা, কষ্টকে অনেক বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজে
লাগায় ফারিয়া। বয়স আটত্রিশ, এখনো সন্তানের আশা ছাড়েনি ফারিয়া। তবে
আগের মত হতাশায় আর থাকে না সে। এই না পাওয়াটাকেই এখন জীবনের
সবচে’ বড় পাওয়া মনে হয় ফারিয়ার!

কেনো?

কারণ, এই না পাওয়ার মাধ্যমেই জীবনের সবচে’ বড় সত্যকে চিনতে পেরেছে সে।
নিজের রবকে চিনেছে। রবের সাথে সম্পর্ক গভীর হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাকে

^{১৪১} সন্তান নেবার ক্ষেত্রে বা পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে আমাদের আধুনিক প্রজন্মরা এমন ভাব
নেয় যেন মনে হয় সন্তান নেয়া না-নেয়া তাদের ইচ্ছাধীন। কয়টা নিবে, কত বছর পর পর নিবে,
একদম সুন্দর পরিকল্পনা তারা এটে ফেলে। এই রকম বিশ্বাস শিরক। বান্দা হাজারো চেষ্টা করলেও
মহান আল্লাহ না চাইলে সন্তান নিতে পারবে না। এটা কেবল আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন।—
সম্পাদক।

সবচে' কাছের বক্স হিসেবে পেয়ে, তার কাছে মনের সব কষ্ট শেয়ার করা কী যে
আনন্দ তা ফারিয়া আগে চিন্তাও করেনি!

আগেও ফারিয়া নামায পড়ত, যদিও নিয়মিত না। রোজা রাখত। কুরআন পড়তো।
ধর্মীয় বইও পড়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেই ইসলাম আর তার অন্তরে প্রবেশ করা
বর্তমান এই ইসলাম আকাশ পাতাল ব্যবধান—তা সে এখন বুঝে।

সাইন পড়া ফারিয়ার ছোট থেকেই ম্যাথ খুব পছন্দ ছিল। সেই ভালবাসার ফসলই
তাকে পিএইচডি পর্যন্ত নিয়ে গেছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা ম্যাথ-ফিজিস্ট্রের জটিল সব
বিষয় নিয়ে পড়ে থাকতে অপার্থিব আনন্দ পেত ফারিয়া।

এখনো সে এই আনন্দ পায়, বরং আরো বহুগুণে বেশি পায়, তবে ইন্টারেন্সেটের
সেক্টরটা জাস্ট চেইঞ্জ হয়ে গেছে। এখন অপার্থিব সেই আনন্দ পায় আল্লাহর
সামনে সালাতে (নামায) দাঁড়িয়ে, কুরআন-হাদিস, ইসলামি বই পড়ে, ইসলাম
শিখার চেষ্টা করে, আশেপাশের মানুষকে দাওয়াহ (ইসলাম শিখানোর চেষ্টা) দিয়ে।
ফারিয়া ইসলামের কাজগুলো ‘করতে হবে/করা উচিত’ এই হিসেবে করতো,
কখনো ইচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়; আর এখন ইনজয় করে, সেই ম্যাথের মত বরং
তার থেকেও বেশি। ভালবাসার কাজ তাই আর গাফলতি আসে না আগের মত।

আগে বেশ ফ্যাশন করত ফারিয়া, ড্রেস-অরনামেন্টস-ব্যাগ সব ম্যাচ করে বেড়াতে
যাওয়া লাগত তার। কিছুদিন পর পর কতগুলো নতুন ড্রেস না নিলে ভালই লাগত
না। এখন এই বাহ্যিকতা সে ত্যাগ করেছে। ইসলামের ছায়াতলে এসে বুঝাতে
শিখেছে, নিজের অপ্রয়োজনে কিছু ড্রেস কেনার থেকে অভাবি কাউকে সেটা কিনে
দেয়াতে অনেক বেশি আনন্দ এবং লাভ। লাভ হওয়ার কারণ হলো—আল্লাহ
তায়ালার সাথে ব্যবসা। আল্লাহর সাথে সে ঠিক নিয়তে ব্যবসা করবে, আল্লাহ
তায়ালা অবশ্যই তাকে ইহকাল এবং পরকালে পরম শান্তি এবং সাফল্য দিয়ে
ভরিয়ে দিবেন।

এখন ফারিয়া বাহ্যিক ত্যাগ করেছে, বাইরে বের হওয়ার জন্য কালো বোরকায়
নিজেকে আবৃত করে নিয়েছে আপাদমস্তক। এখন ফ্যাশন মেইন্টেইন করা
লাইফটাকে খুব জটিল মনে হয় তার, তবে হাজব্যান্ডের সামনে, নিজের রবের
সামনে সালাতে দাঁড়াতে পরিপাটি থাকার চেষ্টা করতে সে আনন্দ পায়।

সন্তান না পেলেও মানসিক শান্তি সে পাওয়া আরম্ভ করেছে আগের থেকে
বহুগুণে। বাইরে থেকে মানুষ দেখে হয়ত ভাবে—আহারে! কষ্টে মেঝেটা নিজের

সব সাধ আহ্বাদ বাদ দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব হলো—সে এখন রবের সাথে তার কমিটিমেন্ট পুরা করার ইচ্ছাতেই তৃপ্তি, শান্তি। আনন্দের সাথে দুনিয়াবি অনেক কাজ, অনেক এট্রাকশন বাদ দিয়েছে। ড্রেস-অরনামেন্টস ম্যাচ করে বাইরে যাওয়া একটা মেয়ে এখন বোরকাতে আবৃত হয়ে প্রশান্তি পায়। সালাত (নামায) না পড়া একজন মানুষ কখনোই বুঝাবে না সিজদাহতে রবের সামিধ্যে যাওয়া কত প্রশান্তির।

সবশেষে...

সন্তানের ট্রাই করতে করতে কম ডাক্তার আর ওয়েব, বই ঘাটাঘাটি করেনি ফারিয়া। কিছু জিনিস বুঝাল এক সময় সো। আর তা হল—

বছরের পর বছর ধরে বার্থ কন্ট্রোল পিল খেতে খেতে এবং বার্থ কন্ট্রোলের বিভিন্ন সিস্টেম—যার মাধ্যমে শরীরের কিছু পরিবর্তন আনা হয় সেগুলা করে সে নিজ হাতে তার শরীরের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে। শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যতীত করেছে। আর তাই হয়ত এখন স্বাভাবিকভাবে কম্পিউট করা তার হচ্ছে না।

প্রথম বাচ্চা নিতে দেরি হলে এরপরে বয়সের সাথে সাথে রিস্ক না হওয়ার সন্তান। অনেক বাড়ে।

কোনো এবরোশন করা হলে সেটাও শরীরের স্বাভাবিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে যায়, মা এবং পরবর্তী বাচ্চা আসা দুজনের জন্যই সমস্যার কারণ হতে পারে।

আর সে যে এবরোশনটা করালো, সে বাচ্চার কথা মনে পড়লে দু'চোখ পানিতে ভরে যায়। আমি একজন বড় খুনী—ভাবে ফারিয়া। সমাজে অনেক খুনীর বিচার হয় কিন্তু এই গোপন খুনীগুলোর বিচার নাই! নিজে মা হয়ে নিজের বাচ্চাকে আমি কিভাবে মারতে পারলাম! এতো পায়স্ত আমি?!!

মাঝে মাঝে কাছের মানুষগুলোর উপরে রাগ লাগে—এই বাস্তবতা কেনো কেউ আমাকে বলেনি, বোঝায়নি!

বিয়ে করতে না চাওয়া, বাচ্চা না নিতে চাওয়া, এবরোশন করানো—এগুলো সব নিজের ভুল হিসেবেই বুঝে ফারিয়া, তাই অন্য মেয়েদেরকে এই ব্যাপারগুলি বোঝায়। সাথে এটাও বুঝায় যে—বিয়ে-সন্তান এগুলো তাকদিরের (ভাগ্যের) ব্যাপার। আল্লাহ যেভাবে দিবেন সেভাবেই হবে। তবে মানুষের চেষ্টার জন্য আল্লাহ অনেক কিছুই দিতে পারেন।

সন্তান দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটাতে ফারিয়া একটা উদাহরণ সবসময় দেয়, তা হলো—আমাদের দুই উম্মুল মুমিনীন খাদিজা আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কথা।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দুইবার বিয়ের পর বিধবা হয়ে চাঞ্চিশ বছরে এসে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও এই বয়সের পরেই আল্লাহর রাসূলের ঘরে অনেক সন্তানের জন্ম দেন।

অপরদিকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন (আগে কোনো বিয়ে হয়নি এমন একমাত্র স্ত্রী)। যৌবনের প্রথম সময়ই ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে, তবুও কোনো সন্তানের মুখ দেখতে পাননি।

সন্তান না পাওয়া ঘেয়েদেরকে তাই ফারিয়া অনুপ্রাপ্তি করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে, নিজেও তা-ই করে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অনেক বড় মুহাদ্দিস, তার মতো কিছুটা হলেও তো আমরা হওয়ার চেষ্টা করতে পারি—বলে ফারিয়া।

ফারিয়া আরো বলে—নিঃসন্তান হওয়ার পাশাপাশি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিধবাও হন তারঁগেই এবং আর কোন বিয়ে করারও তার রাস্তা ছিল না (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মাত্থা উম্মুল মুমিনীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তাই আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীদের আর বিয়ে করা জায়েজ ছিল না), আমরা যারা নিঃসন্তান, তাদের পরীক্ষা তো এত কঠিন না, আমাদের স্বামী আছে বা গ্রহণ করার সুযোগ আছে আর তাই সন্তান হওয়ারও সুযোগ আছে, কারণ আল্লাহর রহমত থেকে আমরা কখনো নিরাশ হই না।

ফারিয়া তাই নিজে দুআ করা বন্ধ করেনি, সন্তান চাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদেরকেও করতে উৎসাহ দেয় এভাবে—“এতে আমার জন্য কল্যাণ থাকলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দিবেন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে যে কাউকে যা ইচ্ছা তাই দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমাদের চাইতে হবে, চাওয়ার মত আস্থা রাখতে হবে, ভরসা করতে হবে তার ক্ষমতার উপর, তাঁর জ্ঞানের উপর (আমাদের জন্য কি ভাল, কি মন্দ তা অবশ্যই তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।)^{১৪২}

^{১৪২} বি. দ্র: সন্তান চাওয়ার কিছু দুআ এবং আমল সংযোজিত করা হলো নিচে :

দশম অধ্যায় : হে যুবক! তোমার জন্য একরাশ অনুপ্রেরণা

কোনো এক রাজকুমার আপনার অপেক্ষায়!

আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, অন্যপাশে একজন রাজকুমার আপনার অপেক্ষায় বসে আছে। সেও হয়ত এই নিঃসঙ্গ দিনগুলি পার করছে, এই একাকী অলস দুপুরগুলো পার করছে, আপনার জন্যে দুআ করছে, আল্লাহর কাছে বলছে। বাসার সবাই যখন খেয়ে উঠে গিয়েছে, সে ভাবতেই পারে আপনি খেয়েছেন কিনা? আপনি কোথায় আছেন আজকের দুপুরে?

যেই ছেলেটার আপনার সাথে বিয়ে আল্লাহ লিখে রেখেছেন, সে হয়ত খুব ব্যস্ত। স্ত্রীর মোহরের টাকা জোগাড় করতে, আপনার ভরণপোষণের জন্য কিছু টাকা আগে থেকে জমিয়ে রাখছে। আর সে যদি বেকার হয়ে থাকে, হয়তো আপনাদের ছোট সংসারের জন্য একটা জব পাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। টুকিটাকি আগ থেকে কিনে রাখছে।

মজার ব্যাপার হল—আপনারা কেউ কাউকে চিনেন না। দেখেনও নি। কোথায় কবে দেখা হবে তাও জানেন না। তবুও সব কিছু জমা করে রাখছেন সেই মানুষটার জন্য। এই ভালবাসাটা তাই স্বর্গীয়!

অন্যদিকে আরেকটা দল আছে। যারা রাস্তাঘাটে, পার্কে, ঝোঁপঝাড়, রিকশা, অন্ধকার রেস্টুরেন্ট, ফ্ল্যাট এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ভালোবাসা বিলিয়ে বেড়ায়নি। এরা নিজেরাই জানে তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী/স্ত্রীর হক শেষ করে দিচ্ছে। নিজের আবেগগুলো মেরে ফেলছে। আরেকজন এর হাতে নিজের সব বিসর্জন দিচ্ছে। সাময়িক আনন্দের মোহে নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানদের সামনে এমন এক পরিচয় দাঁড় করাচ্ছে, যার জন্য তার অনুশোচনা করা লাগবে। সমাজে “ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিটস”-এর একটা অন্তুত পাপের চক্র গড়ে উঠছে। যেখানে কোন কমিটমেন্ট নেই। আবেগ নেই। কেবল নরম মাংস আর লালারসের খেলা! ছি!

মানুব যখন একটার পর একটা খারাপ কাজ করা শুরু করে তখন সে দুই উপায়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

* Duas for infertile couples--<https://islamqa.info/en/2910>

*ছোট একটি আনলে জীবনের ৮টি প্রধান সমস্যার সমাধান ও একটি সারপ্রাইজ পুরকার : <https://www.youtube.com/watch?v=qVm>

প্রথমতঃ সে স্বীকারই করতে চায় না যে, সে একটা খারাপ কাজ করছে।

সন্তুষ্ট হলে উল্টো আরও সে কুরআন হাদিস থেকে রেফারেন্স টেনে এনে তাকে বৈধতা দিয়ে ফেলো।

দ্বিতীয়তঃ সে তার চেয়েও খারাপ কারো উদাহরণ টেনে আনে। যেমন, এক্ষেত্রে বলা যায়—“সে তো জিনা করেছে। আমি তো কেবল পার্কে গিয়েছিলাম।” অর্থাৎ একজন ভালো স্ট্রান্ডার পুরুষ/মহিলা এই দুই যুক্তির কোনোটাই না দেখিয়ে খালেস দিলে দুই রাকাত সালাত পড়ে তাওবাহ করে ফেলবে। পারলে আজকেই। এই লিখা পড়েই। কয়জনের সেই সৎ সত্ত্ব আছে? শুধু আল্লাহর জন্যে আজকেই, এখনই লাইফে একটা চেইঞ্জ নিয়ে আসা।

আল্লাহ বলেননি যে, জিনা মানেই কেবল একটা আলাদা রূমে নির্জনবাস করা লাগবে আরেকজন ছেলে/মেয়ের সাথে।

আমাদের হাতের জিনা হয় নিষিদ্ধ বস্তু ধরলে। চোখের জিনা হয় হারাম জিনিস দেখলে। পায়ের জিনা হয় যে পথে পাপ আছে সেদিকে পা বাড়ালে। আর সর্বশেষে তা চূড়ান্ত জিনার দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাই জিনা না করতে বলেছেন তাই নয়, এর আগেই সেটা শেষ করেছেন। নিচে একটি আয়াত আছে। পড়ুন।

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فِحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا.

আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ।^{১৪৩}

সহিহ বুখারির একটি হাদিসে এদের শাস্তির ব্যাপারে আছে,

যিনাকারীরা বিবন্ত অবস্থায় এমন এক চুলার মধ্যে থাকবে যার অগ্রভাগ হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ আর নিম্নভাগ হবে প্রশস্ত, তার তলদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকবে, তাদেরকে তাতে দপ্ত করা হবে। তারা মাঝে মধ্যে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যাবে; অতঃপর আগুন যখন স্থিমিত হয়ে যাবে তখন তাতে তারা আবার ফিরে যাবে। তাদের সাথে এই আচরণ কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।

^{১৪৩} সুরা ইসরাঃ ৩২।

তাই আল্লাহ একদম সহজ সল্যুশান দিয়েছেন বিয়ে। আর বিয়ে করতে না পারলে রোজা। তবে সবার জন্য বিয়ে ফরজ নয়। অনেকের জন্য আবার নিষিদ্ধও বটে।

বিয়ে যখন ফরজ

যদি সামর্থ থাকার সাথে সাথে চাহিদা এতো বেশি থাকে যে, বিয়ে না করলে ব্যভিচার বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—তখন বিয়ে করা ফরজ।

বিয়ে যখন ওয়াজিব

কারো শারীরিক চাহিদা আছে এবং এই পরিমাণ ক্ষমতা আছে যে, সে তার এবং স্ত্রীর খরচ বহন করতে পারবে—তখন বিয়ে করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বিয়ে থেকে বিরত থাকলে গুনাহগার হবে।

বিয়ে যখন সুন্নত

যদি শারীরিক চাহিদা প্রবল না থাকে, কিন্তু স্ত্রীর অধিকার আদায়ের সামর্থ রাখে তখন বিয়ে করা সুন্নত।

বিয়ে যখন করা উচিত নয়

যদি কারো মনে এই ধারণা আসে যে, সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না। তার জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

বিয়ে কেবল একজনের চোখে আরেকজন সারাদিন চেয়ে থাকা নয়। আইন্সুন্ম খাওয়া নয়। কন্দুবাজারে হানিমুন করা নয়। অনেক দায়িত্ব নিয়ে আসে এই বিয়ে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের পূরকারও আল্লাহ দিবেন। এই দায়িত্ব পালনে আলাদা মজা আছে। বড়ের সাথে খুনসুটিতে মজা আছে। এই অভিমান ভাঙানোয় মজা আছে। একসাথে খোশগল্লে মজা আছে। যার কোনোটাই হারাম “রিলেশানশীপ”-এ নেই।

আমাদের অভিভাবক যারা আছেন তাঁরা এই সহজ আর রহমতের ব্যাপারটাকে ২০ লাখ টাকার মোহর (কাবিন), ঢাকায় সেটেল্ড, ছেলের গুলশানে বাড়ি আর মার্সিডিজ গাড়ির প্র্যাঁচে গেঁথে ফেলেছেন। আল্লাহ তাঁদের শুভবুদ্ধি দিক।

আর যেসব হলুদ মিডিয়া আর “কাছে আসার গন্ধ” আমাদের ছেলে/মেয়েদের নষ্ট করে গ্লানিতে ভরা এক জীবন অভিশাপস্বরূপ দিয়েছে, আল্লাহ তাদের ফয়সালা করুন।

এবং যেসব ছেলে/মেয়ে ইতোমধ্যে তাদের অতীতে করে আসা গুনাহের জন্য অনুত্থ হয়েছে তাদের আজই দুই রাকাত সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিন। প্রতিটা দুআর জন্য “আমিন” মন থেকেই।

দুনিয়ার স্ত্রীকে রেখে জাগ্রাতী স্ত্রীর খোঁজে

সাদ আল আসওয়াদ আস-সুলুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তিনি ছিলেন গরীব। গায়ের রঙ কালো। কেউ তাঁর কাছে নিজের মেয়েও বিয়ে দিতে চাইতো না।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন—“ইয়া রাসূল! আমি কি জানাতে যাবো?”

“আমি তো নীচু মাপের ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হই।

কেউ আমাকে নিজের মেয়ে দিতে রাজি হয় না।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের দুঃখ বুঝতেন নিজের আপন ভাইয়ের মত করে, নিজের সন্তানের মত করে। তিনি তাদেরকে অনুভব করতেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তিনি এই সাদকে পাঠিয়েছিলেন ইবনু আল-ওয়াহহাবের কাছে।

সাধারণ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না এই ইবনু আল-ওয়াহহাব। তিনি হলেন মদিনার নেতাদের একজন। কিছুদিন যাবৎ মুসলিম হয়েছেন। তাঁর মেয়ে অপরূপ সুন্দরী রমণী, রূপের জন্য বিখ্যাত। সেই ইবনু আল-ওয়াহহাবের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন।

নেতার মেয়ে বিয়ে করবে সা'দের মতো একজনকে? যে তার সৌন্দর্যের জন্য এতো প্রসিদ্ধ, সে হবে সা'দের বউ? স্বাভাবিকভাবেই ইবনু আল-ওয়াহাবের প্রতিক্রিয়া ছিল—“আকাশ-কুসূম কল্পনা ছেড়ে বাঢ়ি যাও...।”

কিন্তু তাঁর মেয়ে ততক্ষণে শুনে ফেলেছেন। সে বলে উঠলো—

“বাবা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরোধ করেছেন তাকে বিয়ে করার জন্যে, তুমি কিভাবে উনাকে ফিরিয়ে দিতে পারো?? রাসূলের উৎকষ্ট থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমাদের অবস্থানটা কি হবে?”

এরপর সা'দের দিকে ফিরে বললো—“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলুন, আমি আপনাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত।”

সা'দের ঘন সেদিন আনন্দে পূলকিত। সে বেন খুশিতে টগবগ করে ফুটছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০০ দিনার মোহরানায় তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—“হে রাসূল! আমি তো জীবনে কোনোদিন চারশ দিনার দেখিই নি! আমি এই টাকা কীভাবে শোধ করবো?”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন—“আলি আল-নু'মান ইবনু আউফ আর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কাছ থেকে দুইশ দুইশ করে মোট চারশ দিনার নিয়ে নিতে।”

দুজনেই উনাকে দুইশর বেশি করে দিনার দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

টাকার যোগাড়ও হয়ে গেলো। এখন নতুন বউয়ের কাছে যাবেন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

মার্কেটে গিয়ে সুন্দরী বউয়ের জন্যে টুকিটাকি কিছু উপহার কেনার কথা চিন্তা করলেন তিনি। মার্কেটে পৌঁছে গেছেন, হঠাৎ তাঁর কানে আসলো জিহাদের ডাক।

“যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।”

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকালেন একবার, বললেন—“হে আল্লাহ! আমি এই টাকা দিয়ে এমনকিছু

কিনবো যা তোমাকে খুশি করবে। নতুন বউয়ের জন্য গিফট কেনার বদলে তিনি
কিনলেন একটি তরবারি আর একটি ঘোড়া।”

এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন জিহাদের ময়দানে, নিজের চেহারাটা কাপড় দিয়ে
মুড়িয়ে ঢেকে নিলেন, যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে
দেখে চিনে ফেলতে না পারেন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাকে দেখলেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন! সে যে সদ্য-বিবাহিত!

সাহাবারা বলাবলি করছিলেন—“যুদ্ধ করতে আসা এই মুখ্তাকা লোকটি কে?”

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—“বাদ দাও, সে যুদ্ধ করতে এসেছে।”

ক্ষিপ্রতার সাথে সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ায়
আঘাত হানা হলো, ঘোড়া পড়ে গেলো। সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন।
ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কালো চামড়া দেখে
ফেললেন—

“ইয়া সা’দ! এ কি তুমি?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ়্নের জবাবে
তিনি বললেন—“আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক ইয়া আল্লাহর
রাসূল! হ্যাঁ, আমি সা’দ!”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—“হে সা’দ! জান্নাত ছাড়া তোমার
জন্য আর কোনো আবাস নেই।”

সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর
করেকজন বললো সা’দ আহত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুটে
গেলেন ময়দানে। সা’দকে খুঁজতে লাগলেন। তাকে পেয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা’দের মাথাখানা নিজের কোলের উপর রেখে কাঁদতে শুরু
করলেন। তাঁর অশ্র গড়িয়ে গড়িয়ে সা’দের মুখের উপর এসে পড়ছিলো। রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ বেয়ে নেমে আসছিলো অকোর ধারা।
একটু পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে শুরু করলেন, আর
তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের একজন সাহাবা উনাকে দেখে বিশ্বায়ে
বললেন—

কিনবো যা তোমাকে খুশি করবে। নতুন বউয়ের জন্য গিফট কেনার বদলে তিনি
কিনলেন একটি তরবারি আর একটি ঘোড়া।”

এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন জিহাদের ময়দানে, নিজের চেহারাটা কাপড় দিয়ে
মুড়িয়ে ঢেকে নিলেন, যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে
দেখে চিনে ফেলতে না পারেন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাকে দেখলেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন! সে যে সদ্য-বিবাহিত!

সাহাবারা বলাবলি করছিলেন—“যুদ্ধ করতে আসা এই মুখ্যাকা লোকটি কে?”

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—“বাদ দাও, সে যুদ্ধ করতে এসেছে।”

ক্ষিপ্রতার সাথে সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ায়
আঘাত হানা হলো, ঘোড়া পড়ে গেলো। সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন।
ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কালো চামড়া দেখে
ফেললেন—

“ইয়া সা’দ! এ কি তুমি?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ়্নের জবাবে
তিনি বললেন—“আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক ইয়া আল্লাহর
রাসূল! হ্যাঁ, আমি সা’দ।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—“হে সা’দ! জানাত ছাড়া তোমার
জন্য আর কোনো আবাস নেই।”

সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর
কয়েকজন বললো সা’দ আহত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুটে
গেলেন ময়দানে। সা’দকে খুঁজতে লাগলেন। তাকে পেয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা’দের মাথাখানা নিজের কোলের উপর রেখে কাঁদতে শুরু
করলেন। তাঁর অশ্র গড়িয়ে গড়িয়ে সা’দের মুখের উপর এসে পড়ছিলো। রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ বেয়ে নেমে আসছিলো অকোর ধারা।
একটু পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে শুরু করলেন, আর
তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের একজন সাহাবা উনাকে দেখে বিস্ময়ে
বললেন—

“হে রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে এমনটি কথনো
করতে দেখিনি।”

আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—“আমি কাঁদছিলাম,
কারণ আমার প্রিয় সঙ্গী আজ চলে গেলো! আমি দেখেছি সে আমার জন্য কী ত্যাগ
করলো আর সে আমাকে কতো ভালোবাসতো। কিন্তু এরপর আমি দেখতে পেলাম
তার কী ভাগ্য, আল্লাহর কসম! সে ইতিমধ্যে হাউদে পৌঁছে গেছে।”

আবু লুবাবা জিজেস করলেন—“হাউদ কি?”

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

“এটি হলো এমন এক ঝর্ণা, যা থেকে কেউ একবার পান করলে জীবনে আর
কোনোদিন পিপাসার্ত হবে না, এর স্বাদ মধুর চেয়েও মিষ্টি, এর রঙ দুধের চেয়েও
সাদা! আর যখন আমি তাঁর এইরূপ মর্যাদা দেখলাম, আল্লাহর কসম! আমি হাসতে
শুরু করলাম।”

“তারপর আমি দেখতে পেলাম সা’দের দিকে তাঁর জামাতের স্ত্রীগণ এমন
উৎফুল্লভাবে ছুটে আসছে যে, তাদের পা-গুলো বের হয়ে পড়ছে, তাই আমি চোখ
ফিরিয়ে নিলাম।”

আল্লাহ আকবার! এই হচ্ছে আমাদের সাহাবিদের সত্য ঘটনা।

উসমানি খিলাফতের সময় বিয়ের কিছু চল্লকার আইন

১. ঐচ্ছিক বিয়ের বয়সের শুরু হতো আঠার থেকে। শেষ হতো পঁচিশ। এর মধ্যে বিয়ে না করলে তাকে বাধ্য করে বিয়ে করানো হতো।
২. যদি কেউ অসুস্থতার অভ্যুত্ত দেখাতো, তদন্ত করে দেখা হতো, বক্ষ্যটা সঠিক কিনা। রোগটা নিরাময়যোগ্য হলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় চাপ স্থগিত রাখা হতো। আর দুরারোগ্য ব্যাধি হলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই বিয়ে করতে বাধা দেয়া হতো।
৩. পঁচিশ বছর হয়ে যাওয়ার পরও যদি কেউ বিনা কারণে বিয়ে না করে থাকতো, তার আয়/ব্যবসা বা সম্পদের এক চতুর্থাংশ কেটে রাখা হতো। জন্মকৃত অর্থ নিয়ে বিবাহোচ্ছুক গরীবদের বিয়ের বন্দোবস্ত করা হতো।
৪. পঁচিশের পরও বিয়ে না করলে তাকে রাষ্ট্রীয় কোনো চাকরিতে নেয়া হতো না। কোনো সংগঠনেও চুক্তে দেয়া হতো না। আর চাকরিতে থাকলে ইস্তফা দেয়া হতো।
৫. কোনো ব্যক্তির বয়স যদি পঞ্চাশ হয়ে যায়, ঘরে বিবি থাকে একটা, কিন্তু তার আর্থিক সংগতি ভালো, তখন তাকে সামাজিক কোনো কাজে অর্থ দিয়ে অংশগ্রহণ করতে বলা হতো। গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করলে সামর্থ্য অনুসারে অন্তত এক থেকে তিনজন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হতো।
৬. আঠার থেকে পঁচিশের মধ্যে যদি কোনো গরীব যুবক বিয়ে করতো, তাকে ছরুমতের পক্ষ থেকে ১৫৯ থেকে শুরু করে ৩০০ দুনমা পরিমাণের জমির বন্দোবস্ত দেয়া হতো। চেষ্টা করা হতো জমিটা যেন তার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও হয়। এক দুনমা সমান : ৯০০ মিটার।
৭. গরীব বর যদি কারিগর বা ব্যবসায়ী হয়, তাকে পুঁজি দেয়া হতো কোনো বিনিময় ছাড়াই। তিনি বছর মেয়াদে।
৮. ছেলে বিয়ে করার পর, বাবা-মায়ের সেবা করার জন্যে আর কোনো ভাই না থাকলে বরকে বাধ্যতামূলক সেবাকার্যক্রম থেকে রেহাই দেয়া হতো। তদ্বপ্র মেয়ের বিয়ের যদি বাবা মায়ের সেবার জন্যে ঘরে কেউ না থাকে, মেয়ের জামাইকেও বাধ্যতামূলক সেবা কার্যক্রম থেকে রেহাই দেয়া হতো।

৯. পঁচিশের আগেই বিয়ে করে তিনি সন্তানের বাবা হলে নৈশস্কুলে বিনামূল্যে তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। সন্তান তিনজনের বেশি হলে তিনজনের লেখাপড়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হতো। বাকী সন্তানদের জন্যে দশ টাকা করে বরাদ্দ করা হতো তের বছর বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত। কোনো মহিলার ঘরে চার বা তার চেয়ে বেশি ছেলে সন্তান থাকলে তাকে মাথাপিছু ২০ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হতো।

১০. কোনো ছাত্র লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকলে লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত রাখার অনুমতি দেয়া হতো।

১১. কোনো কারণে স্বামীকে অন্য এলাকায় থাকতে হলে বাধ্য করা হতো সাথে করে স্ত্রীকেও নিয়ে যেতে! যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে স্ত্রীকে সাথে নিতে না পারলে স্বামীর যদি আরেক বিয়ে করার সামর্থ থাকতো, তাকে কর্মসূলে আরেক বিয়ে করতে বাধ্য করা হতো। তারপর চাকরি শেষে নিজের এলাকায় ফিরলে দুই স্ত্রীকেই সমান অধিকারে রাখতে বাধ্য করা হতো।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আইনগুলো হয়তো বেখাল্পা লাগবে। কিন্তু সমাজে প্রচলিত সব ধরনের অনাচার রোধে আইনগুলো বেশ কার্যকর বলেই মনে হয়।

সৃষ্টিকর্তা নিজেই যখন বেকার যুবকদের বিবাহের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন!

এমনকি আল্লাহ প্রতিজ্ঞাও করেছেন...

“বিয়ে করলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন।”

তবুও মেয়ে বিয়ে দেয়ার সময় কেবলই চাকরিজীবী ছেলে খোঁজাটা মূলত আল্লাহর উপর অনির্ভরশীলতার ইঙ্গিত।

আমি তো মনে করি—

“একটা ভালো চাকরির পূর্বশর্তই হচ্ছে “বিয়ে”।

কেননা, তখন তাকে রিজিক প্রদান করার দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিয়ে নেন।

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِمْ.

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন কর, আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দেবেন।^{১৪৪}

অবশ্য উক্ত আয়াতে বিবাহহীনদের অবিভাবকদেরকেই আল্লাহ তায়ালা এ আদেশ করেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা জানেন, অবিভাবকেরা কিসব চিন্তা করেন।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে কেউ বিয়ে করতে চাওয়াকে সামাজিকভাবে খারাপ চোখে দেখা হয়। আপনার আরেকটা মেয়ে থাকলে তাকে খাওয়াতেন না? তাহলে মেয়েকে বিয়ে করিয়ে মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি মনে করে খাওয়াতে অসুবিধা কোথায়? প্রতিষ্ঠিত ছেলের সাথে বিয়ে দিতে হবে এই চিন্তা বাদ দিন। আপনার মেয়ে ও সমাজে অসংখ্য ছেলেকে চারিত্রিক শুল্কতা নিয়ে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করুন। নিশ্চয়ই এখন যে ছেলেটা বেকার, সেই কয়দিন পর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করবে। তখন কিন্তু তার চাহিদাও বেড়ে যাবে। প্রতিষ্ঠিত হয়েই যখন বিয়ে করতে হলো, তখন ভাল দেখেই বিয়ে করি। তখন দেখা যায় এসকল মেয়েদের আর বিয়ে হয় না। আবার কোনো কোনো অভিভাবক লেখাপড়া শেষ করার আগে বিয়ে দিতে চায়না, ফলে মেয়ের বয়স বেড়ে যায়, তারপর চেহারার লাবণ্যতা নষ্ট হয়। বয়স্ক মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায়না। আরো যদি লাবণ্যতা হুস পায়, তাহলেতো কথাই নাই। তাই দেখা যায় অনেক আপুদের বিয়ে হচ্ছেনা বলে অভিভাবকদের ঘূর্ণ হারান হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগেও যেসকল প্রস্তাব নাকোচ করেছিলেন, এখন তাদের হয় বিয়ে হয়েছে অথবা তারা এখন আর আগ্রহী নয়। তো আসুন! সবাই বিয়েকে তথা হালালকে সহজ করি এবং প্রেম তথা হারামকে কঢ়িন করি।

^{১৪৪} সূরা নূর : ৩২।

ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিন সাবালক হলেই

আপনি যদি বর্তমান সমাজব্যবস্থার কল্যাণিত দিকগুলো দেখেন তার অধিকাংশের কারণ মূলত বিয়েতে দেরি করা। তা আপনি বুরুন আর না-ই বুরুন!

পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের জন্য দুটি দিকে খুবই দায়িত্বান্ত হওয়া দরকার। সন্তান লালনপালনে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সন্তানকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলেই বিয়ে দিতে হবে।

অর্থনৈতিক গ্যারান্টির জন্য যদি মেয়ের অবিভাবকরা চাকরিজীবি খোঁজেন, তাহলে মৃত্যুর গ্যারান্টি কে দিবে?

বিয়ে করুন, সচ্ছল হবেন ইনশা আল্লাহ

বিবাহ করা ও করানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ও মুসলিমদের জন্য একটি কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন কর, আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন।^{১৪৫}

অনেক মানুষ সচ্ছলতা না থাকার কারণে ও অত্যাধিক খরচের ভয়ে বিয়ে করতে সাহস করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ঝগঢ়হীতা মারা গেলে কেয়ামতের দিন তার কাছে তার ঝগ আদায় করে নেয়া হবে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর শক্তি ও তার শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঝগ করে; যে ব্যক্তির কাছে কেউ মারা গেলে তার দাফন-কাফনের জন্য ঝগ করে এবং যে ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না বলে আশঙ্কা করছে আর এ কারণে তার নিজের ধর্মের ব্যাপারেও শক্তি হয়ে

^{১৪৫} সুরা নূর : ৩২।

পড়েছে, ফলে সে বিয়ের জন্য খণ্ড করেছে। কেয়ামতের দিন এই তিনি প্রকার খণ্ডী
ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা খণ্ড পরিশোধ করে দিবেন।^{১৪৬}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমরা নারীদেরকে বিয়ে করো, কারণ নারীরা তোমাদের কাছে সম্পদ
নিয়ে আসবে।^{১৪৭}

অর্থাৎ, তোমরা দরিদ্র থাকলেও বিয়ে করার পর সচ্ছল হয়ে উঠবে।

^{১৪৬} সুনানু ইবনু মাজাহ : ২৪৩৫।

^{১৪৭} মুসতাদরাকে হাকিম : ২৭২৬।



একাদশ অধ্যায় : বহুবিবাহ

দ্বিতীয় বিয়ে?

Why 2nd Marriage?

একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে স্বামী বলছে,

- শোনো, আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাই!
- কেনো! আমি কি দেখতে যথেষ্ট খারাপ! আমি কি ভালো নই?
- ব্যাপারটি তা নয়। যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি সে সদ্য তালাকপ্রাপ্ত ২ সন্তানের মা। খুব দুঃখ-কষ্টে দিন কাটছে তাদের। তাদের অবস্থা এতেটাই শোচনীয় যে, দুপুর হলে তার বাচ্চাদের জন্য কোথা থেকে খাবার আসবে সেটাও তার জানা নেই।
- (স্ত্রী) আমি বললাম, কেনো? ওদের বাবা কোথায়? সে কি নিজের বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারছে না?
- তাদের তালাক হয়ে গেছে।
- তাহলে বিয়ে করতে হবে কেনো? নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করার আরও অনেক উপায় আছে। তুমি চাইলে তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারো।

বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা আমি কল্পনাও করতে পারি না!

আমার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। তার ভালোবাসা, হাসি, রসিকতা এগুলো আমি ছাড়াও অন্য নারী উপভোগ করবে? সে আমাকে ছাড়াও আরেকজন নারীকে স্পর্শ করবে, আর তাকে ভালোবাসার কথা শোনাবে—এটা অসম্ভব!

এটা মেনে নেওয়া যায় না। চরম ক্ষেত্র, দুঃখ আর অপমানের জ্বালায় আমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ওর জন্যে কী না হইনি? একজন স্ত্রী, প্রেমিকা, গৃহিণী কত কিছু। কীভাবে পারলো ও আমাকে এতেটা অপমান করতে? মনে হচ্ছিলো—আমি হয়তো বেশি ভালো না বা বেশি সুন্দরী না কিংবা অল্পবয়সী না। কিংবা শুধু আমি ওর জন্য যথেষ্ট না—এজন্যই দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলছে!

নাহু! এটা মেনে নেওয়া যায় না। তখনই ওকে আমার সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম। তীব্র কঢ়ে বলে উঠলাম—‘যদি কোনো দ্বিতীয় স্তৰী এই বাড়িতে ঢুকে, তাহলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো।’

কয়েকদিন পর স্তৰীর মনের ভাবনা...

নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে। সে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে আর কোনো কথা বলেনি। আমার অনঢ় অবস্থান আর ত্বকিতে সে পরাজিত হয়েছে। আমি জানিনা সেই মহিলা ও তার বাচ্চাগুলোর শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিলো। বোধহয় ওরা সবাই অন্য কোন এক শহরে চলে গেছে। তার জন্য একটু কষ্ট ও মায়া হয়েছিলো বৈকি।

এরপর আমার স্বামী আর কখনোই দ্বিতীয় বিয়ে কথাটি উচ্চারণ করেননি, যার কারণে আমিও খুব খুশি। নিজের স্বামীকে ধরে রাখতে পেরেছি সেই আনন্দে আত্মহারা! কিন্তু তখনও জানতাম না আমাদের সবয় খুব শীঘ্ৰই ফুরিয়ে আসছে...।

একদিন মাগরিবের সালাতের পর ও (স্বামী) বললো—ওর খুব মাথা ধরেছে, ইশার সালাত পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। তিনি শুয়ে রাইলেন।

কিন্তু হায়! তার আর সে রাতে ইশার সালাত আদায় করা হয়নি। কারণ ওর সে ঘূম আর ভাঙ্গেনি। সে রাতেই উনি মারা যান। তার আচমকা মৃত্যুতে আমি পুরো হতবিহুল হয়ে পড়ি! যে মানুষটার সাথে সারাটা জীবন কাটিয়েছি, সে হ্যাঁ করেই পরপরে চলে গেলো। এরপর কতকাল ধরে যে ওঁর জন্য কেঁদেছি তা কেউ জানেনা।

স্বামী মারা যাওয়ার কিছু দিন পর...

সেসময় কোনকিছু দেখাশোনা করে রাখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। অযত্নে অবহেলাতে একে একে সব হারাতে শুরু করলাম। প্রথমে আমাদের গাড়ি, এরপর দোকান, এরপর বাড়ি। সব নিয়ে গেলো লোভি মানুষেরা।

শেষমেয়ে দুই সন্তানসহ আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হ্যাঁ এতোগুলো মানুষের উপস্থিতিতে ওদের বাড়িটা গিজগিজ করতো। আমার ভাবীও দিনে দিনে অতীট হয়ে উঠছিলেন। খুব ইচ্ছে হতো ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সেসময় আমার দরকার ছিল একটি চাকরি। কিন্তু আমার কোন দক্ষতা ছিল না।

কিন্তু মানুষের দয়ায় এভাবে কতদিন মাথা খুঁজে পড়ে থাকা যায়? নিজেদের জন্য একটি আলাদা বাসার প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভব করছিলাম।

যখন আমার স্বামী বেঁচে ছিলেন, আমরা কত আরামে ছিলাম। ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু উনি চলে যাওয়ার পরে জীবন এতো কঠিন হয়ে গিয়েছিলো। আমি প্রতিটা দিন উনার অভাব বোধ করতাম। হৃদয়ের প্রতিটা অংশ দিয়ে উনাকে খুঁজে ফিরতাম। কী করে মানুষের জীবন এতো ভয়ানকভাবে পাল্টে যায় তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না!

হঠাতে একদিন আমার ভাই আমাকে ডেকে তার পরিচিত এক ভাইয়ের কথা বললেন। সেই ভাই নাকি বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। ভালো মানুষ, চমৎকার আচার ব্যবহার, আর অনেক দ্বীনদার। উনি চান—আমি উনার দ্বিতীয় স্ত্রী হই। আমার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো দ্বিতীয় স্ত্রী কথাটি শুনলাম। কিন্তু এবারে পরিস্থিতি কতো ভিন্ন।

একদিন আমাদের দেখাদেখির ব্যবস্থা হলো। অবিশ্বাস্যভাবে আমার উনাকে খুব পছন্দ হয়ে গেলো। উনার প্রতিটা ব্যাপারই খুব ভালো লাগছিলো। উনি আমাকে বললেন—‘তার প্রথম স্ত্রী জানেন যে তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী, তবে সে এর বিপক্ষে।’ তিনি এটাও বললেন যে, দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে পেয়েছেন জানলে উনার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা তার জানা নেই; তবে উনার স্ত্রীর বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরই এখন উনার চূড়ান্ত জবাব নির্ভর করছে।

সে রাতে আমি ইস্তিখারা সালাত আদায় করলাম। আমি পাগলের মতো চাছিলাম, যেন বিয়েটা ঠিকঠাক হয়ে যায়। আমার মনে পড়লো আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এরকম করেই আমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছিলো। মনে পড়ে গেলো আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাতে করে অনুত্তাপে পুড়ে যাওয়ার মতো একটা উপলব্ধি হলো। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি আমার জীবনে আরেকজন নারীকে স্থান দেইনি, তাহলে আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে স্থান নেওয়ার সুযোগ দেবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন।

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলাম। অবাক লাগছিলো! জীবনে একবারও আমার মনে হলো না যে, আমি যে কাজটি করছি তা কতটা ভুল? আমি সবসময় ভেবে এসেছি যে, এমন করাটাই সঠিক কাজ ছিল। এখন যখন আমার অবস্থান পাল্টে গেছে, প্রয়োজনটা যখন এবার আমার, তখন আমি বুঝতে পারলাম

কতোটা ভুলের মধ্যে ছিলাম আমি! আমি আরেকজন নারীর স্বামী পাওয়ার
অধিকারকে অস্বীকার করছিলাম।

আমি দুআ করতে থাকলাম—যেন উনার স্ত্রী আমাকে মেনে নেন..।

কয়েকদিন পর উনি আমাকে ফোন করলেন। বললেন, উনার স্ত্রীর এটা মেনে নিতে
খুবই কষ্ট হচ্ছে, তবুও তিনি আমার সাথে দেখা করতে আগ্রহী।

বিবাহের পর

আজ উনার স্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। আমি তার বাসায় ড্রাইভিং মে বসে
আছি। ভাবছি—দ্বিতীয় বিয়ে বিষয়টা কেমন! কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে
গেলো। আমার স্বামীর সাথে আমার বলা কথাগুলো বার বার মনে হচ্ছিলো—
“কেনো তুমি ২য় বিবাহ করবে? কেনো? আমি কি খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো
নই? না, না, না! আমি কখনোই দ্বিতীয় একজন স্ত্রীকে মেনে নিতে পারি না। যদি
তুমি আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করতে চাও, তো করো; কিন্তু মনে রেখো! ফিরে
এসে তুমি আমাকে আর এখানে দেখতে পাবে না।”

অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। খুব দুঃশিক্ষিতা হচ্ছিলো। আল্লাহর কাছে অনেক দুআ
করছিলাম,

হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন, তার স্ত্রীর হাদয়ে তুমি রহমত দান করো, সহিহ
বুঝ দান করো, ইত্যাদি...।

তিনি কুমে এলেন। তাকে দেখলাম আমার ঘরটাই একজন নারী ও স্ত্রী, যে তার
স্বামীকে খুব ভালোবাসে। যে তার স্বামীকে হারাতে ভয় পায়! তার চোখগুলো
ছলছল করছিলো। সে আমার হাত দুটো ধরে বললো,

বোন আমার! আপনি যতই অসহায় হোন না কেনো, আমার জন্য এটা মেনে
নেওয়া কী যে কঠিন! তারপরও দু'আ করি—যেন আমরা দু'জন আপন বোনের
মতো থাকতে পারি।

আমি হৃত করে কেঁদে দিলাম। আমার এই কঠিন সময়ে শুধু এটুকুই লাগতো—
একটি সখ্যতার হাত আমাকে বুকে টেনে নেবে। আমাকে আশা দেবে। বেঁচে থাকার
ইচ্ছাটা ফিরিয়ে আনবে। উনার স্ত্রীর জন্য সেটুকু পেলাম।

উনার স্ত্রী আমার জীবনে এমন একজন নারীর দৃষ্টান্ত, যেমন নারী আমি নিজে কখনো হতে পারিনি। আমি উনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। একসময় ভাবতাম কেউ কারো স্বামীকে নিশ্চয়ই আমার মতো করে এতো বেশি ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু উনার স্ত্রীকে দেখে ধারণাটি বদলে গেলো। এই মানুষটির কাছ থেকেই শিখতে পারলাম নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আসল পরিচয়।^{১৪৮}

বিধবা বিবাহ : একটি সুন্নাহ!

আমরা একটা সুন্নাতকে আবার জাগাতে পারি!

বিধবা মা-বোনের সংখ্যা সমাজে কম নয়। সমাজ এদের আড়াল করে বাখে। এখন পুরুষের জন্য বিধবা বিয়ে লজ্জার বিষয়। তালাকপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথেও এমনি আচরণ করা হয়। যেকোনো কারণে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে—আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তো আর ফেরেশতা করে দুনিয়াতে পাঠায়নি। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত বলে অনেক পুরুষ বিশাল হাদিয়া দাবী করে! এমন ভাব ধরে যেন সে অনেক বড় ইহসান করে ফেলেছে! আল্লাহ পানাহ।

আমার কাছে বিধবা বিয়েটা সম্মানের মনে হয়। কারণ, বিশেষ করে এখানে একজন নারীর আশ্রয়ের বিষয় জড়িত। বিধবার জীবন খুব কাছে থেকে দেখেছি। বিয়ের সময় বাড়িতে বিধবা বিয়ের আগ্রহের কথা জানালে খুব তিরক্ষার করা হয় আমাকে। ছি! এতটা নিচে নেমে গেলি তুই? ঘর সংসার করা মেয়েকে তুই? এমন কথা কানে শুনতে হয়েছিল! পরে সে সুযোগ হয়নি আর।

আমরা বিধবা বিয়েকে ঘৃণা না করি। এটি একটি সুন্নাহ। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রীই বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন। সচেতনতা বাঢ়াই নিজেদের মধ্যে। এগিয়ে আসি।

^{১৪৮} ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত একটি ইংরেজি লিখার অনুবাদ। অনুবাদক : রাজেয়ানুল ইসলাম আলিফ। সম্পাদক : আবু আনাস।

আমরা কি পারি না, এই অসহায় মা-বোনগুলোর প্রতি একটু ভালবাসা আর
মুহারতের দৃষ্টি দিতে? আর বিধবা আশ্রিত মা-বাপ-ভাইদের চেহারায় হাসি
দেখতে? ^{১৪১}

একজন বিধবা নারীর কান্না যে কত অসহনীয়!

এক দম্পত্তিদের সংসার চলছে খুব ধূমধামে, আমোদ-প্রমোদে, একদিন স্বামী
স্ত্রীকে বলল—আমি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাই একজন বিধবা নারীকে, ঐ বিধবা
নারীর স্বামীর আরো দুটি সন্তান রেখে ইন্দ্রিকাল করার পরে তাদের দেখাশোনার
কেউ নেই, যার কারণে ঐ বিধবা নারী অতি কঢ়ে দিন-যাপন করছে, আমি তাকে
বিবাহ করে তার সমস্যাগুলোর সমাধানে সাহায্য করতে চাই।

স্ত্রী বলল—কেনে বিবাহ করবেন, আমি কি আপনার জন্য যথেষ্ট নই? আপনার
চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে কি কোনো ক্ষমতি করছি? বা কোনো অন্যায় করেছি?
দরকার হলে আপনি ঐ বিধবা মহিলাকে আর্থিক সাহায্য সহযোগীতা করুন, তবুও
আপনাকে বিবাহ করতে দেয়া হবেন।

যদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন তাহলে আমি আপনার সংসারে থাকবোনা— এমনও
হতে পারে আত্মহত্যা করব।

স্বামী বেচারা স্ত্রীর কথা শুনে কষ্ট পেল ও ভয় পেল এবং বলল যে, ঠিক আছে
আমি দ্বিতীয় বিবাহ করবো না। এভাবে চলতে লাগলো তাদের আনন্দময় সুখের
সংসার।

প্রায় দুবছর পর হঠাৎ স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লো, কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসা
হল—সুস্থ হলোনা, ডাক্তার বলল—বাড়িতে নিয়ে যান, যা খেতে চায় তা খাওয়ান,
হয়তো আপনার স্বামী বেশি দিন বাঁচবেন॥ একথা শুনে স্ত্রীর মাথায় যেন আকাশ
ভেঙ্গে পড়লো, পায়ের নিচের মাটিটাও যেন সরে গেল। কি আর করার, স্বামীকে
বাড়িতে নিয়ে এল আর দিনরাত কান্না করে আল্লাহর কাছে হায়াত বৃদ্ধির দুআ
করতে লাগলো॥ একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো, স্বামী ও স্ত্রীর কথপোকথন
শুরু হল—

^{১৪১} লিখেছেন : মাওলানা সারোয়ার সাহেল।

স্বামী : আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারলামনা, হয়ত আর বেশিদিন তোমার কাছে আমাকে পাবেনা, কখন যেন ডাক পড়ে যায় চিরনিদ্রায় শয়ীত হবো, চলে যাব অচিনদেশে। যেখানে নেই কোন আপনজন—স্ত্রী কথাগুলো শুনছে আর অব্যাধারায় কান্না করছে, কে থামাবে তার কান্না? এই যেন শুরু হবে তার জীবনের দুঃখ-কষ্টের অকূল নদীর শ্রোত।

স্বামী বলতেই লাগলো—হে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী! তোমাকে কিছু ওসিয়ত করছি মন দিয়ে শোনো—কোনো একদিন যদি মৃত্যু এসে যায়, কবরে চলে যাই। তুমি আমার কথাগুলো মেনে চলবে,

আমি মরে গেলে, তুমি আমার যে সন্তানগুলো আছে তাদেরকে দেখে রেখো। তাদের পড়াশুনা করিও এবং তুমি তোমার পছন্দমত একজন জীবনসাথীকে বিবাহ করে সংসার করিও এবং আমার সন্তানদের খোঁজখবর রেখো।

এভাবে বলতেছিল আর স্ত্রীর দুঃখ যেন সাগরের পানিতে বিনাশ হতে ছিল, একপর্যায়ে তারা ঘূর্মিয়ে পড়লো, সকালে ঘূর্ম ভাঙলো স্ত্রীর, স্বামীর দিকে নজর পড়তেই কান্না জুড়ে দিল, কারণ স্বামী আর তার সাথে উঠতে পারবেনা, চলে গেলেন চিরদিনের জন্য।

দাফন-কাফন সমাপ্তি হল, এরপর কিছুদিন এভাবেই চলতে লাগলো, সবার মন মরা, কারো মনে আগের মত সেই আনন্দ নাই।

স্বামী যে সম্পদ রেখে গেছে তা বিক্রি করতে করতে প্রায় শেষ, জমি বিক্রি করলো, গরু-ছাগল বিক্রি করলো, নিজে অন্যের বাড়িতে কাজ করবে তাও সে পারছেনা, কারণ, বয়স কম, যুবতী মহিলা। যে পুরুষই তাকে দেখে সেই খারাপ চরিতার্থের প্রস্তাব দেয়। কোথাও যেন বের হতেই পারেনা, কেউ বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেয়েনা, পর-পুরুষগুলোও চায় অবৈধ সম্পর্ক করতে, তাই সে অন্য কোনো কাজও করতে পারেনা। এদিকে বাচ্চাদের খাবার জোগাড় করার কোনো ব্যবস্থা নাই। শেষমেষ সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসলো। বাবা-মা নেই, আছে ভাই-ভাবি। এখানে কিছুদিন থাকার পর ভাবিও দিনদিন বিভিন্ন ধরনের খোঁটা দিয়ে কথা বলে। বাবার বাড়িতে থাকাও যেন কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবুও কি করবে—যাওয়ার কোনো পথ নেই। এখন সে অনুভব করতে লাগলো—তার এখন দরকার আলাদা একটা ঘরের। যার কাছে মনের কষ্টগুলো বলতে পারে এরকম একজনকে দরকার। যে তার সমস্যাগুলো সমাধান করবে। কি করবে, কোথায় পাবে, কেউ তো তাকে বিবাহও করবেনা, বিবাহ করলেও তার সন্তানদের কি

করবে ভেবে পাচ্ছেনা, তার সুখের জীবনটাই যেন যন্ত্রনার আগুনে দ্রোহ হচ্ছে
আর দিনরাত কামা করছে, কোনো লাভ হয়না। একজন বিধবা নারীর এরপর কি
হতে পারে, পাঠক একটু চিন্তা করুন প্লিজ!

আপনি আমি কি চিন্তা করছি?

হে বোন! তুমি যেমন তোমার স্বামীকে একটি চাও, সে মরে গেলে তুমি বিধবাই
হবে, বোন! তোমাকেই বলছি, তুমি অন্য বিধবার প্রতি সহানুভূতিশীল হও,
তোমার প্রতি আল্লাহ সদয় হবেন।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পুরুষদেরকে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে, তার কারণও
অনেক। চিন্তা করুন।^{১১০}

সংশ্লিষ্ট

^{১১০} লিখেছেন : Faisal R Mahbub

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১। কিতাবুল ফিতান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্দ)

মূল : ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহল্লাহ

২। ধেয়ে আসছে ফিতনা

মূল : শাইখ আবু আমর উসমান আদ-দানি (মৃত্যু ৪৪৪ হিজরী)

৩। ভালোবাসতে শিখুন

মূল : ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজিজদ

৪। যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৫। যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন

মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৬। যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৭। ভালোবাসার বন্ধন

সংকলন- বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

৮। ধৈর্য হারাবেন না

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজিজদ

৯। ফুল হয়ে ফোটো

মূল : শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল ও মোহাম্মাদ হোবলস

১০। অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসুল সা.

মূল : ড. রাগিব সারজানি

১১। যেমন হবে উন্মাহর দাঙ্গগণ

মূল : শাইখ ইসমাইল ইবনে আব্দুর রহীম আল মাকদিসি

আর্লি ম্যারিজ ক্যাম্পেইন

বিয়ে : সর্দৈকে দীন

সংকলন : গাজী মুহাম্মদ তানজীল

সম্পাদনা : কায়সার আহমাদ

